চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 117 Thursday, 28 March, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা ✱ ১৪ চৈত্র, ১৪৩০ বৃহস্পতিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্য সিপিএমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে হাজির সুন্দরী সঞ্চালিকা। সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছে। এবার লোকসভা ভোটে বঙ্গ সিপিএমের হয়ে ভোট প্রচার করবে সে। ...বিস্তারিত পাতা ২

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে নকশালবাড়িতে প্রচার সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ...বিস্তারিত পাতা ৫

হিন্দি সিনেমার অন্যতম শীর্ষ নায়ক অক্ষয় কুমার। নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে অভিনেতাকে। নব্বইয়ের দশকে একের পর এক ফ্লপ নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তিনি।...বিস্তারিত পাতা ৭

চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ৬৩ রানে হেরেছে গুজরাট টাইটান্স। হারের পরদিনই জানা গেল গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিলকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

লোকসভা নির্বাচনে

বিজেপিশাসিত দুই রাজ্যে 'ভোট করাবে' বাংলার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে বার বার প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এমনকী, নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরুতেই রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ডিজিকে বদল করেছে নির্বাচন কমিশন। এবার সেই বাংলার পুলিশকেই অন্য রাজ্যে ভোটের কাজে ব্যবহার করছে তারা। আজ অর্থাৎ বুধবার রাজ্যের মোট ১৫ কোম্পানি পুলিশ মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের জন্য আপাতত বাংলার ৫ কোম্পানি পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দুর্গাপুর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী থেকে ৫ কোম্পানি বাহিনী সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগামী ৮ এপ্রিল থেকে মধ্যপ্রদেশে কাজ করা শুরু করে দেবে তারা। অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের ১০ কোম্পানি বাহিনী পাঠানো হচ্ছে ছত্তিশগড়ে। এই ১০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে বারাকপুর সশস্ত্র বাহিনী ব্রিগেড থেকে ৫ কোম্পানি, উত্তরবঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী ব্রিগেড থেকে ২ কোম্পানি, ইএফআর ব্রিগেড থেকে ১ কোম্পানি, কলকাতা পুলিশ থেকে ২ কোম্পানি বাহিনীকে ছত্তিশগড়ে লোকসভা নির্বাচনে কাজে লাগানো হবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে সংশ্লিষ্ট স্থানে ১০ কোম্পানি বাহিনী কাজ শুরু করে দেবে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক অফিসার ৯ এমএম পিস্তল সঙ্গে রাখবেন। কনস্টেবলরা সঙ্গে রাখবেন এসএলআর, ইনসাস। জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশের প্রত্যেকটি কোম্পানি কলকাতা স্টেশন থেকে দুপুর ৩টের সময় বিশেষ ট্রেনে চেপে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাংলার প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। পুলিশ রাজ্যের শাসকদলের হয়ে ভোট করাচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে তারা। এবার সেই পুলিশকেই বিজেপিশাসিত রাজ্যে ভোটের কাজে ব্যবহার করছে কমিশন। যার জেরে প্রশ্ন উঠছে, তাই বিরোধীদের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠছে।

লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি ২৮ মার্চ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে ২৮ মার্চ, বৃহস্পতিবার। ওই দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও। এই দফায় ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮টি লোকসভা আসনের পাশাপাশি আউটার মণিপুরের একটি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেরল, কর্ণাটক, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অসম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিপুরা এবং মণিপুরে দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এই পর্বের ভোট হবে ২৬ এপ্রিল। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে মনোনয়ন স্ক্রুটিনি করা হবে ৫ এপ্রিল। জম্মু ও কাশ্মীরে স্ক্রুটিনি হবে ৬ এপ্রিল। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ৮ এপ্রিল।

পিনারাই বিজয়নের মেয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের মামলা ইডি-র

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ মার্চ ঃ কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের মেয়ে বীণার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের মামলা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বীণার একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা রয়েছে। অভিযোগ, দু'টি সংস্থা থেকে বীণার সংস্থায় বেআইনি অর্থ ট্রান্সফার করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করলো ইডি। অভিযোগ, কোচির দুই সংস্থা বীণার সংস্থায় ১.২১ কোটি টাকা দিয়েছিল। যা বেআইনি লেনদেন। ২০২৩ সালে বিষয়টি সামনে আসে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক। মার্চে সেই নিয়ে মামলা রুজু করল ইডি। উল্লেখ্য, এই ঘটনা ভোটের আগে কেরলের শাসকদল তথা সিপিএমের উপর চাপ তৈরি করল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সিপিএম বলছে, ইডির এই মামলা দায়ের স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। যেভাবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিঃদ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেভাবেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর মেয়েকেও ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।

বিজেপিতে প্রত্যাবর্তনের ' নিরাপত্তা বাড়ল অর্জুন সিংয়ের

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৭ মার্চ ঃ বিজেপিতে ফেরার 'পুরস্কার নিরাপত্তা বাড়ল বারাকপুরের অর্জুন সিংয়ের। বুধবার থেকে চ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পাবেন বিজেপি প্রার্থী। এবার থেকে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ৬ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। সূত্রের খবর, আরও নিরাপত্তা বাড়বে তাঁর। এতদিন রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন তিনি। উনিশের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে শিবির বদল করেছিলেন ভাটপাড়ার ' অর্জুন। বিজেপির টিকিটে জিতেও আসেন। কিন্তু একুশের ভোটে তাঁর খাসতালুক নৈহাটি, বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে কোনও ম্যাজিক দেখাতে পারেননি। উলটে বোমাবাজি, তোলাবাজি, গুন্ডামির মতো অভিযোগ আসছিল অর্জুনের বিরুদ্ধে। এর মধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে ফেরেন অর্জুন সিং। কিন্তু শাসক দলের সঙ্গে তাঁর সুর মিলছিল না। বার বার তাল কাটছিল। এর মধ্যে লোকসভা ভোটের আগে শাসকদলের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও অর্জুন সিংয়ের দ্বন্দ্ব। সূত্রের খবর, দ্বঃদ্বের জেরেই লোকসভার টিকিট কাটা যায় অর্জুনের। তার পর থেকেই ফের পদ্মে আশ্রয় খুঁজছিলেন তিনি। উনিশের লোকসভা ভোটের আগের চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল চব্বিশের ভোটের আগে। বছর দুয়েকের মধ্যে গত ১৫ মার্চ ফের বিজেপিতে অর্জুনের প্রত্যাবর্তন। বারাকপুর থেকে বিজেপির টিকিটও পেয়েছেন তিনি। গেরুয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তনের পুরস্কার। লোকসভা ভোটের আগেই বাড়ল তাঁর নিরাপত্তা। আপাতত ৬ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান তাঁর নিরাপত্তা দেবেন। সূত্রের খবর, ভোট যত এগোবে, ততই বাড়বে বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তা। অবশ্য চ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে নারাজ খোদ অর্জুন সিং। বলেন, আগেও তো নিরাপত্তা ছিলই। বলে রাখা ভালো, ভোটের মুখে অর্জুনের দলবদলের জেরে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের দিকে নজর রয়েছে সকলের। তৃণমূলের পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের গড় রক্ষা করতে পারেন কিনা অর্জুন, সেটাই দেখার।

ভোটের মুখে 'প্রতিশ্রুতি মোদীর

ইডি-র বাজেয়াপ্ত অর্থ ফেরানো হবে গরিব বঙ্গবাসীকে

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ বাংলায় একাধিক দুর্নীতি কাণ্ডে যে অর্থ উদ্ধার করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, সাধারণ মানুষের মধ্যে তা বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন করে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বাংলায় কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বিজেপি টিকিট দিয়েছে 'রাজমাতা অমৃতা রায়কে। বিজেপি সূত্রে খবর, অমৃতাকে উসাহ দিতেই ফোন করেন মোদী। তখনই জানান, বাংলায় বিবিধ দুর্নীতি কাণ্ডে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই অর্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান। দুর্নীতির বিষয়টি অমৃতাই তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান, ইডির বাজেয়াপ্ত টাকা গরিব মানুষের। 'কেউ স্কুল শিক্ষক হওয়ার জন্য টাকা দিয়েছেন, কেউ ক্লার্ক হওয়ার জন্য টাকা দিয়েছেন।' তা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেন। বলেন, 'অমৃতাজি আমি আপনাকে একটা কথা বলি। আমি আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। বাংলায় ইডির লোকেরা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। এই টাকা গরিব মানুষের টাকা।' মোদী জানান, নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর একটা আইনি ব্যবস্থা হবে, যাতে গরিব মানুষের থেকে লুঠ করা টাকা ফেরানো যায়। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, টাকা ফেরানোর বিষয়টিকে প্রচার-অস্ত্র করতেও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের কটাক্ষ, এক দশক আগে সুইস ব্যাঙ্কের কালো টাকা দেশে ফেরানো হবে এবং তা দরিদ্র নাগরিকদের মধ্যে বিলি হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদী। আজ অবধি সেই টাকার হদিশ মেলেনি। উল্টে নোটবন্দির পর লাগামছাড়া দুর্নীতির তদন্তে ব্যস্ত ইডির মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা। পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। তাই প্রশ্ন উঠছে প্রধানন্ত্রীর এই কথায় কি কেউ বিশ্বাস করবেন কিনা জানা নেই।

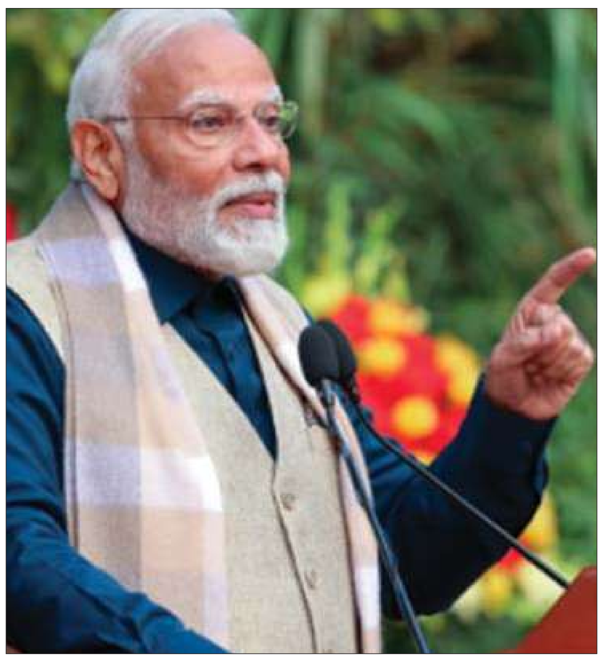

চিঠির মাধ্যমে নোটিশের উত্তর দেবঃ দিলীপ ঘোষ, তোপ কুণাল ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। দিলীপের কদর্য মন্তব্যের জন্য তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে শোকজ নোটিস ধরানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এ হেন আচরণের ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে দলের তরফে। এই শোকজ পাঠানো প্রসঙ্গে বুধবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, হ্যাঁ, আমি উত্তর দেব। চিঠির মাধ্যমে নোটিশের উত্তর দেব। দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এই প্রথম নয় যে আমি আমার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছি, কারণ আমি অন্যায়কারীদের সামনে কথা বলি। দল-সহ অনেকেই বলেছেন যে, আমি অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছি, যদি তাই হয় তবে আমি এতে দু ঃখ প্রকাশ করছি। আমি নোটিশের জবাব দেব। এদিকে, দিলীপ ঘোষের তীব্র সমালোচনা করেছেন কুণাল ঘোষ। কুণাল এদিন বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দিলীপ ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত অবমাননাকর ও অসম্মানজনক। তিনি নিয়মিত এই কাজ করে আসছেন। সে অভ্যাসগত অপরাধী হয়ে উঠেছে। আমাদের তিনটি দাবি, প্রথমত নির্বাচন কমিশনের উচিত তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া। দ্বিতীয়ত, এটা বলার পিছনে তাঁর ব্যাখ্যা বিবেচনা করা উচিত নয়। তৃতীয়ত, আমরা দাবি করছি, তাকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাঁর প্রার্থী পদ (লোকসভা নির্বাচনের জন্য) বাতিল করা উচিত। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার গভীর রাতে দিলীপকে এই শোকজ পাঠানোর বিষয়ে জানা যায়। বিজেপির মহাসচিব অরুণ সিংয়ের স্বাক্ষরিত ওই শোকজ নোটিসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দিলীপের মন্তব্যের নিন্দা করে বলা হয়েছে, মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আপনার আজকের বক্তব্য অশোভনীয় এবং অসংসদীয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির পরিপন্থীও। দল এই বক্তব্যের নিন্দা করছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশানুসারে আপনি যত দ্রুত সম্ভব আপনার আচরণের ব্যাখ্যা দিন। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর শহরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ মঙ্গলবার মমতাকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ।

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ শ্রীম স্বামী স্মরণানন্দ। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ভক্ত অনুগামীরা। শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে এক্স হ্যান্ডলে শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও। তিনি স্মরণ করেছেন এমাসের গোড়ায় শহরে এসে হাসপাতালে অসুস্থ স্মরণানন্দকে দেখতে যাওয়ার দিনটির। সেই সঙ্গে ২০২০ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছেন, অসংখ্য হৃদয়ে চিরকালীন ছাপ রেখে গিয়েছে প্রয়াত স্বামী স্মরণানন্দ। মোদী লিখেছেন, ' স্মরণানঃদজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন আধ্যাত্মিকতা ও সেবায়। অসংখ্য হৃদয়ে তিনি চিরকালীন ছাপ রেখে গিয়েছেন। তাঁর করুণা ও প্রজ্ঞা বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। আমার সঙ্গে তাঁর বহু বছর ধরেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ২০২০ সালে বেলুড় মঠে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়ছে, যখন আমার ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতায় এলে, আমি হাসপাতালে ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়েছিলাম তাঁর স্বাস্থ্যের। বেলুর মঠের অসংখ্য অনুগামীদের সঙ্গে আমার ভাবনা রয়েছে। ওম শান্তি।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও তাঁর এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, ' হয়তো তাঁর পার্থিব অস্তিত্বকে হারিয়েছি, কিন্তু তাঁর জীবন' গত ৫ মার্চ সন্ধ্যায় কলকাতায় আসেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরে নেমেই তিনি যান হাসপাতালে। ল্যান্সডাউনের শিশুমঙ্গল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামীজিকে দেখতে। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর সেখানে তাঁর চিকিৎসা নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন। এদিকে গতকাল, মঙ্গলবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা তাঁর শোকবার্তায় বলেন, নিজের দীর্ঘ জীবনকালে স্মরণানঃদজি মহারাজ রামকৃষ্ণ চেতনার মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার পথ দেখিয়েছেন। আজও তিনি বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও অনুগামীদের অনুপ্রেরণা। মঙ্গলবার রাত ৮টা ১৪ মিনিটে প্রয়াণ হয় স্বামী স্মরণানন্দের। তাঁর দেহ শায়িত রয়েছে সংস্কৃত ভবনে। বুধবার সকাল থেকেই বহু অনুগামী তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। রাত ৯টায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রয়াত অধ্যক্ষের।

টার্গেট পূরণ না হলে সরতে হবে! দলীয় নেতাদের সতর্ক করলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার,২৭ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে জয়ের 'টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই 'টার্গেট পূরণ না হলে কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা। পদ থেকে তাঁদের সরিয়েও দেওয়া হতে পারে। লোকসভা ভোটের রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি বৈঠকে সে কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে বসিরহাটের সভাতেও তাঁর মুখে 'টার্গেট কথা শোনা গিয়েছিল। বুধবার বিষ্ণুপুরের আমতলায় ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার কার্যকর্তাদের নিয়ে প্রথম বৈঠক সারেন অভিষেক। বৈঠকে সাংসদ মনে করিয়ে দেন, এবার তাঁর ভোটে জেতার ব্যবধান অন্তত চার লক্ষ হতে হবে। দলীয় কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, এতো উন্নয়ন ও পরিষেবা দেওয়ার পরও ২০১৯-লোকসভা এবং ২০২১-এক বিধানসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার যে বুথগুলিতে তৃণমূল লিড পায়নি সেই বুথগুলিতে আরও জোর দিতে হবে। কেন সেখানে তৃণমূল হারল তা মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে। মানুষের সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সাংসদ নিজে আমজনতার জন্য যে সমস্ত কাজ করেছেন সেগুলো মানুষকে বার বার করে বলতে হবে, পরামর্শ অভিষেকের। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৪,৬,৯ ও ১৬- এই চারটি ওয়ার্ডের গত নির্বাচনের কেন ফল খারাপ হল, সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে সাংসদ বলেন এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে আরও বেশি করে নেতাকর্মীদের মানুষের দরজায়-দরজায় যেতে হবে। মানুষের কথা শুনতে হবে। এই সমস্ত বুথ ও ওয়ার্ডগুলোতে কেন তৃণমূল দুর্বল, সে ব্যাপারে মানুষের কাছে জানতে হবে। এর পরই কড়া ভাষায় অভিষেক জানান, কোনও ওয়ার্ডে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল লিড না পেলে তার দায়িত্ব নিতে হবে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং প্রেসিডেন্টদের। তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকী, তাঁদেরকে পদ থেকে সরেও যেতে হবে। অভিষেক মনে করিয়ে দেন, জনগণই তৃণমূলের শক্তি। তাই বার বার মানুষের কাছে যেতে হবে। মানুষের চাহিদা কী, তা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের পরিষ্কারভাবে জানতে হবে। মানুষের দাবিগুলি তাঁকে জানানোর জন্য বলেন অভিষেক। আগামী দুমাস রাস্তায় থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। নেতাকর্মীদের সাংসদের পরামর্শ, এলাকায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘরের টাকা আটকে রেখেছে।

নিজাম প্যালেসে ডাক পড়ল সাংবাদিক ম্যাথুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের মুখে নারদকাণ্ডে নতুন করে তপর সিবিআই। ফের একবার ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন এবং বর্তমান মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র এমনকি, বিজেপির বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীও। বুধবার যদিও অভিযুক্তদের ডেকে পাঠানো হয়নি। সিবিআই এই মামলার সূত্রে তলব করেছে অভিযোগকারী ম্যাথু স্যামুয়েলকে। ম্যাথু একজন সাংবাদিক। তিনি সংবাদ মাধ্যম তেহলকার প্রাক্তন সম্পাদকও। তাঁর নেতৃত্বেই নারদ ' অপারেশন' চালানো হয়েছিল বাংলার শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালের সেই অভিযানে গোপন ক্যামেরায় তোলা ভিডিয়োয় টাকা নিয়ে দেখা গিয়েছিল সাংসদ মুকুল রায়, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রসূন বঃেদ্যাপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, সুলতান আহমেদ এবং তৎকালীন মন্ত্রী মদন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম এবং ইকবাল আহমেদকে। তৎকালীন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে নারদ মামলায়।

পুলিশের কাঁধে উঠবে নিরাপত্তার ভার! আফস্পা হঠানোর ইঙ্গিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ একে-৪৭ রাইফেল হাতে ভারী বুটের রুট মার্চ আর হবে না। এবার থেকে রাজ্যপুলিশই সামলাবে গোটা রাজ্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তার দায়িত্ব এবার থাকবে সেখানকার পুলিশ বাহিনীর হাতে। এমনটাই শোনা গিয়েছে। উপত্যকা থেকে বিতর্কিত আফস্পা হঠাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ইঙ্গিতে বাড়ল জল্পনা। জম্মু ও কাশ্মীরের এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন, আমরা জম্মু কাশ্মীর থেকে 'সশস্ত্র বল অধিনিয়ম' বা 'আফস্পা হঠানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। দশকের পর দশক ধরে হিংসাদীর্ণ জম্মু ও কাশ্মীরে লাগু রয়েছে বিতর্কিত আফস্পা আইন। যার জেরে ওই এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে যে কারও বা।তিতে তল্লাশি, গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে গুলি চালানোর অবাধ অনুমতি দেওয়া রয়েছে সেনাকে। তবে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর উপত্যকা থেকে আফস্পা আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল সেখানকার একাধিক সংগঠন। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ জানান, আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার করে সেখানে নিরাপত্তা রক্ষার ভার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার। আগে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের উপর ভরসা করা যেত না। কিন্তু এখন সেখানে একাধিক অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে পুলিশই। ফলে এখন সেখান থেকে আফস্পা তুলে নেওয়ার বিষয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারি। পাশাপাশি শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বের অন্তত ৭০ শতাংশ জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই আফস্পা তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও তা লাগু রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গেও এদিন মুখ খোলেন শাহ। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেখানে নির্বাচন হবে বলে বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, জম্মু ও কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের প্রতিনিধিদের খোঁচা মেরে তিনি জানান, এই গণতন্ত্র শুধুমাত্র তিনটি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, এটা জনগণের গণতন্ত্র হবে। শাহর দাবি, যদি কেউ কাশ্মীরকে রক্ষা করতে পারেন তবে সেটা একমাত্র নরেন্দ্র মোদী। প্রসঙ্গত, গত শতকের নয়ের দশকে জম্মু ও কাশ্মীরে বেলাগাম সন্ত্রাসের জেরে এই রাজ্যে লাগু হয়েছিল আফস্পা আইন। গোটা জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তার ভার চলে যায় সেনার হাতে। তার পর থেকে এখনও সেখানে লাগু রয়েছে এই আইন। তবে শুধু জম্মু ও কাশ্মীর নয়, হিংসার জেরে উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যেও এই আইন লাগু হয়। ২০১৫ সালে ত্রিপুরা ও মেঘালয় থেকে আফস্পা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও নাগাল্যান্ড রাজ্যে এখনও লাগু রয়েছে এই আইন। অসমেও বেশ কিছু জেলায় এখনও আফস্পা লাগু রয়েছে।

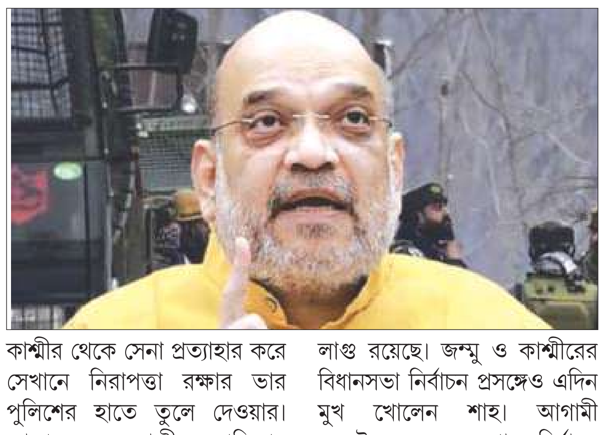

মহুয়া মৈত্রকে ইডি তলব করল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ এবার মহুয়া মৈত্রকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল ইডি। বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে ইডি অফিসে মহুয়াকে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও তৃণমূল প্রার্থী সেখানে যাবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

বাড়ি, অফিসে সিবিআই তল্লাশি হওয়ার পরপরই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। নির্বাচনী প্রচারে বাধা দান করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এমনই অভিযোগ তুলে তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোর ব্যাপারে কমিশনকে গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন মহুয়া। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে একথা উল্লেখও করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই ' হওয়ার আগেই তাঁর কাছে এল ইডি-র ডাক। প্রসঙ্গত, গত ১৯ শে মার্চ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। এরপরই গত শনিবার মহুয়ার বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ' নিয়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে লোকপালের নির্দেশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন জেলেনস্কি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেংন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারিকে বরখাস্ত করেছেন। এই পদে দেশটির বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে নিয়োগ দিয়েছেন জেলেনস্কি। গতকাল মঙ্গলবার এই রদবদলের ঘটনা ঘটে। এর আগে গত মাসে দেশটির সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়েও রদবদল করেছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের বিদায়ী সেক্রেটারির নাম ওলেকসি দানিলভ। তিনি ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে এই পদে ছিলেন। এর মাত্র চার মাস আগেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন জেলেনস্কি।গতকাল রাতে দেওয়া ভিডিও ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, দানিলভকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারির পদ থেকে দানিলভকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ বলেননি জেলেনস্কি। তবে তিনি বলেছেন, ইউক্রেনকে শক্তিশালী করাসহ রাষ্ট্রব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে নবায়নের কাজ চলবে।দানিলভের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন দেশটির বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের দায়িত্ব পালন করে আসা ৫১ বছর বয়সী ওলেকসান্দর লিটভিনেনকো। জেলেনস্কি তাঁর ভাষণে বলেন, বৈদেশিক গোয়েন্দাপ্রধান হিসেবে লিটভিনেনকোর যে অভিজ্ঞতা, তা তিনি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাবেন।ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের অধীনে থাকা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ দেশটির নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। ইউক্রেনের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, নিরাপত্তা-প্রতিরক্ষ াপ্রধানদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত।গত ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদে বদল আনেন জেলেনস্কি। জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনিকে সরিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয় ওলেকসান্দর সিরস্কিকে।

বিহারের ভোজপুরে পাটনা-দিল্লি হোলি স্পেশাল ট্রেনে আগুন, হতাহতের খবর নেই

ভোজপুর, ২৭ মার্চ ঃবিহারের ভোজপুর জেলায় আগুন লাগল পাটনা-দিল্লি হোলি স্পেশাল ট্রেনের একটি কামরায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে আরা স্টেশনের অদূরে কারিসাথ রেল স্টেশনের কাছে পাটনা-দিল্লি হোলি স্পেশাল ট্রেনের একটি কামরায় আগুন লাগে। পূর্ব-মধ্য রেলের সিপিআরও বলেছেন, হোলি স্পেশাল ট্রেনের এসি কামরায় আগুন লাগে, ট্রেনটি দানাপুর থেকে মুম্বই যাচ্ছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।বুধবার সকালে রেলের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনা সম্পর্কে। পূর্ব-মধ্য রেলওয়ের তরফে বলা

ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ভো ভ্যান থুং পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে তাঁর দল ভিয়েতনামিজ কমিউনিস্ট পার্টি। সম্প্রতি বুধবার দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।এক বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে, থুং দলের নীতি ভঙ্গ করেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণে জনমতে নেতিবাচক প্রভাব পা।ছে। এতে দলের পাশাপাশি দেশ ও তাঁর নিজেরও সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে।ভো ভ্যান থুং এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। একদলীয় শাসনব্যবস্থার দেশ ভিয়েতনামে প্রেসিডেন্টের পদটি আনুষ্ঠানিকমাত্র। এটি দেশটির শীর্ষ চারটি পদের একটি। দল ও শাসনসংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দ্য সেন্ট্রাল পার্টি কমিটি।থুংয়ের ত্রুটিগুলো কী, তা বিবৃতিতে পরিষ্কার করা হয়নি। তবে এর সঙ্গে দেশটিতে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে শুরু করা ঘুষবিরোধী অভিযানের সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে একে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান বললেও অনেকেরই দাবি, এ অভিযান মূলত দলের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের কারণে শুরু করা হয়েছে।

স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, বেলুড় মঠের ভক্তদের প্রতি জানালেন সমবেদনা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ৮টা ১৪ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ২৯ জানুয়ারি থেকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ। স্বামী আত্মস্থানন্দের জীবনাবসানের পরে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি দায়িত্ব নেন। গত ২৯ জানুয়ারি মুত্রনালিতে সংক্রমণের কারণে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয়েছিল। ক্রমে সেপটিসেমিয়ায় আক্রান্ত হন স্বামী স্মরণানন্দ। শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। ৩ মার্চ আচমকা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। গত ১৩ মার্চ ছোট অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসকার্যের জন্য একটি নল ঢোকানো হয় তাঁর শ্বাসনালিতে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, কিডনিতেও সমস্যা হয়েছিল তাঁর।স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। কিছু দিন আগেই সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিসাধীন থাকাকালীন তাঁকে দেখে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে শোক ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, শ্রীম স্বামী স্মরণানন্দ জি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, যিনি আধ্যাত্মিকতা এবং সেবায় নিজের জীবন উসর্গ করেছিলেন। অগণিত হৃদয় ও মননে অমলিন ছাপ রেখে গিয়েছেন। বেলুড় মঠের অগণিত ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা।

মমতা সম্পর্কে দিলীপের মন্তব্যে আপত্তি বিজেপির, শোকজ জে পি নাড্ডার

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃমুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। দিলীপের কদর্য মন্তব্যের জন্য তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে শোকজ নোটিস ধরানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এ হেন আচরণের ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে দলের তরফে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দিলীপকে এই শোকজ পাঠানোর বিষয়ে জানা যায়।বিজেপির মহাসচিব অরুণ সিংয়ের স্বাক্ষরিত ওই শোকজ নোটিসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দিলীপের মন্তব্যের নিন্দা করে বলা হয়েছে, মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আপনার আজকের বক্তব্য অশোভনীয় এবং অসংসদীয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির পরিপন্থীও। দল এই বক্তব্যের নিন্দা করছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশানুসারে আপনি যত দ্রুত সম্ভব আপনার আচরণের ব্যাখ্যা দিন। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর শহরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ মঙ্গলবার মমতাকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। এলাকায় স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণের সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে আক্রমণ করার পাশাপাশি মমতাকেও আক্রমণ করেন দিলীপ। তিনি বলেন, ‘ ইউপি থেকে দিদি গোযাতে গিযে. বলেন গোয়ার মেয়ে। ত্রিপুরাতে গিয়ে বলেন ত্রিপুরার মেয়ে।’’ এর পরেই তিনি মমতার উদ্দেশে কুরুচিকর ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ।

মহুয়া গড়ে কঠিন লড়াই,সন্দেশখালির রেখার পর কৃষ্ণনগরের রানি মা-কে ফোনে উৎসাহ মোদির

বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বসিরহাটের বিজেপি (BJP) প্রার্থীর পর কৃষ্ণনগরের রানি মা-কেও ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Narendra Modi)। দেশজুড়ে মোট তিনজন মহিলা বিজেপি প্রার্থীকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে দুজন বাংলার এবং একজন কেরলের।বাংলার প্রার্থীরা হলেন সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলা রেখা পাত্র। এবং কৃষ্ণনগরের রাজমাতা অমৃতা রায়। এছাড়াও কেরলের আলাথুর কেন্দ্রের বিজেপি (BJP) প্রার্থী টিএন সরসুকেও ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভার লড়াইয়ের আগে মূলত প্রার্থীদের উৎসাহ বাড়াতেই প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে ফোন করেছেন বলে বিজেপি সূত্রের খবর।কৃষ্ণনগরের রাজমাতা সদ্যই রাজনীতিতে পা রেখেছেন। এবং শুরুতেই তাঁকে ভোট ময়দানে নামিয়ে দিয়েছে বিজেপি। তাও আবার কঠিন প্রতিপক্ষ মহুয়া মৈত্রের (Mohua Moitra) বিরুদ্ধে। কঠিন ল।ইয়ের আগে প্রধানমন্ত্রী মূলত তাঁকে উৎসাহ বাড়াতেই ফোন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন রাজমাতা অমৃতা রায় (Amrita Ray)। তিনি জানান, বেশিক্ষণ কথা হলেও গুরুর মতো মোদি তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন। অমৃতার কথায়, উনি আমার উপর আস্থা রাখতে পেরেছেন এটাই আমার কাছে বিরাট প্রাপ্তি। আমি তো প্রথমবার রাজনীতিতে। গুরুর মতো আমাকে উসাহ দিয়েছেন।এর আগে সন্দেহশখালির প্রার্থী রেখা পাত্রকে ফোন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি শক্তিস্বরূপা। গোটা দেশ আপনার ল।ইয়ের জন্য গর্বিত। শুভেচ্ছা জানানোর পরই সন্দেশখালির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি। কীভাবে প্রচার করবেন রেখা সেই পন্থাও বাতলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এর পরই তাঁর ফোন যায় রাজমাতার কাছে। ভোটের মুখে (Lok Sabha ২০২৪) বাংলার দুই প্রার্থীকে মোদির দেওয়া পেপ টক কতটা কাজে দেয়, সেটাই দেখার। তাপর্যপূর্ণভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে এই কৃষ্ণনগর থেকেই প্রচার শুরু করবেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন নিয়ে অভিযোগ? স্ট্রেট জানান কমিশনকেন্ড

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হলেও তাদের ঠিকমতো কাজে লাগানো হচ্ছে না! এমন অভিযোগ নতুন কিছু নয়, এবারও একইরকমের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের দপ্তরে। এরপরেই বিরোধীরা দাবি তুলেছে, রেকর্ড সংখ্যক বাহিনীকে যেন যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়। সেই দাবি মেনে নতুন ব্যবস্থা নিতে চলেছে কমিশন। কোথায়, কত বাহিনী কখন রুটমার্চ করছে, রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে আম ভোটারেরাও তা জানতে পারবেন। যদি সেই তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল না থাকে, তা হলে কমিশনের কাছে সেই বিষয়ে সরাসরি অভিযোগও জানানো যাবে।রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ সংক্রান্ত অভিযোগ উঠতেই পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পুরো বিষয়ে স্বচ্ছতা আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রুটমার্চ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তা পৌঁছে দেবে তারা। এজন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ২৯ মার্চ থেকে কমিশনকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইট ceowestbengal.nic.in-এ সেই তথ্য প্রকাশিত হবে। ওয়েবসাইটে 'রুটমার্চ' -এ ক্লিক করলেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ সম্পর্কে জানতে পারবেন যে কেউ।কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন বুথে রুটমার্চ করানোর উদ্দেশ্য হলো ভোটারদের মনে ভরসা তৈরি করা। কিন্তু কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, বাহিনীর 'গাইড' হিসেবে থাকে স্থানীয় পুলিশ। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি বা দল মনে করেন যে, কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে যাচ্ছে না, বা রুট মার্চ করাচ্ছে না, তা হলে জেলার নির্বাচনী আধিকারিককে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে।গত ১৬ মার্চ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে তার আগেই দু'দফায় মোট ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এ রাজ্যে এসে গিয়েছে। ১ মার্চ প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি এবং ৭ মার্চ দ্বিতীয় দফায় এসেছে আরও ৫০ কোম্পানি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এপ্রিলের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গে আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। এই ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের কোথায় কোথায় মোতায়েন করা হবে, সে ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছে কমিশন।

ভোটের আগে নারদকাণ্ডে তৎপর সিবিআই,নিজাম প্যালেসে ডাক পড়ল ম্যাথুর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের মুখে নারদকাণ্ডে নতুন করে তপর সিবিআই । ফের একবার ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ম্যাথু একজন সাংবাদিক। তিনি সংবাদ মাধ্যম তেহলকার প্রাক্তন সম্পাদকও। তাঁর নেতৃত্বেই নারদ ‘ অপারেশন’ চালানো হয়েছিল শাসক দল তৃ ণমূলের বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালের সেই অভিযানে গোপন ক্যামেরায় তোলা ভিডিয়োয় টাকা নিয়ে দেখা গিয়েছিল, সাংসদ মুকুল রায়, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, সুলতান আহমেদ এবং তকালীন মন্ত্রী মদন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম এবং ইকবাল আহমেদকে। তকালীন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে নারদ মামলায়।২০১৪ সালে রেকর্ড করা সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে ২০১৬ সালে নারদনিউজ ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইটে। স্যামুয়েল বলেছিলেন, তিনি তেহলকার হয়ে ওই গোপন ক্যামেরা অভিযান চালালেও শেষ পর্যন্ত তেহলকা ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনার বিষয়ে বিশেষ হেলদোল দেখায়নি। তাই দু'বছর পর অন্য ওয়েবসাইটে ওই ভিডিয়ো প্রকাশ করেন স্যামুয়েল। নারদনিউজের নামেই সেই অভিযানের নাম হয় নারদ স্টিং অপারেশন।সেই ম্যাথুকেই আগামী ৪ এপ্রিল সকাল ১১টার সময় ডেকে পাঠানো হয়েছে কলকাতার নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে। ১৯ এপ্রিল থেকে ভোট শুরু হচ্ছে বাংলায়, তার ঠিক ১৫ দিন আগেই হঠা নারদ মামলার মূল সূত্রধরকে ডেকে পাঠানোর ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা।ম্যাথুকে পাঠানো চিঠিটি পাঠিয়েছেন কলকাতার সিবিআইয়ের ডেপুটি পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিক রিসিনামোল কে সি। ম্যাথুকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন, ‘ যে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছি, সেই মামলা সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাকে কলকাতার নিজাম প্যালেসে এসে দেখা করতে হবে।’’ভোটের মুখে হঠাই দেশের অ-বিজেপি রাজ্য গুলিতে ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয় হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। তার আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে ইডি। গ্রেফতারও করে তাঁকে। তবে গ্রেফতারির আগে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিহারেও আরজেডি নেতা লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক ঘটনায় ইডি-সিবিআই অভিযান চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। এই পরিস্থিতিতে এ বার নারদ মামলা নিয়ে নতুন করে সক্রিয় হল সিবিআইও।

গার্ডেনরিচ কাণ্ডে গঠিত কলকাতা পুরসভার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়তে পারে আগামী সপ্তাহে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গার্ডেনরিচে বহুতল বিপর্যয়। মৃত্যু ১১ জনের। লালবাজার থেকে চিঠি গেল কলকাত পুরনিগমের কাছে। অবশেষে তদন্ত কমিটি গঠন কলকাতা পুরনিগম । সাত সদস্যের সেই কমিটিকে আটটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বলা হয়েছিল। সেই জবাবের ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহে পুরসভাকে রিপোর্ট দেবেন তাঁরা। গত শনিবার এই কমিটি গঠন করে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দোল উৎসবের কারণে সোমবার পর্যন্ত ওই কমিটি ঘটনাস্থলে যেতে পারেনি। মঙ্গলবার কমিটির সব সদস্যেরা একসঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিকেলে গার্ডেনরিচের আজহার মোল্লা বাগানে যান ওই কমিটির সদস্যেরা। সেই দলে ছিলেন কলকাতার বিল্ডিং, রাস্তা এবং কঠিন বর্জ্য বিভাগের ডিজিরা। এ ছাড়াও কলকাতা পুরসভার এক জন করে নির্মাণ বিষয়ক এবং মাটি বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ইঞ্জিনিয়ারেরা সেখানকার নমুনা সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি ওই জমির মাটির নমুনাও পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।চলতি সপ্তাহে আবারও তদন্ত কমিটির সদস্যরা গার্ডেনরিচ এলাকায় যাবেন বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার কারণ কেবল এক বার পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা সম্ভব নয়। তাই বার বার ওই এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন বিষয় দেখেশুনে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। তার পরেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তিনি আরও বলেন, এই রিপোর্ট তৈরি হয়ে প্রথমে পুর কমিশনার এবং পরে মেয়রের টেবিলে যাবে। সেই রিপোর্টে যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে সেই দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। তাই একটু সময় নিয়ে সেই রিপোর্টটি তৈরি করবে তদন্ত কমিটি। এ ক্ষেত্রে কোনও চটজলদি রিপোর্ট দিতে নারাজ তারা। তাই নিজেদের পরিদর্শনের পাশাপাশি, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েই রিপোর্ট তৈরি করে আগামী সপ্তাহে তা জমা পড়তে পারে পুরসভায়। ইতিমধ্যে বিল্ডিং বিভাগের তিন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করার পর তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। তাই দুর্ঘটনার জন্য কে দাযী, সে বিষয়ে তদন্তের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখছেন পুর আধিকারিকেরা। কারণ গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার পর যে ভাবে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ উঠছে তা নিয়ে বেজায় চাপে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। তাই এই সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে কলকাতাবাসীর কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে পুর প্রশাসন। গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, এই তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছে ফিরহাদের নির্দেশেই। কমিটি গঠন করেছেন পুর কমিশনার ধবল জৈন। সাত সদস্যের এই কমিটির মাথায় রয়েছেন কলকাতা পুরসভায় যুগ্ম কমিশনার জ্যোতির্ময় তাঁতি। তিনিই এই কমিটির চেয়ারম্যান। এ ছাড়া কমিটিতে আছেন পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের প্রতিনিধি, জঞ্জাল সাফাই এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আধিকারিকেরা। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ, বিএলআরও এবং পুরসভার ‘ ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল’ মুগ্ধা চক্রবর্তীকে রাখা হয়েছে কমিটিতে। এই কমিটির রিপোর্টের পর ওই এলাকায় চিহ্নিত আরও ছ'টি বিপজ্জনক তথা বেআইনি বাড়ি নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে কলকাতা পুরসভা। তাই আগামী সপ্তাহে রিপোর্ট জমা পড়ার অপেক্ষায় পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকেরা।

সিপিএমের খবর পড়বে এআই সঞ্চালিকা সমতা,নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন দলের অন্দরেই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্য সিপিএমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে হাজির সুন্দরী সঞ্চালিকা। সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছে। এবার লোকসভা ভোটে (Lok Sabha 2024) বঙ্গ সিপিএমের হয়ে ভোট প্রচার করবে সে।ইংরেজিতে খবর পাঠের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সিপিএমের আইটি সেলের তরফে বলা হয়েছে, বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তা নিয়ে দলের বক্তব্যকে সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে দিতেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের পোশাকি নাম ‘ অন বেঙ্গল’। সিপিএম সূত্রে খবর, মহিলা সঞ্চালিকার পর পুরুষ সঞ্চালককেও অচিরেই হাজির করাবে তারা। তবে তার নাম এখনও রাখা হয়নি।খবর সঞ্চালনায় এআই প্রযুক্তির ব্যবহার কেন, তা নিয়ে সিপিএমের মধ্যেও বিবিধ মত রয়েছে। কেউ কেউ নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকে সাদরে গ্রহণ করছেন। আবার কেউ বিরোধিতায় সরব। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস বলেন, ‘ যুগে প্রচারের ধরনে বিবর্তন হয়েছে। তা সে কোনও পণ্যেরই প্রচার হোক বা রাজনীতির। আমরা চিরকাল নতুনকে গ্রহণ করেছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তার ব্যবহার করেছি। আমাদের কাছে অন্যদের মতো ইলেক্টোরাল বন্ডের টাকা নেই। কিন্তু মেধা আছে। আর তা পয়সা দিয়ে ভাড়া করা নয়।’’সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির সদস্য সোমবার রাতে একটি হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপে এ নিয়ে লিখেছিলেন, ‘ উদ্ভট জিনিস কার মাথা থেকে এল?’’ পরে আবার সেই টেক্সট মুছেও দিয়েছেন তিনি। তবে দলের বাইরের লোকও রয়েছেন, এমন একটি গ্রুপে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। ফলে তা আর দলের ভিতরে চাপা থাকেনি।রাজ্য সিপিএম গোটাটাকে প্রযুক্তি ব্যবহারের নিরিখেই দেখতে চাইছে। এআই কর্মসংস্থান গিলে খাবে কি না, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে। সেই আঙ্গিকে সিপিএমের পেজে এআই ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সিপিএম নেতারা ঘরোয়া আলোচনায় স্পষ্টই বলছেন, এখনও তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এআই-এর ব্যবহার যা হচ্ছে, তা মূলত মনোরঞ্জনের জগতেই। এ ক্ষেত্রেও তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের নিরিখেই গোটাটাকে দেখা হচ্ছে।গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সিপিএম সমাজমাধ্যমের জন্য একটি টিম তৈরি করেছে। তা কলেবরেও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের বিবিধ কাজ নিয়ে রাজ্য সিপিএম তাদের দলিলে প্রশংসাও করেছে। তবে এ-ও ঠিক, কিছু কিছু কাজ নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে দলের মধ্যে। এ ব্যাপারে রাজ্য সিপিএমের এক প্রথম সারির নেতা ঘরোয়া আলোচনায় বলেন, ‘ করলে তবেই তো ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা হয়। আগে এই দিকটা স্থবির ছিল। এখন একটা সজীবতা তৈরি হয়েছে। এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজটা করে চলেছেন।’’

চিঠির মাধ্যমে নোটিশের উত্তর দেব, শোকজ প্রসঙ্গে বললেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। দিলীপের কদর্য মন্তব্যের জন্য তাঁকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে শোকজ নোটিস ধরানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এ হেন আচরণের ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে দলের তরফে। এই শোকজ পাঠানো প্রসঙ্গে বুধবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, হ্যাঁ, আমি উত্তর দেব। চিঠির মাধ্যমে নোটিশের উত্তর দেব।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার গভীর রাতে দিলীপকে এই শোকজ পাঠানোর বিষয়ে জানা যায়। বিজেপির মহাসচিব অরুণ সিংয়ের স্বাক্ষরিত ওই শোকজ নোটিসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দিলীপের মন্তব্যের নিন্দা করে বলা হয়েছে, মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আপনার আজকের বক্তব্য অশোভনীয় এবং অসংসদীয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির পরিপন্থীও। দল এই বক্তব্যের নিন্দা করছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশানুসারে আপনি যত দ্রুত সম্ভব আপনার আচরণের ব্যাখ্যা দিন। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর শহরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ মঙ্গলবার মমতাকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ।

টিকিট পাননি,তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও বাদ মিমি-নুসরাত

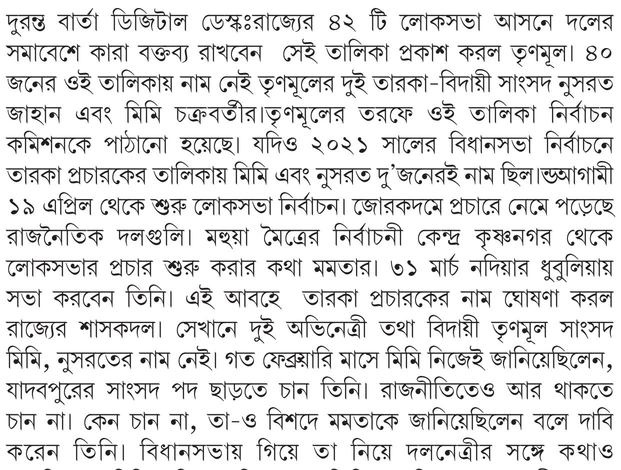

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃরাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনে দলের সমাবেশে কারা বক্তব্য রাখবেন সেই তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূল। ৪০ জনের ওই তালিকায় নাম নেই তৃণমূলের দুই তারকা-বিদায়ী সাংসদ নুসরত জাহান এবং মিমি চক্রবর্তীর।তৃণমূলের তরফে ওই তালিকা নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো হয়েছে। যদিও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারকা প্রচারকের তালিকায় মিমি এবং নুসরত দু'জনেরই নাম ছিল।আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। মহুয়া মৈত্রের নির্বাচনী কেন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে লোকসভার প্রচার শুরু করার কথা মমতার। ৩১ মার্চ নদিয়ার ধুবুলিয়ায় সভা করবেন তিনি। এই আবহে তারকা প্রচারকের নাম ঘোষণা করল রাজ্যের শাসকদল। সেখানে দুই অভিনেত্রী তথা বিদায়ী তৃণমূল সাংসদ মিমি, নুসরতের নাম নেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মিমি নিজেই জানিয়েছিলেন, যাদবপুরের সাংসদ পদ ছাড়তে চান তিনি। রাজনীতিতেও আর থাকতে চান না। কেন চান না, তা-ও বিশদে মমতাকে জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। বিধানসভায় গিয়ে তা নিয়ে দলনেত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। মিমি দাবি করেছিলেন, ‘ তিনি বলেছিলেন, দলনেত্রী বললে দলের হয়ে প্রচার করবেন। কিন্তু তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেল, সেখানে নাম নেই মিমির। তাই তিনি তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, নুসরতকে নিয়ে দলের একাংশের মধ্যে অনেক দিন ধরেই অসন্তোষ। অভিযোগ, নিজের কেন্দ্রে যথেষ্ট সময় দেননি বসিরহাটের বিদায়ী সাংসদ। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সংঃদশখালি গত জানুয়ারি থেকে উত্তপ্ত। তখন এক বারও সেখানে যাননি নুসরত। সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে ‘ সেরেছেন। সংঃদশখালিতে ‘ ধারা জারি রয়েছে বলেই তিনি যাননি বলে জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমকে। ১৪৪ ধারাকে ‘ ধারা বলে সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন বসিরহাটের অভিনেত্রী সাংসদ। নির্বাচনে তাঁকে আর প্রার্থী করেনি তৃণমূল। এ বার তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে নুসরতকে।তালিকায় নাম রয়েছে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী মানস ভুইয়াঁ, অরূপ বিশ্বাস, ব্রাত্য বসু, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজার মতো নেতৃত্বের। আসন্ন ভোটে যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের নামও রয়েছে তালিকায়। যেমন, শ্রীরামপুরের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘাটালের দেব, বীরভূমের শতাব্দী রায়, যাদবপুরের সায়নী ঘোষ, হুগলির রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর কলকাতার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দমদমের সৌগত রায়, বহরমপুরের ইউসুফ পাঠান, মেদিনীপুরের জুন মালিয়া, ব্যারাকপুরের পার্থ ভৌমিক, তমলুকের দেবাংশু ভট্টাচার্য, জয়নগরের প্রতিমা মণ্ডল। প্রাক্তন মুখপাত্র কুণাল ঘোষেরও নাম রয়েছে তালিকায়। নাম রয়েছে মমতা ঠাকুর, শান্তনু সেন, জয়প্রকাশ মজুমদারের। তৃণমূলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, নবীন এবং প্রবীণের মধ্যে ভারসাম্য রেখেই তৈরি করা হয়েছে এই তালিকা। প্রবীণ তৃণমূল নেতার পাশাপাশি নবীনদেরও রাখা রয়েছে। তালিকায় নাম রয়েছে বিধায়ক অদিতি মুন্সি, মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, রাজ চক্রবর্তী, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ঋতব্রত বংদ্যোপাধ্যায়, অম্বরীশ সরকারের। নাম রয়েছে বিবেক গুপ্ত, সমীর চক্রবর্তী, মোশারফ হুসেন, স্নেহাশিস চক্রবর্তীর। তবে নাম নেই আসানসোলের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিন্‌হার। তৃণমূলের একটি সূত্র বলছে, বয়সজনিত কারণেই শুধু নিজের কেন্দ্র আসানসোলেই প্রচার করবেন তিনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৪চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৪চৈত্র মাস ১৯৪৪,মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে **বৃষভ রাশিঃ**আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। **মিথুন রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযােগ করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের **কুম্ভ রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ। **মীন রাশিঃ**স্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলেট বুলটি রায় কে সম্বর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ২৭ মার্চঃ তারকেশ্বর বিবেকানন্দ পল্লী সেবা কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ ডাঃ জয়দেব কোলের ব্যবস্থাপনায় তারকেশ্বর সেবা হাসপাতালের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এলাকার তথা বাংলার পোড় খাওয়া অ্যাথলিট বুল্টি রায়কে উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয় । উক্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ২৫ হাজার টাকার চেক বুল্টির হাতে তুলে দেন সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জয়দেব কোলে । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা ব্যানার্জি কর্মাধ্যক্ষ সুমনা ঘোষ এলাকার বহু সমাজসেবী গুণী জন ও সোসাইটির ও সেবা হাসপাতালের কর্মীবৃন্দ । বুল্টি সম্মাননা পেয়ে খুব খুশি । তিনি জানান, এই সম্মান প্রাপ্তি ক্রীড়াজগতে তার আগামী দিনে চলার পথে পাথেয় শুধু নয় এই সম্বর্ধনা প্রাপ্তি তাকে আরো অনুপ্রেরণা যোগাবে।

প্রথম দফার জন্য ২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার জন্য ২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। আগামী ১ এপ্রিল আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে পৌঁছাবে। তার মধ্যে প্রথম দফার জন্য ২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় আগামী ১৯ এপ্রিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভোট নেওয়া হবে। কমিশন জানিয়েছে, কোচবিহারে থাকবে ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৬ কোম্পানি বাহিনী থাকবে আলিপুরদুয়ারে। জলপাইগুড়িতে ৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে আরও ২ কোম্পানি বাহিনী রাখা হবে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই বাহিনী রাজ্যে আসতে শুরু করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী আগামী কাল থেকে ওই বাহিনীর অবস্থান এবং গতিবিধি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাতে হবে। সকাল ১০টার মধ্যে বাহিনী সংক্রান্ত রিপোর্ট ইমেল মারফত পাঠাতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে।

প্রতিটি দফার আগে আইনশৃঙ্খলা সহ ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ নির্বাচন কমিশন রাজ্যে সাত দফা নির্বাচনের প্রতিটি দফার আগে আইনশৃঙ্খলা সহ ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবে। দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার পর্যায়ের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের উপস্থিত থাকতে হবে বলে জানিয়ে কমিশনের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ফুরফুরায় বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের পেটে ঢুকে গেল লোহার রড

দুরন্ত বার্তা, ফুরফুরা হুগলি, ২৭ মার্চঃ রোজা ভাঙার পর চা খেতে যাচ্ছিলেন। বাইক দুর্ঘটনায় পেটে ঢুকে গেল লোহার রড। মর্মান্তিক মৃত্যু ফুরফুরায়। আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। তিনি বর্তমানে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রোজা ভাঙার পর বছর পঁচিশের যুবক মকবুল মাল তাঁর বন্ধু সামসুর শেখকে নিয়ে চা খেতে যাচ্ছিলেন। ফুরফুরার রামপাড়া থেকে হোসেন পুর বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় রাখা জলের পাইপে জোরে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন বাইক আরোহী দুজনই।পাইপ টেনে সরানোর জন্য পাইপে গেঁথে রাখা থাকা লোহার রড মকবুলের পেটে ঢুকে যায়। স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আহত আরেক বাইক আরোহীকে শিয়াখালার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত যুবকের পরিবার জানিয়েছে, বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ির চলে আসায় তাকে পাশ দিতে গিয়ে পাইপে ধাক্কা মারে। তাতেই এই দূর্ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এখন জলের লাইন যাওয়ার জন্য রাস্তার পাশে পাইপ রাখা থাকছে। ফলে রাস্তার পরিসর ছোটো হয়ে যায়। এর ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। মৃত যুবকের দিদি টুকাই মাল বলেন, ‘‘রোজা ভাঙার পর চা খেতে যাচ্ছিল ভাই। হোসেনপুর মোড়ের কাছে পাইপ থেকে বের করে রাখা রড দূর্ঘটনা ঘটে।

ওয়াশিং মেশিনে লুকানো কয়েক কোটি টাকা

ভোটের মুখে ২.৫৪ কোটি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ কলকাতা, মুম্বই, হায়দরাবাদ, হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র সহ একাধিক জায়গায় অভিযান শুরু করে ইডি। তবে ইডির অভিযানের বিষয়টি গোপন রাখা হয় প্রথম থেকেই। তারপরই আসে এই বড়সড় সাফল্য। ওয়াশিং মেশিনের ছবিটা দেখেছেন? কাপড়ের পরিবর্তে যেখানে জায়গা করে নিয়েছে ৫০০ টাকার গুচ্ছ গুচ্ছ নোটের তাড়া! প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ পয়ে তাল্লাশি চালাতেই বড় সাফল্য পায় ইডি। ওয়াশিং মেশিনে লুকিয়ে রাখা ২.৫৪ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেন ইডি আধিকারিকরা। কলকাতা সহ মোট চার রাজ্যে অভিযান চালায় ইডি। ক্যাপ্রিকরনিয়ান শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার ওপর ইডির নজর ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। শুধু তাই নয়, এই সংস্থাটির অংশীদার হিসাবে কাজ করা আরও বেশ কয়েকটি সংস্থায় পণ্য পাঠানোর ভুয়ো হিসাব দেখিয়ে জলিয়াতি চলত বলে অভিযোগ। প্রতারণার কাজে মোট ৭টি সংস্থার যক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিটি সংস্থার ওপরেই কড়া নজর রয়েছে ইডির। এই সংস্থাগুলির সূত্র ধরেই দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, কুরুক্ষেত্র এবং কলকাতায় হানা দেয় ইডি। তালিকয় আছে লক্ষ্মিতন মেরিটাইম, হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল, রাজনন্দিনী মেটালস লিমিটেড, স্টুয়ার্ট অ্যালয় ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ভাগ্যনগর লিমিটেড, বিনায়ক স্টিলস লিমিটেড, বশিষ্ঠ কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের মতো সংস্থা। সিঙ্গাপুরের সংস্থায় পণ্য পাঠানোর ভুয়ো হিসব দেখিয়ে জলিয়াতি চলত বলে অভিযোগ। শুধুমাত্র ২.৫৪ কোটি টাকাই নয়, তল্লাশিতে প্রচুর নথি এবং ডিজিটাল ডিভাসও পাওয়া গেছে। খোঁজ মিলেছে ৪৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেরও। এইসংস্থার দায়িত্বে আছেন বিজয় কুমার শুক্লা এবং স ঞ্জয় গোস্বামী। ক্যাপ্রিকরনিয়ান শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগী হিসাবে কাজ করা সংস্থা হিসাবে উঠে এসেছে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থার নাম। সেইসব সংস্থার ডিরেক্টররাও সকলে রয়েছেন ইডির নজরে।লোকসভা ভোটের মুখে কয়েকদিন আগেই আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওালকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে।

অন্যদিকে, রেশন থেকে নিয়োগ একাধিক দুর্নীতি মামলায় বংলাতেও জোর কদমে চলছে তল্লাশি। সেখানে ওয়াশিং মেশিনের ভেতর থেকে ২.৫৪ কোটি টাকা উদ্ধারে নতুন করে শুরু হয়েছে চর্চা।এর আগে ইডিকে সরকারের হাতের পুতুল বলে অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। বিরোধীরা বরাবরই অভিযোগ করেছে, সরকারি নির্দেশে ইডি কেবলমাত্র বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালই নয় তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়েকেও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

টাকাপয়সা নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদ, চলল ধারালো অস্ত্র, ভাতিজা সহ গুরুতর আহত তিন

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৭ মার্চ ঃ কাজের টাকা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝামেলা। আর এতে ধারালো দায়ের আঘাতে আহত তিনজন। বর্তমানে গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনজনই। প্রতিদিনের মতো কাজের সন্ধানে বের হয়ে যান যে যার মতো করে। কাজকর্ম শেষ করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়িঘরের নিত্যদিনের জিনিসপত্র কিনে এনে রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে যে যার মতো করে ঘুমিয়ে পড়েন। পরের দিন আবার কাজের সন্ধানে বের হয়ে যান উদয়পুর মহকুমার উপজাতি এলাকায় কিল্লা ব্লকের অধীন নিত্যবাজার তুইস্যাবাড়ি এলাকায় দুই ভাই নগর বাহাদুর মলসম (৫০) এবং কনাবাসি মলসম (৪৬)। বুধবার যে যার মতো করে কাজের উদ্দেশ্যে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েন। হঠাৎ দুই ভাইয়ের মধ্যে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে দুই ভাইয়ের হাতে থাকা দা দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করে। এই অবস্থা দেখে তাদের ভাতিজা রূপক কুমার মলসম (২২) তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসলে তাকেও দা দিয়ে আঘাত করা হয়।

আর এতে তিন জন কমবেশি রক্তাক্ত হন। আহত অবস্থায় গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তিনজনকে। বর্তমানে আহত তিনজন গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কলকাতা বিমানবন্দরের দুই বিমানে ধাক্কা

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে রানওয়েতে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ধাক্কা লাগে ইন্ডিগো বিমানের। রানওয়েতে দু'টি বিমান বিপজ্জনক ভাবে একে অপরের কাছাকাছি এসে যাওয়ায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। বিমানবন্দরে ইন্ডিগো বিমানটি রানওয়েতে প্রবেশের জন্য ছাড়পত্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ধাক্কা মারে। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানটির ডানার একটি অংশ ভেঙে যায়। ইন্ডিগো বিমানের একটি ডানাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ডিজিসিএ ইন্ডিগো বিমানের উভয় চালককে সাময়িক ভাবে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফে আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘‘আমরা বিষয়টি নিয়ে বিশদ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। ইন্ডিগোর উভয় চালককে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গ্রাউন্ড স্টাফদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’’ ইন্ডিগো বিমানটিতে চার জন শিশু-সহ মোট ১৩৫ জন যাত্রী ছিলেন।

বিধায়ক হিসাবে ইস্তফা কৃষ্ণ কল্যাণীর

কলকাতা, ২৭ মার্চঃ রায়গঞ্জের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। বুধবার বিধানসভায় গিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি। তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়েছে। কৃষ্ণবাবুর পদত্যাগের ফলে রায়গঞ্জের বিধানসভা বিধায়কহীন হয়ে পড়ল। সেখানে আবার উপ-নির্বাচন হবে। এ ছাড়া তিনি বুধবার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। ফলে ওই পদটিও ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন কৃষ্ণবাবু। তার পর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাঁকে সেই রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করেছে।

নাবালিকাকে নির্যাতনের দায়ে ডানকুনি থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

হুগলি, ২৭ মার্চ ঃ এক নাবালিকার মুখ চেপে ধরে ঝোপে নিয়ে গিয়ে তাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে হুগলির ডানকুনিতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে বুধবার আদালতের মাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আটক করা হয়েছে এক নাবালককে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল ডানকুনিতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৫ বছরের এক বালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দোকানে যাবে বলে। অভিযোগ, রাস্তা থেকে তার মুখ চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যান তিন জন। তার পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়। বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা।

ঘটনার কথা তার মাকে জানালে তিনি কয়েক জন প্রতিবেশীকে জানান। নাবালিকা শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, ‘‘আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। আমি দোষীদের শাস্তি চাই।’’ পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই ঘটনার গ্রেফতার করা হয় ঋত্বিককুমার ঠাকুর নামে এক জনকে। ধৃতের বিরুদ্ধে ৩৭৬(১) আইপিসি ও ৪১৭ পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

স্বামী স্মরণানন্দকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে ভক্তদের ভিড় বেলুড় মঠে, শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী অরূপ-সহ বহু বিশিষ্টজনেরাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দের নশ্বর দেহ ভক্তদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বুধবার দিনভর শায়িত রাখা হয় বেলুড় মঠের সাংস্কৃতিক ভবনে। মঙ্গলবার রাত থেকেই তাঁর অগণিত ভক্ত অনুরাগীরা বেলুড় মঠে আসতে শুরু করেন। মালা, শ্বেতপদ্ম নিয়ে সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁরা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে স্মরণানন্দের দেহ আনা হয় বেলুড় মঠে। বালির বিধায়ক রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত মহারাজকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সব ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে রাতেই বেলুড় মঠে আসেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। বুধবার সকালে বেলুড় মঠে আসেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা হাওড়ার বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। বুধবার রাতেই বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে প্রয়াত মহারাজের অন্তিম সংস্কার হবে বলে বেলুড় মঠ সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাত ৮-১৪ মিনিটে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে প্রয়াত হন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। গত ২৯ জানুয়ারি থেকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। ৩ মার্চ রাতে স্মরণানন্দের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়। মহারাজের প্রয়াণে সব মহলেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিন বেলুড় মঠে এসে আইনজীবী বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, সমাজসেবার ক্ষেত্রে ভারত তথা বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সময় এই প্রতিষ্ঠানের যে ভুমিকা থাকে সেটা সব সময় উল্লেখযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য। সেই অর্থে স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজের জীবনাবসান আমাদের সকলের, সমাজের পক্ষে ক্ষতি। আজ যখন আত্মকেন্দ্রিকতা সবকিছুকে গ্রাস করে নিচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এইরকম মানুষ যাঁরা ত্যাগ করেন তাঁদের মৃত্যু আমাদের সবসময় ক্ষতি। তাঁর আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এদিন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ওনার জনপ্রিয়তা ছিল। মানুষকে একদিন না একদিন যেতে হয়। উনি চিরকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। তাঁর মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। অন্যদিকে, এদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মর্মস্পর্শী বার্তা পাঠিয়েছেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিও শোকবার্তা পাঠান। তিনি কয়েকদিন আগে সেবা প্রতিষ্ঠানে মহারাজকে দেখতেও এসেছিলেন। এর আগে ২০২০ সালে উনি যখন বেলুড় মঠে এসেছিলেন তখন উনি মহারাজকে প্রণাম করে বলেছিলেন আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এখানে আসিনি। আমি ঘরের ছেলে হিসেবে এখানে এসেছি। তাঁর শোকবার্তায় তিনি এ কথা স্মরণ করেছেন।

কয়েকদিন আগে উনি সেবা প্রতিষ্ঠানে যে এসেছিলেন তার অভিজ্ঞতা তিনি লিখেছেন ঐ শোকবার্তায়। উনি লিখেছেন তার বিয়োগে আধ্যাত্বিক জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মর্মস্পর্শী ভাষায় শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। আনুমানিক রাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ মহারাজকে মঠে আনা হয়। অন্যান্য প্রয়াত মহারাজদের মতো তাঁকেও সংস্কৃতি ভবনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অগণিত ভক্ত এবং দর্শনার্থী বিশেষ করে যারা তার আধ্যাত্বিক আশ্রয় এবং কৃপা পেয়েছেন তাদেরই একটা অংশ গতকাল রাত থেকে অবিরাম আসছেন। এদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন মহারাজকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাত আটটা নাগাদ আসবেন মহারাজকে শ্রদ্ধা জানাতে। রাত ৮-১৫ মিনিট নাগাদ মহারাজের দেহ নিয়ে আসা হবে মঠবাড়ির চাতালে। সেখান থেকেই বেলুড় মঠের গোড়াপত্তন। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ থাকতেন। সেখানেই মহারাজকে রাখা হবে। আমাদের বিশ্বাস ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। রাত নটা নাগাদ মহারাজকে মায়ের মন্দিরে নিয়ে আসা হবে। মায়ের সামনে ছেলেকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনা হবে। নববস্ত্র পড়ানো হবে। সন্ন্যাসীদের সমস্ত উপাচার পালন করা হবে। এরপর স্বামীজীর মন্দির প্রদক্ষিণ করে মহারাজ্যে আবাসে থাকতেন এখানে কিছুক্ষণ রাখা হবে। এরপর তাকে প্রেসিডেন্টের অন্তোষ্টিক্রিয়া জন্য স্থানে তাঁর অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ৭ই এপ্রিল ভান্ডারা হবে। আশা করা হচ্ছে লক্ষাদিক ভক্ত এবং দর্শনার্থীরা সেই ভান্ডারায় অংশগ্রহণ করবেন। স্মৃতি সভা হবে সেখানে। রাজ্যপালও শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি ভান্ডারায় আসার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহারাজ একজন বড় সন্ন্যাসী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে। রামকৃষ্ণ মঠে একই মূর্তিতে দুর্গাপূজা হয়না। পরবর্তী বছরে আবার নতুন মূর্তি দিয়ে দুর্গা পুজো করা হয়। রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের কার্যকাল শেষ হয়ে গেছে। ঠাকুর তার আদরের সন্তানকে কোলে টেনে নিয়েছেন। সেই জায়গায় নতুন অধ্যক্ষ স্থলাভিষিক্ত হবেন। আমাদের সংঘের অছি পরিষদ প্যানেল তৈরি করে। এক মাস সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদ খালি থাকেনা। সেই জায়গায় একজন ইনট্রিম প্রেসিডেন্ট করা হয়। ইনট্রিম প্রেসিডেন্ট হন যিনি ট্রাস্টি বোর্ডের সবচেয়ে বয়স্ক তাঁকে ইনট্রিম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তার আন্ডারে সমস্ত কিছু আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এরপরে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে এক মাস সময় লাগবে। এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই সভা হবে।

হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন বিভ্রাটের জেরে যাত্রী দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ মার্চ ঃ হাওড়ায় সকালে সিগন্যাল বিভ্রাট দীর্ঘ সময় ট্রেন চলাচলে প্রভাব, বুধবার সকালেই দুর্ভোগের শিকার যাত্রীরা হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন বিভ্রাটের জেরে যাত্রী দুর্ভোগ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার পর এবার হাওড়া ডিভিশন। সিগন্যালের সমস্যার কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ট্রেন চলাচল। সিগন্যাল সংক্রান্ত সমস্যার জেরে হাওড়া স্টেশনের ১ থেকে ৬ নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেন ঢোকা বেরোনো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ব্যান্ডেল থেকে হাওড়াগামী লোকাল ট্রেনগুলি। আপেও স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। পরে রেলের তরফে জানান হয়, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ হাওড়ায় সিগন্যালিংয়ের সমস্যার সমাধান হয়েছে। তবে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে বলেই মনে করেছেন কেউ কেউ। জানা গিয়েছে, সকাল ৬.২০ নাগাদ ডাউন কাটিহার এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছনর সময় ঘটনাটি ঘটে। এর ফলে হাওড়া স্টেশনের ১ থেকে ৬ নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেন ঢোকা বেরনো বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, সিগন্যাল সারানোর কাজ শুরু হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। পরে অবশ্য কৌশিক মিত্র জানান, সাড়ে সাতটা নাগাদ হাওড়ায় সিগনালের সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে। এখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক। যদিও সাতসকালে এই ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে বলেই আশঙ্কা যাত্রীদের একাংশের। এদিকে এই ঘটনার জেরে, ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া মুখী লোকাল ট্রেনগুলি বন্ধ হয়ে যায়। আপ লাইনেও বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ও গণদেবতা প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরিতে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলে পৌঁছয়। ডাউনে বর্ধমান লোকাল চললেও তা ছিল অনিয়মিত। ব্যান্ডেল স্টেশনে ট্রেন না থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। সকালে ব্যস্ত সময়ে ট্রেন চলাচলের এই পরিস্থিতি হওয়ায় ব্যাপক দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় যাত্রীদের। বিভিন্ন স্টেশনে বাড়তে থাকে যাত্রীদের ভিড়। জানা যায়, সকাল ৫.৪৯ মিনিটে শেষ ডাউন ব্যাণ্ডেল লোকাল ছেড়ে যায়। তার পরেই শুরু হয় দুর্ভোগ। অন্যদিকে হাওড়ায় সিগন্যাল সংক্রান্ত এই সমস্যার প্রভাব পড়ে তারকেশ্বর শাখাতেও।

সকাল থেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়ে আপ এবং ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচল। সকাল ৮টা নাগাদ সিঙ্গুর স্টেশনে প্রচুর যাত্রীর ভিড় চোখে পড়ে। কাজের দিনে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয় যাত্রীদের। বাতিল করা হয় হরিপাল লোকাল, তারকেশ্বর লোকাল সহ বেশ কয়েকটি ট্রেন।

স্বাধীনতার পর পথশ্রী রাস্তা পেল সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ ময়রা চক এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৭ মার্চঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথম কুলতলির গোপালগঞ্জের ময়রারচক এলাকায় তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের রাস্তা। স্বাধীনতার পর থেকে সর্বপ্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডলের সহযোগিতায় ডোঙাচড়া হইতে ময়রার চক পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা পেল। তাই বুধবার রাস্তাউদ্বোধনের দিন এলাকা বাসী শঙ্খ বাজিয়ে মঙ্গল ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করলেন। যা নজির বিহীন ঘটনা ২০২৪ এ দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পর উল্লেখ করতে হচ্ছে রাস্তা নিয়ে। যাই হোক সাধারণ বাসিন্দারা অনেকটাই অসুবিধা বাধন কাটলো। স্কুল কলেজে যেতে অনেক অসুবিধা হতো ছাত্র ছাত্রীদের। অসুস্থ রোগীরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে যেত। তাই রাস্তা পেয়ে খুশি সাধারণ বাসিন্দারা। কুলতলি ব্লকের ডোঙ্গাজোড়া হইতে ময়রারচক পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করেন কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি গুনধর সরদার , কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হাড়মনি নস্কর, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শাহাদত শেখ, গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বীনতা হালদার, গোপালগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সুধূর হালদার, কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি খলিল লস্কর, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বামনী সরদার সহ গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জন প্রতিনিধি গন।কুলতলির ময়রারচক এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত এলাকা বাসীদের খুবই সমস্যা হচ্ছিল। কুলতলি বিধানসভার বিধায়কের প্রচেষ্টায় আনুমানিক এক কোটি ৩৪ লক্ষ ১২ হাজার এক শত টাকা ব্যয়েএই ঢালাই রাস্তার শুভ সূচনা হয়।আর এই রাস্তা তৈরি হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

বিশ্বনাট্য দিবস স্মরণে নাট্যকর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ২৭ মার্চঃ চাঁপদানী আর্ট এন্ড কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে চাঁপদানী নিবারণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্দিরের নন্দকুমার হালদার স্মারক মঞ্চে দুটি নাটক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম নাটক ,অমলেরা, রচনা অর্পিতা দাশগুপ্ত, সহ নির্দেশনা বিজয়া মাইতি, নির্দেশনা সুখেন মাইতি।এবং দ্বিতীয় নাটকরক্ত বিজরচনা অর্পিতা দাশগুপ্ত, সহ নির্দেশনা বিজয়া মাইতি, নির্দেশনা সুখেন মাইতি,। তারপর বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। অংশ নেয় চাঁপদানী আর্ট এন্ড কালচারাল সোসাইটির নিত্য বিভাগের নিত্য শিল্পীরা। এছাড়াও নাট্য কর্মশালা এবং নাট্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায়,সুখেন মাইতি, তিনি বলেন প্রতিবছর এই দিনটি আমরা মন প্রান দিয়ে পালন করি। নাটক প্রশিক্ষক বৃন্দ হিসাবে ছিলেন মানশ মিত্র ,বিজয়া মাইতি, রুমেলা সোম, পরিচালনায় চাঁপদানী আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি এবং সুখেন মাইতি। নাটকের আঙ্গিক, বাচিক রূপসজ্জা, আবহ, আলো পাণ্ডুলিপি, মার্শাল আর্ট ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়।

শিক্ষার্থী হিসাবে ৮ বৎসর হইতে ১৬ বৎসরের তিরিশ জন ছেলে,মেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী তথ্য ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) আর্থিক সহায়তায় হয়। চাঁপদানী নিবারণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্দিরের নন্দকুমার হালদার স্মারক মঞ্চে বসন্ত উৎসবেরও আয়োজন হয়েছিল।

অনুষ্ঠানটি খুবই বর্ণাঢ্য এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।উক্ত সোসাইটির সম্পাদক সুখেন মাইতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৪ চৈত্র, ১৪৩০

লোকসভা নির্বাচনী প্রস্তুতি

বিজেপি দল এখন লোকসভার নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সরকার এখন বেশ শক্ত মাটির ওপরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও বিজেপি দল এখন দিল্লির রাজনৈতিক হাওয়ার তাদের অনুকূলে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দিল্লিতে বিজেপি যাতে লোকসভার নির্বাচনের ভালো ফললাভ করতে পারে তার জন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছে। দিল্লি হল ভারতের রাজধানি। তার ফলে দিল্লিকে এখন হাত ছাড়া করা চলবে না। দিল্লি বিজেপিকে দখল করতে হবে এই রকম একটি মানসিকতা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। দিল্লি হাত ছাড়া হওয়া মানেই ভারতের রাজনীতিতে খনিকটা হালকা হওয়া। বিজেপি এখন দলকে শক্তিশালী এবং ভারি করে তোলার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত জয় করাটাই হচ্ছে বিজেপির মূল লক্ষ্য। সেই কারণে রাম মন্দির দিয়েই জয়ের রথযাত্রা শুরু করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং রাম মন্দির তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। আর ছিলেন অমিত শাহ। তিনি এখন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তারপরে রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি রাম মন্দির তৈরি করার পক্ষে ছিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানির মনস্কামনাকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য মোদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও শারীরিক অসুস্থ থাকার জন্য আদবানি রাম মন্দিরে রামলালা উদ্বোধনের দিন উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবুও তাঁকে আমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল রাম মন্দির ট্রাস্টের কর্মকর্তারা। প্রধানমন্ত্রী মোদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজনাথ এবং অমিত শাহ। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সব রাজনৈতিক দলগুলি শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস দল এখন পর্যন্ত তাদের প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে পারেনি। বাম দলগুলি আগেভাগেই তাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। আম আদমি দল কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে দিল্লি এবং পাঞ্জাবে আসন ভাগাভাগি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজিরওয়াল গ্রেফতার হওয়ার ফলে সেই দিক দিয়ে কংগ্রেসকে এখন বেশ খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছে। যদিও কংগ্রেসে নেতার বলতে শুরু করে দিয়েছে যে আম আদমি দলের সঙ্গে লোকসভার নির্বাচনে আসন সমঝোতা করলে তার ফলভোগ কংগ্রেসকেই করতে হবে। সেই কারণে কংগ্রেস এখন দোদুল্যমান অবস্থায়। কোন পথ ধরে কংগ্রেস এগিয়ে চলতে থাকবে তা এখনও স্থির করতে পারেনি। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারে সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা নিয়ে এখনও কথা চলাচালি হতে শুরু করেছে। উদ্ধব থাকরের শিবসেনার সঙ্গে কংগ্রেস আসন সমঝোতা করে লোকসভার নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে ঠিক হয়েছে। এদিকে বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হল না। বাম দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে এবারে বাংলায় কংগ্রেস লড়াই করার ময়দানে নেমে পড়েছে। মুর্শিদাবাদে জঙ্গিপুরে সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রার্থী হয়েছেন। বহরমপুরে রয়েছেন অধীর চৌধুরী।

বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ দূষিত

রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ বিশ্বের পরিবেশকে ক্রমশ বিষাক্ত করে তুলছে। মানুষের মনের পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ হিংসায় পরিণত হচ্ছে। মানসিক অবস্থাকে সুস্থির রাখতে পারছে না। শান্ত পরিবেশ আক্রান্ত হচ্ছে হিংসার দ্বারা। ফলে বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আগামী দিনে কিভাবে জীবন যাপন করে সমস্ত বিশ্বকে বাঁচার অধিকার অর্জন করতে হবে। না হলে এই বিশ্ব থেকে মানুষ নামক প্রজাতি একেবারে লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা না করতে পারলে মানব মনটাকে সুস্থ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করতে পারলে জীবন ধারন রক্ষা করাটা খুবই কঠিন। শুধু গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার যেমন প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন রয়েছে মানব জাতির মনের ভিতরের দূষণটাকে দূর করার। সেটা করতে পারলে আগামি দিনে বিশ্বের মানব সভ্যতার অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। নাহলে মানব সভ্যতার পতন অনিবার্য এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। পরিবেশ রক্ষাটাও মানব সভ্যাতার বিকাশ। মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে। সেই পরিবেশটাকে যেভাবে দূষিত করা হচ্ছে তার ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমনের আগমন। পরিবেশকে সুস্থ রাখতে না পারলে আগামি দিন আর ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকা যেতে পারে। আমেরিকার বৃহৎ শিল্পগুলোই পরিবেশকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে অক্ষম ছিল। সেখান থেকে যে পরিমাণ কার্বন নির্গত হতে শুরু করেছিল তার ফলে বিশ্বের পরিবেশ একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু আমেরিকার নয়, পাশাপাশি চিন, রাশিয়ার মতো দেশ এই পরিবেশ রক্ষায় সামিল ছিল না। পরিবেশকে রক্ষা করতে যে ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা অক্ষর অক্ষরে পালন করতে গেলে বহু বৃহৎ শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বৃহৎ শিল্প কলকারখানা থেকে যে দূষিত রাসায়নিক জল নির্গত হয়ে নদী নালাতে পড়তো সেই সব রাসায়নিক জল নদীর জলের সঙ্গে মিশে বহু মাছের এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, রা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। মায়ের আর্শীবাদ সব সময়ে প্রয়োজন।। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা'রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রয়োজন মানবিকতা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

মা সারদা বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গেয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নরেনই সাধক।

রাষ্ট্রপুঞ্জে সংঘর্ষ বিরতি প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার ওপরে ক্ষুব্ধ

রবীন্দ্র কুমার শীল

রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ইজরায়েল মত বিরোধী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিল। রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে এক বৈঠকে গাজায় সংঘর্ষ বিরতি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেই সময় এই প্রস্তবারের বিরুদ্ধে আমেরিকা নিরব ছিল। ভোটদান থেকে বিরত থাকে। তার ফলে সংর্ঘবিরতটি প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায়। আমেরিকার কেন চুপ করেছিল এবং ভেটো দান বিরত ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন যে আমেরিকা প্রথম দিকে ইজরায়েলকে সমর্থন করে যেমন এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছিল আজকে তার থেকে ক্রমশ আমেরিকা সরে যেতে চাইছে। বারবার আমেরিকা সরকার সংর্ঘষ বিরতি প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন আর ইজরায়েলের সংর্ঘকে সমর্থন করছে না। তাঁরা বারবার বলতে শুরু করেছেন ইজরায়েল যেন সংঘর্ষ বিরতি করার দিকে বেশি করে নজর দেয়। তার ফলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার ওপরে প্রচণ্ড ক্ষুব্দ। তিনি বলেছেন, ইজরায়েলের একটি প্রতিনিধি দল আমেরিকাতে যাওয়ার কথা ছিল। এই ইজরায়েলি প্রতিনিধি দল আমেরিকাতে যাবে না। এই ইজরায়েলি প্রতিনিধি দলটি আমেরিকাতে গিয়ে সেখানকার প্রতিরক্ষা এবং সামরিক কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কীভাবে হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। গাজার দক্ষিণে কয়েক লক্ষ প্যালেস্টাইন বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কেউই স্বচ্ছতার সঙ্গে বসবাস করতে পারছে না। উপরন্তু সেখানে প্যালেস্টাইনীদের মানব ঢাল করে হামাস জঙ্গিরা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। বহু ইজরায়েলি নাগরিকদের বন্দি করে রেখে গিয়েছে হামাস। তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও রকম কথা উল্লেখ করছে না। তার ফলে ইজরায়েলের নাগরিকেরা প্রধানমন্ত্রী নেতানয়াহু ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে নেতানিয়াহু বলে দিয়েছেন যে ইজরায়েলের গোয়েন্দা দফতরে কর্মীরা হামাস জঙ্গিদের খুঁজে বের করে তাদেরকে হত্যা করবে। তার ফলে হামাস জঙ্গিরা এখন আত্মরক্ষা করতে ইরাক, অরান এবং তুরস্কে গিয়ে আত্মগোপন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইজরায়েস লস্কর জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ সংগঠন বলে উল্লেখ করেছে। ভারতও হামাসকে জঙ্গি সংগঠন বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তার ফলে ভারতের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়েছিল বেশ কিছু ইসলামিক রাষ্ট্র। কাতারে ভারতীয় নৌ সেনা কর্তাদের ফাঁসির হুকুম দেওয়ার মধ্যে দিয়ে হামাস বিরোধী ইজরায়েলকে ভারতের সমর্থন করার গোপন রাগ পোষন করার দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। তবে যদিও কূটনীতির শক্তিবলে এই সব নৌ কর্তাদের ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে ভারত সরকার। তারপরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কাতার সফর করেছেন এবং কাতারের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার দিক দিয়ে বেশ কয়েকটি চুক্তি করেছেন।

গত বছর অক্টোবর মাস থেকে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম গাজায় সংঘর্ষ বিরতি প্রস্তবা রাষ্ট্রপুঞ্জে পাশ করা হলো। এর আগে এ ব্যাপারে বেষ কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করার সময়ে আমেরিকা ভেটো দান করে নাকচ হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকা বারাবর সংর্ঘষ বিরতি প্রস্তাব পাশ করা পক্ষে ছিল না। সংর্ঘষ শব্দটার ব্যাপারে আমেরিকা আপত্তি করতে শুরু করেছিল। তারা বলেছিল ইজরায়েল হামাস জঙ্গিদের হাত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে লড়াই করছে। কোনও সময়ে হামাস জঙ্গি সংগঠনকে মেনে নেওয়া যায় না। হামাস যে জঙ্গি সংগঠন তাতে কোনও সন্দেহ নেই বলে মত প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। এমনকী ইউরোপের অধিকাংশ দেশই হামসাকে জঙ্গি সংগঠন বলে অস্বীকৃতি দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই হামাস সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের সংযোগ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এখন হামসা ছাড়া আইএস জঙ্গি সংগঠকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান এর আগে তলিবান জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করেছিল আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য। তালিবান জঙ্গি সংগঠনকে অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল পাকিস্তান সরকার। আমেরিকার যখন আফগানিস্তান নীতি থেকে সরে গিয়েছিল। তারা আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করার নীতির ওপরে জোর দিতে থাকে। তার ফলে তালিবান সেই ফাঁকটা পেয়ে আফগান আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান তালিবানদের আফগান দখল করতে সাহায্য করেছিল। সেই রকমই ভাবেই হামাস জঙ্গি সংগঠনকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মদত দিতে শুরু করেছিল। শুধু পাকিস্তান নয়, তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল ইরাক, ইরান এবং তুরস্ক। তুরস্ক তো হামাসকে স্বাধীনতাকামী সংগঠন বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়।

ফলে ইজরায়েল তুরস্কের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ছিল। ভারতে যেহেতু হামাস জঙ্গি নিধনের ইজরায়েলকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল সেই কারণে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক এবং তুরস্ক ভারতের ওপরে বিরাগভাজন হয়। এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরালের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার মতো প্রস্তার আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলেক গণহত্যাকারী দেশ বলে চিহ্নিত করা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তখন আমেরিকার বেঁকে বসেছিল। তার ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জে মানবাধিকার কমিশনের কাছে ইজরায়েলকে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশ বলে ঘোষণা দেওয়ার সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে শুরু করে ছিল যে ইজরায়েল বহু প্যালেস্টাইন নারী এবং শিশুদের হত্যা করছে। হাসাপাতাল ধ্বংস করে দিচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল বাহিনী। এমনকী মানবিক সাহায্য নিতে গিয়ে বহু প্যালেস্টাইনীরা হত হচ্ছে। এদিকে ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে যে মানবিক সাহায্য প্যালেস্টাইনদের দেওয়ার ব্যাপারে ইজরায়েল বাধার কারণ হচ্ছে না। মানবিক সাহায্য এখন হামাস জঙ্গিদের হাতে গিয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্যালেস্টাইন নারী এবং শিশুদের ঢাল করে হামাস জঙ্গিরা এখন আত্মরক্ষা করতে শুরু করেছে। তার ফলে যখনই ইজরায়েল সেনারা হামসাদের দিকে তাক করে আক্রমণ করতে শুরু করেছে তখন নিরীহ প্যালেস্টাইন নাগরিকদে সমানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে হামাস জঙ্গিদের হত্যা করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে দুই একটি প্যালেস্টাইন নাগরিক মারা পড়ছে। ইজরায়েল এখন হামাস মুক্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পশ্চিম এশিয়াতে হামাস যাতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য সব দিকগুলোকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এতদিন ইজরায়েলের হামাস বিরোধী অভিযানে আমেরিকার সাহায্য পেতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমেরিকার শীর্ষ সরকারি ব্যক্তিরা যুদ্ধ বিরতি নিয়ে সরব হতে শুরু করে দিয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পর্যন্ত সংঘর্ষ বিরতি পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করেছেন। গাজায় আমেরিকার ত্রাণ নিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মুখে কিছু না বললেও ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সংঘর্ষ বিরতি প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে নেতানিয়াহুর দফতর থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল। কেন আমেরিকা ভোটদান থেকে বিরত ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী দফতর। তারা বলতে শুরু করেছে যে হামাস ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যেভাবে আমেরিকা সহযোগিতার হাত বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে এবং সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তার থেকে ক্রমশ সরে আসতে শুরু করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে তারা নিজের নীতিকেই অস্বীকার করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন যে তাদের প্রতিনিধি দলটি আমেরিকা যাবে বলে স্থির ছিল তা হবে না। তারা ইজরায়েলেই থাকবে। ইজরায়েলের একটি প্রতিনিধি দল খুব শীঘ্রই আমেরিকার দিকে রওনা হওয়ার কথা ছিল। গাজার দক্ষিণ প্রান্তে ইজরায়েলের আগামি দিনের আক্রমণ নিয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করার ব্যাপারে বৈঠক হওয়ার কথা। গাজা ভূখণ্ড থেকে সরতে সরতে রাফায় এখন কয়েক লক্ষ প্যালেস্টানীরা আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ইজরায়েল দাবি করতে শুরু করেছে যে গাজা ভূখণ্ড ত্যাগ করে এখন রাফায় গিয়ে হামাস জঙ্গিরা আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আগামি দিনে রাফায় ইজরায়েলর হানা করতে পারে। হামাসদেরকে নিধন করাই ইজরায়েলের একমাত্র লক্ষ্য। যতদিন হামাস জঙ্গিরা থাকবে ততদিন ইজরায়েল বিপদের মধ্যে থাকবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতনিয়াহু। এদিকে নেতানিয়াহু তাঁর প্রতিনিধি দলকে আমেরিকা সফর বাতিল করে দেওয়ার ফলে আমেরিকা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কার্বি জানিয়েছেন যে আমেরিকা আগের মতোই ইজরায়েলকে এ ব্যাপারে সমর্থন করছে। আমেরিকা তাদের নীতি থেকে সরে আসেনি। আমেরিকার ভোটদান থেকে বিরত ছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই প্রস্তাবে এমন সব নীতি ছিল যা আগেই আমেরিকা থেকেই সমর্থন করে এসেছিল। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরিকা কোনও কালেই তাদের নীতি থেকে সরে আসেনি। প্রকৃত পক্ষে নিঃশর্তে সব বন্দিদের মুক্তির দাবির ব্যাপারে আমেরিকার সরব রয়েছে। তবে আমেরিকা মুখে এই কথা বললেও ভেটো দান থেকে বিরত ছিল তার ফলে ঘুরিয়ে প্যালেস্টাইন নাগরিকদের সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা বলে মনে করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী স্লোমো বেন আবি বলেছেন যে দুই বন্ধু দেশের মধ্যে এই চিড় ধরলে ইজরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনীকে এর ফল ভুগতে হবে। তবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলে গিয়েছেন যতই বাধা আসুক না কেন ইজরায়েল কিন্তু থামবে না। হামাস নিধন করেই ইজরায়েল ক্ষান্ত হবে। এদিকে বেশ কয়েকটি দেশ ইজরায়েলকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে জঙ্গি নিধন করার ব্যাপারে। তার মধ্যে ভারত রয়েছে। তবে ভারত আবার প্যালেস্টাইন নাগরিকদের মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে। নারী এবং শিশুদের জন্য ওষুধ এবং পথ্য পাঠিয়েছে। এদিকে ইজরায়েল নাগরিকরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রুশ ইউক্রন যুদ্ধ থামানোর দিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ কোনও নজর দিচ্ছে না। সেখানে রাশিয়া জোর করে ভোট গ্রহণ করিয়েছে ইউক্রেন অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে এতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রতিবাদ করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ এখন ছোটদেশ ইজরায়েলের দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে। আসলে ইজরায়েল শক্তিকে সবাই ভয় পায়। তারা জানে যে ইজরায়েল লড়াকু জাত। একবার বন্দুক কাঁধে নিলে জয় করে ফেরাই তাদের লক্ষ্য। তার ফলে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্রগুলির বিপদ বাড়বে। যার ফলে হামাস সমর্থিত রাষ্ট্র নেতারা ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা এখন ইজরায়েলকে থামানোর চেষ্টা করছে যাতে হামাসরা আত্মরক্ষা করার সময় লাভ করে।

বারাণসী কড়চা ঃ সাহিত্যসভা ও রাজনীতি

জয়দেব দাস, কাশী
পূর্ব প্রকাশের পর

বেনারসের সব কিছুই রূপক। হোলির পর মঙ্গলবার পর্যন্ত কাশীতে সাহিত্যিকদের হোলি চলতে থাকে, যা ঐতিহ্যগতভাবে বুধোয়া মঙ্গল নামে পরিচিত। অভিনয়ম সংস্থা তিন দশক ধরে প্রাচীন বুদ্ধমঙ্গলের বিলুপ্তপ্রায় শাখায় সাহিত্য আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। শতাধিক উদীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন গঙ্গার অপর ভাসমান বজড়ায়ে; খির, মালাই, রাবড়ি ও বেনারসি মিষ্টির ভোজের মধ্যে। সুরেন্দ্রজি বলেন যে অভিনয়ম উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে ঘনশ্যাম গুপ্ত, পন্ডিত অশোক মিশ্র 'সমকাল' এবং পন্ডিত গয়া প্রসাদ শাস্ত্রী মত লোক থাকলেও পণ্ডিত অমিতাভ ভট্টাচার্য লেখা ললিত অভিনন্দন পত্র বুড়ূআ মঙ্গলের কাব্যিক নৃত্যের প্রাণ হয়ে উঠত। নবগীতি ধারার কবি সুরেন্দ্র বাজপেয়ী স্মরণ করেন যে বুড়ুআ মঙ্গলের কবিতার আসর সন্ধ্যা সাতটা থেকে পর দিন সকাল সাতটা পর্যন্ত গঙ্গার ঢেউয়ের উপর ভাসমান বজড়া চলত। আমি যদি পঞ্চাশ -এর দশকের হোলির কথা বলি, প্রথম যে কথা মনে আসে তা হল দশাশ্বমেধ অঞ্চলের সাহিত্যিকদের সমাবেশ। জয়শঙ্কর প্রসাদের ছেলে রত্নাশঙ্কর প্রসাদ, বেঢব বেনারসি, বেধড়ক বেনারসি, পুষ্কর জি, শক্তিনারায়ণ সিং, মোহনলাল গুপ্ত 'ভৈয়াজি বেনারসি', ত্রিলোচন শাস্ত্রী, পন্ডিত হরিরাম দ্বিবেদীর মতো মানুষ। আমার মনে আছে, একই জায়গায় বিখ্যাত ঠুমরি গায়ক পন্ডিত মহাদেব মিশ্র 'হোরি' গানটি এমনভাবে গেয়েছিলেন যে মানুষ নাচতে শুরু করেছিল। কাশীর বসন্ত উৎসবের শেষে রাজনৈতিক পরিবেশ তেঁতে উঠেছে। কাশীর সাংসদ হয়ে আবার নরেন্দ্র মোদী মাঠে নামলে, তাঁকে টেক্কা দেবে কে তা নিয়ে পানের ঠেক থেকে চায়ের আড্ডায়ে চলছে জল্পনা। সেই জল্পনার কিছু সুরাহা হয়েছে কংগ্রেসের পদক্ষেপে। বারাণসী লোকসভা আসন থেকে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের প্রার্থী এবং কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অজয় রায় রবিবার প্রার্থী ঘোষণা করার পরে তার প্রথম আগমনে জেলার বিভিন্ন স্থানে স্বাগত জানানো হয়ে। তিনি দাবি করেন, কাশীর মানুষ পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভারত জোট পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনে লড়বে। অজয় রায়, লখনউ থেকে সড়কপথে কাশী পৌঁছে, প্রথমে পিন্দ্রা বাজারে অবস্থিত লক্ষ্মী মাতা মন্দিরে দর্শন সেরে, গিলাট বাজার মোড়ে রাজর্ষি উদয়প্রতাপ সিং, কাছারিতে ডঃ আম্বেদকর, মালদহিয়াতে সর্দার প্যাটেল এবং লাহুরাবীরে চন্দ্রশেখর আজাদ এর মূর্তি তে মাল্যদান করেন। লাহুরাবীরে নিজের বাসভবনে অজয় রায় বলেন, আজ পর্যন্ত কাশীতে মৌলিক জনসমস্যার সমাধান হয়নি। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যায় মানুষ অতিষ্ঠ। বিজেপি গণতন্ত্র হত্যা করছে বলে তাঁর অভিযোগ। কংগ্রেস মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অবিচার, কৃষকদের সমস্যা, এমএসপি, মহিলাদের নিরাপত্তা, নির্বাচনী বন্ডে বিজেপির পুনরুদ্ধার ইত্যাদির মতো প্রধান ইস্যুতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক আখাড়ায় সবার নজর কাশীর দিকেই থাকছে। কাশীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে স্বাধীনতার আগে এবং পরবর্তী কালেও কাশী মহৎ ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিছুদিন আগেই শহিদ দিবস পালন করেছে দেশ। ভগৎ সিং এর ফাঁসির দিনকেই শহিদ দিবস রূপে দেশ পালন করে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ভগৎ সিং এর গুরু কাশীর শচী ন্দ্রনাথ সান্যাল আজও বিস্মৃত।

'মমি' বিক্রি মিশরে ছিল অতি সাধারণ একটি বিষয়

বিশেষ প্রতিবেদক

'মমি বিক্রি', এই শব্দবন্ধটি পড়ে অবাক লাগলেও, এটি একসময় মিশরে খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। আর এই বিক্রিবাটা হত রাস্তার ধারে এবং খোলা বাজারে। খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে ধনী ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান ভ্রমণার্থীদের নিকট ভ্রমণ স্মারক রূপে 'মমি' বিক্রি মিশরের প্রায় সর্বত্র হত এবং এটি খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। নীচে ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমন ভাবেই রাস্তার ধারে বা খোলা বাজারে এগুলো বিক্রি করা হত মিশর ভ্রমণকারীদের জন্য, যাতে তাঁরা এগুলো নিজেদের দেশে, নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। ভিক্টোরিয়ান যুগে, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের মিশর বিজয়, ইউরোপ ও ইউরোপীয়ানদের কাছে মিশর এবং মিশরের ইতিহাসের বন্ধ থাকা দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই সময়ে ইউরোপীয়ান এলিট সমাজে মমিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত না। খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে, মিশরের রাস্তার ধার ও বাজার থেকে কেনা মমিগুলোকে ইউরোপে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে 'মজার জিনিষ' বলে সকলের সামনে প্রদর্শন করা হত। এমনকি ইউরোপে এই সময়ে 'মমি উন্মোচন' পার্টির আয়োজন পর্যন্ত করা হত। এই ধরণের পার্টিতে অতিথি অভ্যাগতদের সামনে মমির থেকে ব্যান্ডেজ খুলে সেগুলো কে উন্মুক্ত করা হত, এবং সেই দৃশ্য পানীয় সহযোগে, হাততালি দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন পার্টিতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে মিশর থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া মমির অন্য ব্যবহার হওয়াও শুরু হল। মিশর থেকে জাহাজ ভরে মানুষ ও পশুর মমি ব্রিটেন ও জার্মানি তে নিয়ে যাওয়া হত, সেখানে সেগুলি জমির সার রূপে ব্যবহার করা হত। মমির শরীর থেকে ব্যান্ডেজ খুলে, সেই ব্যান্ডেজ আমেরিকায় পাঠানো হত, সেখানে সেগুলি কাগজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হত। বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন তাঁর মিশর ভ্রমণের ডাইরিতে লিখে গিয়েছেন যে, মিশরে মমিকে লোকমোটিভের জ্বালানি রূপেও ব্যবহার করা হত। খ্রিস্টীয় ১৯ শতক এগিয়ে আসার সাথে সাথে, মিশরের মমি কেবলমাত্র ধনী ইউরোপীয় এবং মার্কিন প্রাইভেট সংগ্রাহকদের সংগ্রহের বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা মিশর ভ্রমণকালে উচ্চ মূল্যে এগুলো ক্রয় করে নিতেন ভ্রমণ স্মারক রূপে। যাঁরা আবার একটা আস্ত মমি কিনতে পারতেন না বা পেতেন না, তাঁরা চোরা বাজার থেকে মমির শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন মাথা বা পা বা হাত কিনে নিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যেতেন। মমির জন্য মিশরের ছোট বড় কোনও পিরামিডই ধনী ইউরোপীয় এবং মার্কিনদের লোভের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। কেবলমাত্র যে পিরামিডগুলোর দরজা কোনও ভাবেই খোলা সম্ভব হয় নি বা যে পিরামিডগুলো তে অজানা মৃত্যু ফাঁদ ছিল, সেগুলোই লুঠের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এটাও উল্লেখ্য যে মমির সাথে পিরামিডের ভিতরে থাকা বিপুল ঐশ্বর্য এবং জিনিসপত্রও যথেচ্ছ ভাবে লুঠ করে ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই ব্যবসাতেও অবশ্য জালিয়াতি ছিল। ছিল জাল মমির উৎপাত। বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামির দেহ, বয়স্ক মানুষের মৃতদেহ, গরীব মানুষের দেহ এবং যারা কোনও জটিল রোগে মারা গিয়েছেন তাঁদের দেহ, ক্রয় করে, সেই দেহ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মরুভূমির তপ্ত বালিতে পুঁতে রেখে বা বিটুমিন দিয়ে স্টাফ করে, সেগুলো কে ব্যান্ডেজ দিয়ে মুড়িয়ে তারপরে আবার চড়া রোদে শুকিয়ে প্রাচীন মমি বলে ধনী বিদেশিদের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রয় করা হত।

বিশ্ব বিখ্যাত কবি রবার্ট ফ্রস্টকে স্মরণে কবিমহল

বিশেষ প্রতিবেদক

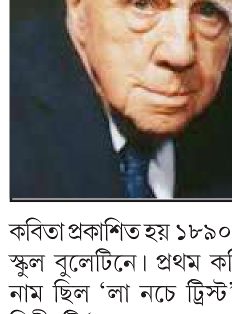

একাকীত্ব, বেদনাবোধ, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের হতাশা যার মাঝে রোপন করেছিল কবিত্বের বীজ, আজীবন প্রকৃতির বিচিত্র নিঃসর্গে নিজ জীবনের অর্থ ফুটিয়ে তুলেছেন যে কবি, তিনি কবি রবার্ট ফ্রস্ট। নিউ ইংল্যাণ্ডের ছোট্ট একটি গ্রামে বেড়ে উঠা এ কবি, প্রকৃতির মাঝেই নিজ আবেগ, বেদনাবোধ এবং অতৃপ্তির ছবি এঁকেছেন কবিতার রঙতুলি দিয়ে। লিখেছেন প্যাচপ্যাচে তুষার, জোনাকি, হেমলকের ডাল থেকে খসে পড়া বরফ নিয়ে অপূর্ব সব কবিতা। রবার্টের বাবার পূর্বপুরুষরা 'মেইন এন্ড নিউ হ্যাম্পাশায়ার' এ বাস করতেন। পরে বাবা উইলিয়াম ফ্রস্ট হাভার্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে, স্কটিশ মহিলা ইসাবেল মুডির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং শিক্ষকতার মতো মহানব্রতকে পেশা করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। বিয়ের পর তাঁরা পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল ছেড়ে সানফ্রানসিসকোয় স্থানান্তরিত হন। আর এখানেই জন্ম হয় কবি রবার্ট ফ্রস্টের। সানফ্রানসিসকোতেই শৈশব কাটছিলো রবার্টের। কিন্তু ১৮৮৫ সালে ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণ করেন তাঁর বাবা উইলিয়াম ফ্রস্ট। মা তাদের নিয়ে আসেন নিউ হ্যাম্পশায়ারে। এখানে আসার পর ফ্রস্ট আবর্তিত হতে থাকেন ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে। কখনওা হয়েছেন দিনমজুর, কখনও জুতার দোকানের কর্মচারী কিংবা কখনও কারখানার শ্রমিক। আবার কখনও ঠেলেছেন পশমের ববিন বোঝাই গাড়ি। তবুও থেমে থাকেনি কবির সাহিত্য সাধনা। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে শরতের পাতা ঝরা রঙ ঝলমলে দিন। গ্রীষ্মের আলোকিত লম্বা দুপুর। আর বসন্তের সন্ধিক্ষণে পরিযায়ী পাখিদের ফিরে আসার গল্প। তাঁর এই সাহিত্য সাধনার শুরুর দিকে চরম বাধার সম্মুখীন হন আশেপাশের বন্ধুদের দ্বারা। উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন বহুবার। তবু তিনি তাঁর লক্ষ্যপ্রান্ত থেকে সরে আসেননি। রবার্ট ফ্রস্টের প্রথম দুটি কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে স্কুল বুলেটিনে। প্রথম কবিতার নাম ছিল 'লা নচে ট্রিস্ট' আর দ্বিতীয়টি 'দ্য সং অব দ্য ওয়েভ'। পরের বছর ঐ স্কুল বুলেটিনের এডিটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন ফ্রস্ট। ১৮৯৫ সালে লরেন্স এলিনরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রবার্ট। ১৮৯৬ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান ইলিয়টের জন্ম হয়। যদিও কয়েক বছর পরই তাঁদের এই সন্তান মৃত্যুবরণ করে। ১ম সন্তানের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী এলিনর প্রবল মানসিক আঘাতে ভেঙে পড়েন। আর এর ফলে রবার্টের স্বাস্থ্যেরও চরম অবনতি ঘটে। ১৯১২ সালে তিনি সপরিবারে ইংল্যাণ্ডে চলে যান এবং লেখালেখিতে মনোযোগ দেওয়া শুরু করেন। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত 'এ বয়েজ উইল' কাব্য গ্রন্থটি রবার্টকে সেসময়ের খ্যাতি প্রাপ্ত লেখকদের সান্নিধ্যে আসতে সাহায্য করে। এর পরের বছর তিনি 'নর্থ অব বোস্টন' নামে আরেকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইটি কবিকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যান্ডের তৎকালীন সরকার কবিকে আমেরিকার গোপন গোয়েন্দা হিসেবে সন্দেহ করে। ফলে পরের বছর ১৯১৫ সালে ফ্রস্ট চলে যান নিউইয়র্কে। সে বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর লিখিত 'নর্থ অব বোস্টন' পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ সালে রবার্ট প্রকাশ করেন- 'মাউন্টেন ইন্টার্ভাল' নামের একটি গ্রন্থ। একই বছরেই তিনি আর্মহাস্ট কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন।

এসএসবির হাতে গ্রেফতার বাংলাদেশী ও নেপালের যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ এসএসবির হাতে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী যুবক সহ নেপালের এক যুবক! খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কিতে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের আগে এসএসবির ৪১ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এক বাংলাদেশী যুবক সহ নেপালের যুবককে আটক করে। আটক যুবকদের নাম আলমগীর হোসেন (৩৪) বাংলাদেশের বোগ্রা জেলার বাসিন্দা এবং অনুপ তামাং (৩২) নেপালের কাকরভিটার বাসিন্দা। জানা গেছে, মঙ্গলবার নেপালি যুবক বাংলাদেশি যুবকে নিয়ে অবৈধ ভাবে নেপাল থেকে ভারতে সীমান্ত পারাপার করায় ধৃতদের আটক করে। ধৃতদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আলমগীর হোসেন স্বীকার করে সে বাংলাদেশের বাসিন্দা। পাশাপাশি বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশে সহায়তা করার অভিযোগে নেপালি নাগরিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলে এদিন শিলিগুড়ি আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত নামবে পুলিশ।

প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে নকশালবাড়িতে প্রচার সারলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে নকশালবাড়িতে প্রচার সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে নকশালবাড়ির দক্ষিণ কোটিয়াজোত,

উত্তর কোটিয়া ও দেশবন্ধু পাড়ায় প্রচার সারেন মেয়র। এদিন মানুষের কাছে গিয়ে গোপাল লামাকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন তিনি। গৌতম দেব বলেন, নকশালবাড়ির মানুষের সঙ্গে আমার আগে থেকেই যোগাযোগ আছে। মানুষ আগ্রহের সঙ্গে আমাদের প্রচারে এসেছে। মানুষের প্রতি আমাদের ভরসা ও আশা রয়েছে। নির্বাচনে ভালো ফলাফল হবে। অন্যদিকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তকে কটাক্ষ করে বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার ভূমিপুত্রর দাবি যুক্তিসঙ্গত বলে জানান মেয়র।

প্রকাশ চিক বরাইকের গড় কুমারগ্রামে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার প্রচার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইকের গড় কুমারগ্রামে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার প্রচার। এদিন এলাকার সব মন্দির, একাধিক জায়গায় মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। বাদ যায়নি চার্চ ও। সেখানেও তিনি মোম জ্বালিয়ে ভগবান যীশুর কাছে প্রার্থনা জানান। এদিন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা তৃণমূল প্রার্থীর বাসস্থান নিউল্যান্ডস চাবাগানে প্রচার শুরু করেন। কখন ও অবসর প্রাপ্ত চা শ্রমিকের পা ছুঁয়ে প্রণাম সারেন। এদিন চা বাগানের উপর লাইন থেকে ভরত লাইনে সর্বত্র সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। অধিকাংশই চা মহল্লার শ্রমিক। তাঁর এই প্রচার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে। নিউল্যান্ডস চা বাগানের যে লাইনেই মনোজ প্রচারে যাচ্ছেন সেখানে সেই লাইনেই মানুষের মধ্যে দেখা গেছে উদ্দীপনা। নিউল্যান্ডস চা বাগানেরই বাসিন্দা তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইক। প্রকাশের বুথে ঘুরে ঘুরে প্রচার সারেন মনোজ। এই ব্যাপারে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা বলেন, তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশের গড়ে আমরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করব। এখানে কোন উন্নয়ন হয়নি। এখানে সাধারন মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের রেশন পাচ্ছে। এখানে জলের সমস্যা রয়েছে। আমরা আশাবাদী প্রকাশের গড়ে জয়লাভ করব।

মেদিনীপুরে প্রচারে এসে জুন পড়লেন কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ মার্চ ঃ মেদিনীপুরে প্রচারে এসে বুধবার দলীয় কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল জুন মালিয়াকে। মেদিনীপুর শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রচার শুরুর সময় তাঁকে দলীয় কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে পথযাত্রা করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। তাঁর পাশে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া কাউন্সিলার অর্পিতা রায় নায়েকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখান কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। সম্প্রতি অর্পিতাকে দলে যোগদান করিয়েছেন জুন। যা মেনে নিতে পারছেন না দলের একাংশ। তাঁরাই বিক্ষোভ দেখান এদিন। বিক্ষোভের মুখে পড়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বাধ্য হন অর্পিতা নায়েক। ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই সম্প্রতি অর্পিতাকে দলে যোগদান করিয়েছে জুন এমনই অভিযোগ বিক্ষুব্ধ কর্মীদের। তাঁদের অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যাঁরা আমাদের দলকে অপমান করে বেরিয়ে গেছেন, তাঁদের আর দলে নেওয়া হবে না। তা সত্ত্বেও অর্পিতা রায়কে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সেই সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সঙ্ঘমিত্রা পালকে কোনও মিটিং মিছিলে ডাকা হচ্ছে না। যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই অর্পিতা নায়েকের দাবি, তিনি মিছিলে ছিলেন। কিন্তু কোনও গন্ডগোলা তাঁর নজরে আসেনি। তাঁর কথায়, জুনদি আমাকে গাড়িতে উঠে আসতে বলেছিলেন। চেয়ারম্যানও একই কথা বলেছিলেন। কোথায় কী হয়েছে আমি দেখিনি।

মনোনয়নপত্র জমা করলো এবার দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মার্চ ঃ কোচবিহারে মনোনয়নপত্র জমা করলো এবার দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। এদিন কোচবিহার রাসমেলা ময়দান থেকে মিছিল করে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রার্থী অমল দাসের সমর্থনে জেলাশাসক দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছে তারা মনোনয়নপত্র জমা করেন। দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের প্রার্থী দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে বহু প্রশ্ন উঠছে। তার কারণ দি গ্রেটার

কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বর্তমান বহুভাগে বিভক্ত। একদিকে অনন্ত মহারাজ বিজেপির টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ। অন্যদিকে বংশী বদন বর্মন তিনি তৃণমূলের পক্ষে রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান। এরই মাঝে আরেকটি ভাগ তারা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মত অনন্ত মহারাজের শক্তি বেশি। তার কারণ বিগত নির্বাচন গুলোতে বিজেপির সভায় অনন্ত মহারাজ ও তাদের সমর্থকদের উপস্থিতি রাজবংশী ভোট বিজেপির ঝুলিতে গেছে। এবার আলাদা করে একটি গোষ্ঠীর প্রার্থী দেওয়া নিয়ে রীতিমতো বহু প্রশ্নই উঠছে রাজনৈতিক মহলে। তবে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এসোসিয়েশনের প্রার্থী অমল দাস বলেন, আমাদের কথা সংসদে কেউ তুলে ধরেনি। আমাদের যে দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা নিজেরাই যাতে তুলে ধরতে পারি তাই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া। অনন্ত মহারাজ ও বংশী বদন বর্মন নিয়ে তিনি বলেন তারাও গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এসোসিয়েশনের সদস্য তাদের মতাদর্শ আলাদা হতে পারে।

একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে শ্বেতপত্র প্রকাশ করলো সাংসদ খগেন মুর্মু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের মুহূর্তে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে শ্বেতপত্র প্রকাশ করলো উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান সাংসদ খগেন মুর্মু। বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড় এলাকার বিজেপির কার্যালয়ে এই শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়। সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, দলের উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত প্রমুখ। এদিন দলীয় কার্যালয়ে বসেই গত পাঁচ বছরে সাংসদ থাকাকালীন কি কি উন্নয়নমূলক কাজ কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ অর্থে হয়েছে তার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়ে আমি জয়ী হয়েছিলাম। এরপর থেকে সাংসদ তহবিলের টাকায় একাধিক রাস্তা হয়েছে। স্কুল বিল্ডিং হয়েছে। রেলের আন্ডারপাসের অনেক জায়গায় কাজ হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এবং মালঞ্চপল্লী এলাকা। এছাড়াও উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের পাঁচটি স্টেশন কুমেদপুর, সামসি, মালদা কোট স্টেশন, ভালুকা রোড এবং হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনকেও পরিকাঠামোগত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সাংসদ তথা উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু আরো বলেন, তিনি সাংসদ থাকাকালীন বন্দে ভারতের মতো ট্রেন মালদায় স্টপেজ পেয়েছে। মালদার ওপর দিয়ে এখন

রাজধানী চলছে। সেটিও রেল মন্ত্রককে আবেদন জানানো হয়েছিল। এছাড়াও মালদা থেকে ব্যাঙ্গালোর অমৃত ভারত এক্সপ্রেসও চালু হয়েছে। সামসিতে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আন্ডার পাস তৈরি হবে। এটি তৈরি হলে যানজট সমস্যা একেবারেই মিটে যাবে। উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মু আরও বলেন, সাংসদ তহবিলের টাকায় গত পাঁচ বছরে প্রতিটি বুথস্তরে একটি করে সোলার টাওয়ার বসানো হয়েছে। গরিব মানুষদের চাল, গম, ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতা করায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ এখনো করা যায়নি। মালদায় বিমান চলবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই প্রস্তাব দিয়ে এসেছি। রাজ্য সরকার এতদিন বিমান চলা নিয়ে অনেক টালমাটাল করলো। এটা কেন্দ্র সরকারই করে দেখাবে। মালদার আশেপাশের জেলাগুলিতে নবোদয় বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয় যাতে মালদায় তৈরি হয় সেই ব্যাপারেও পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয় তৈরির ক্ষেত্রে জায়গা দেখার কাজ চলছে। এদিন এরকমই ভাবে গত পাঁচ বছরের সাংসদ তহবিলের টাকায় একগুচ্ছ সার্বিক উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, এই শ্বেতপত্র নিয়েই মানুষের দুয়ারে ঘুরছি। সকলকে জানাচ্ছি সাংসদ থাকাকালীন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র শুধু নয় দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে।

দীর্ঘপ্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, কুঁ ঝিক ঝিক আওয়াজের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনগর- আমঘাটা হল্টে গড়ালো রেলের চাকা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ মার্চ ঃ একদা নস্টালজিয়া কৃষ্ণনগর- স্বরূপগঞ্জের রেলপথ বা ছোট রেল। দীর্ঘদিন ধরে চলার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই ন্যানোগেজকে ব্রডগ্রেজ করার ঘোষণা করেছিলো। পরবর্তী সময়ে কাজ শুরু পর বিভিন্ন কারনে তা থমকে যায়, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পরে থাকার পর কৃষ্ণনগর -থেকে আমঘাটা প্রায় ৯ কিলোমিটারে রেল পথে রেল চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেলের তরফে। সেইমতো শুরু হয়, জোরকদমে কাজ। কিন্তু এইবারে রেলের কাজ জোরকদমে শুরু হলেও স্থানীয়দের মধ্যে ছিলো ধোঁয়াশা, কারন জানা যায় বেশ কিছু বছর আগে এভাবেই রেল উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করে আবার বন্ধও করে দেয়। তবে বিভিন্ন মহল থেকে খবর আসছিলো এবারে লাইনে রেলের চাকা গড়াতে বদ্ধ পরিকর রেল দপ্তর। বর বুধবার ২৭ মার্চ রেল দপ্তরের পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী কৃষ্ণনগর - আমঘাটা প্রায় ৯ কিলোমিটার রেল পথে গড়ালো রেলের চাকা। আর এলাকায় ব্রডগ্রেজের ট্রেন চলতে দেখে খুশি সকলেই। এদিন দুপুরে প্রথমে আমঘাটায় এসে পৌঁছায় ট্রলি

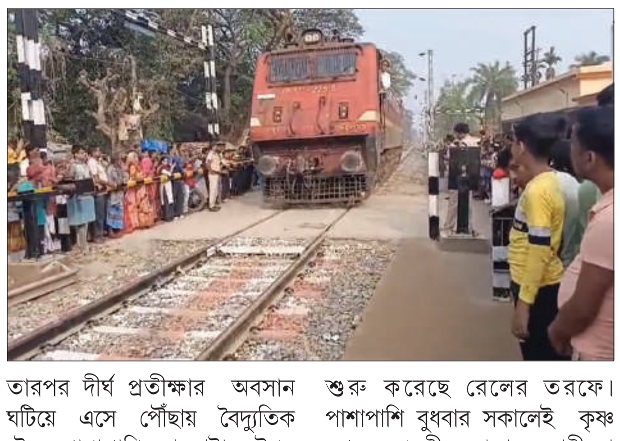

তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এসে পৌঁছায় বৈদ্যুতিক ট্রেন, পাশাপাশি আমঘাটা স্টেশন চত্বরকেও তোলা হয়েছিলো সাজিয়ে। এদিনের এই বিশেষ ট্রায়াল ট্রেনে ছিলেন রেলের ডি আর এম সহ বিভিন্ন আধিকারিক। রেল দপ্তরের সূত্রে জানা যায় কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা লাইনের কাজ শেষ তাই বিজ্ঞপ্তি দিশে এদিন ট্রায়াল হিসেবে এই বিশেষ ট্রেনটি চালানো হলো, যাত্রী পরিষেবা দেওয়াও খুব শীঘ্রই শুরু হবে, সেটাও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে। রেল সূত্রে আরও জানা যায় আমঘাটা থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত বাকী রেল পথের কাজও যাতে খুব শীঘ্রই শুরু হয় তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপও ইতিমধ্যে নেওয়া শুরু করেছে রেলের তরফে। পাশাপাশি বুধবার সকালেই কৃষ্ণ নগরের শরপল্লী এলাকায় স্থানীয়রা এলাকায় চলাচলের প্রধান রাস্তা রেল বন্ধ করে দিয়েছে অভিযোগ তুলে পথ অবরোধের সামিল হয়েছিল, তাদের দাবী ছিলো এলাকার অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পুরো না আটকে গেট করা হোক। দীর্ঘ সময় আন্দোলন চলে বলেও জানা যায়, এদিন আমঘাটা থেকে সেই এলাকাবাসী অভিযোগের প্রশ্নে রেলের আধিকারিকেরা জানায় তাদের সাথেও কথা হয়েছে সমস্যা মিটে যাবে। এলাকায় দীর্ঘদিন পর পুনরায় রেল চালু হওয়ায় তা দেখতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

করলা নদী থেকেই মিলছে সোনা, রূপা, তামা! হৈ চৈ পড়ে গেছে জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ করলা নদী থেকেই মিলছে সোনা, রূপা, তামা! কারা পাচ্ছে সেসব? ইতিমধ্যেই এই কাণ্ডকে ঘিরে হৈ চৈ পড়ে গেছে জলপাইগুড়িতে। নদী বুক চিড়ে বালির বদলে মিলছে পয়সা সহ মূল্যবান সব ধাতু। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে করলা নদী। ঠিক তার থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে অপর নদী তিস্তা। জলপাইগুড়ি শহরের এই দুই নদীতে ছিপ কিংবা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য খুবই সাধারণ। কিন্তু, জলে নেমে আবর্জনা এবং মাটি সংগ্রহের কাণ্ড-কীর্তি দেখে হতবাক অনেকেই। তবে এমনই দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের বাবুঘাটে। ভরা করলা নদীতে নেমে জল থেকে কড়াই, ঝুড়িতে করে নদী থেকে মাটি তুলছেন আনছেন বয়স্ক কয়েক ব্যক্তি। তাকে প্রশ্ন করতে উত্তরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জানান, পয়সা তুলছি আর সোনা খুঁজছি। এটাই আমার রুটি-রুজি।। দেখা যাচ্ছে সারাদিন করলা নদীর মধ্যে বিভিন্ন ঘাট থেকে পাথর - নুড়ি সংগ্রহ করে সেখান থেকে মিলেছে কয়েন এক ও দু' টাকা। কোথাও কিছু লোহা মিলছে। কিন্তু কোথা থেকে মিলছে এই ধাতুগুলি? স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, প্রতি বছর করলা নদীর বিভিন্ন ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। প্রতিমার গাঁয়ে বিভিন্ন লোহার সামগ্রী থেকে শুরু করে কোথাও কিছু রুপার জিনিস বা কোথাও সোনা থাকে। প্রতিমা বিসর্জনের পর সেগুলিই মিশে যায় নদীর মাটির সঙ্গে। সেই সব জিনিসপত্রই সংগ্রহ করেন তারা। এভাবেই চলে জীবিকা নির্বাহ। তবে এভাবে রোজই কি সোনা মেলে? এই প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে তাদেরই একজন রামপ্রসাদ জানান, রোজ সোনা না মিললেও, মা করলা কোনওদিন খালি হাতে ফেরায় নি। তাদের বিশ্বাস, করলার আশীর্বাদেই তাদের সংসার এখনও বেঁচে রয়েছে। স্থানীয় অনেকের কাছেই জানা যায়, তাদের পূর্ব পুরুষেরাও এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। অভাবী মানুষ হয়েও মুখে হাসি রেখে বছরের পরে বছর ধরে এই সব সংগ্রহ করেই নিজের ও পরিবারের পেট চালাচ্ছেন সেখানকার বহু পরিবার। কুঁড়ে ঘরে থেকে এভাবে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম সংসার চালান তারা। করলা নদী থেকে মূল্যবান ধাতু কিংবা কয়েন সংগ্রহ করাই তাদের মূল জীবিকা।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কলকাতা মেট্রো ঃ আমাদের গর্ব

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ কলকাতা মেট্রো, ভারতের প্রথম মেট্রো দেশের জন্য গর্বের। এসপ্ল্যানেড থেকে শুরু করে ভবানীপুর (বর্তমানে নেতাজি ভবন) প্রসারিত, এই মেট্রো নেটওয়ার্ক ক্রমাগত আপগ্রেড এবং প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের সবাইকে আবার গর্বিত করে, হুগলি নদীর তলদেশে মেট্রো চলতে শুরু করেছে। আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কোনো নদীর তলদেশে মেট্রো চলছে এবং এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়ের সাথে একটি নতুন উচ্চতা অর্জন করেছে। এই শোপিস মেট্রো আমাদের গর্ব এবং এর ভাবমূর্তি উন্নত করতে এবং এর ঐতিহ্য রক্ষা করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং একসাথে কাজ করতে হবে। সম্প্রতি, দেখা গেছে যে নিত্যযাত্রীদের একটি অংশ সুপারি জুস, গুটখা ইত্যাদি থুতু দিয়ে এবং নতুন করিডোরে বিশেষভাবে প্লাস্টিক ছুঁড়ে, যা কলকাতা মেট্রোকে অপরিচ্ছন্ন করে তুলছে বিভ্রান্তিকর মেট্রো স্টেশনগুলিকে উপদ্রব তৈরি করছে এবং বিকৃত করছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ মেট্রো চত্বর পরিষ্কার এবং পরিপাটি রাখার জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নেয় যাতে মেট্রো যাত্রীরা অমর কলকাতা মেট্রো ঃ আমার গর্ব (আমার কলকাতা মেট্রো ঃ আমার গর্ব) অনুভব করতে পারে। কিন্তু মেট্রো চত্বরে এই ধরনের উপদ্রব সৃষ্টি শুধুমাত্র সমস্ত মেট্রো ব্যবহারকারীদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে বন্ধ করা যেতে পারে। উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো (ব্লু লাইন), দেশের প্রাচীনতম মেট্রো নেটওয়ার্ক, পরিচ্ছন্নতার একটি প্রতীক। মেট্রো ব্যবহারকারীদের সক্রিয় সহযোগিতায় ব্লু লাইন প্রাঙ্গণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যেতে পারে কারণ তারা মনে করেন এটি তাদের মেট্রো। এখন যেহেতু নতুন করিডোরগুলি খোলা হচ্ছে, কলকাতা মেট্রোর উত্তরাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য এই করিডোরেও মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে এই ধরনের সহযোগিতা বাড়ানো দরকার। কলকাতা মেট্রোর প্রতিটি স্টেক হোল্ডারকে মেট্রো প্রাঙ্গনে অপরিচ্ছন্ন করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং আপনার সহযাত্রীদের অমর কলকাতা মেট্রো প্রাঙ্গনে এই ধরনের উপদ্রব করা থেকে বিরত রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ সাগর। বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক চুরির মামলা ছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

প্রতিবেশী এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ ঃ গাছের বেল পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল। আর সেই গন্ডগোল থামাতে গিয়ে প্রতিবেশী এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে গভীর রাতে মালদার কালিয়াচক থানার বালিয়াডাঙ্গা আনসারী পাড়া এলাকায়। জানা গেছে মৃত মহিলার নাম আনজারা বিবি। জানা যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকেই গাছ থেকে বেল পাড়াকে কেন্দ্র করে আনিকুল শেখ ও সানিকুল শেখ দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। রোজা ইফতারের দিন থাকায় ঝামেলা করতে নিষেধ করে দূর সম্পর্কের প্রতিবেশী ওই মহিলা। আরে এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আনিকুল সেখরা। তারা ফোন মারফত আরো কয়েকজনকে ডেকে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে ওই মহিলাকে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এরপর স্থানীয়রা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে মৃত্যু হয় তার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার এসডিপিও ফাইজাল রেজা ও কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়।

জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মার্চ ঃ কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এদিন সকালে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছেছেন তিনি। কোচবিহারে জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক, রবীন্দ্রনাথ

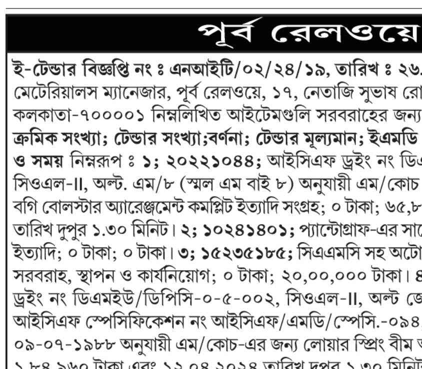

ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন সহ তৃণমূলের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে আজ তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী। তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নকে সামনে রেখেই নির্বাচনে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। তাই নিশ্চিতভাবেই কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে তিনি জয়লাভ করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/১৯, তারিখ ঃ ২৬.০৩.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা;বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ২০২২১০৪৪;** আইসিএফ ড্রইং নং ডিএমইউ/ডিপিসি-০-৪-০০১, সিওএল-II, অল্ট. এম/৮ (স্মল এম বাই ৮) অনুযায়ী এম/কোচ (মডিফায়েড বগি)-এর জন্য বগি বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ৬৫,৮৭০ টাকা এবং ১১.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ১০২৪১৪০১;** প্যান্টোগ্রাফ-এর সাপোর্ট রড সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি; ০ টাকা; ০ টাকা। **৩; ১৫২৩৫১৮৫;** সিএএমসি সহ অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা। **৪; ২০২৩১৩১৬;** আইসিএফ ড্রইং নং ডিএমইউ/ডিপিসি-০-৫-০০২, সিওএল-II, অল্ট জে/২ (স্মল জে বাই ২) এবং আইসিএফ স্পেসিফিকেশন নং আইসিএফ/এমডি/স্পেসি.-০৯৪, রীভ-০০ ইস্যু স্ট্যাটাস-০১, ০৯-০৭-১৯৮৮ অনুযায়ী এম/কোচ-এর জন্য লোয়ার স্প্রিং বীম অ্যারেঞ্জমেন্ট সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৮৪,৯৬০ টাকা এবং ১২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২ থেকে ৪-এর জন্য)। **৫; ১০২৪৫০১৬;** সিঙ্গল ইন্টারাপ্টার ভ্যাক্যুয়াম সার্কিট ব্রেক; ০ টাকা; ৫৬,৯৮০ টাকা। **৬; ১১২৩১৫২৪এ;** ৬০ কেভিএ, ৭৫০ভি/৪১৫ভি, থ্রি ফেজ ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,০৩,৩২০ টাকা। **৭; ১৪২৩১০৩৪;** রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "কিউএল১", ম্যাগনেটিক্যালি ল্যাচড্, নিউট্রাল লাইন, ২৪ ভি ডিসি, ১১এফ, ৪বি, কন্ট্যাক্টস্, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্টস্ মেটাল টু কার্বন, প্লাগ বোর্ড সহ কমপ্লিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৭৫,০৭০ টাকা। **৮; ১৫২৩৫১৬৬;** টার্নকি ভিত্তিতে সংযুক্ত অ্যাক্সেসরি সহ (টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন-এ উল্লিখিত) রোলার বেয়ারিং ক্লিনিং প্ল্যান্ট সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ৩,৫৪,০০০ টাকা। **৯; ১৫২৩৫১৬৮এ;** অ্যানেক্সার/সিটিআইজিডব্লু এম/সি/আইজিবিটি/এসি-ডিসি/হরাইজন্টাল টাইপ/২০১৪ (রীভ-I)/কেপিএ অনুযায়ী এএমসি সহ কমিউটেটর টিআইজি ওয়েল্ডিং মেশিন (হরাইজন্টাল টাইপ) সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ (টার্নকি ভিত্তিতে); ০ টাকা; ১,৯০,০০০ টাকা। **১০; ১৫২৪৫০০৫;** ডিজেল হাইড্রলিক রেল কাম রোড ভেহিকল (শান্টিং ভেহিকল) সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ৭,২৬,০০০ টাকা এবং ১৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৫ থেকে ১০-এর জন্য)। **১১; ১০২৩১১৩৭;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটর-এর জন্য সাসপেনশন টিউব-এর সেট ও অ্যাসেম্বলি;০ টাকা; ১২,৯৪,২৯০ টাকা। **১২; ১৫২৪৫০২৭;** ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি ফিয়াট বগি ফ্রেম মেশিনিং সেন্টার ইত্যাদির সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ১৬.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১১ ও ১২-এর জন্য)। **১৩; ০৬২৩১৬৫৩বি;** কিউআর কোড থার্মাল পেপার টিকিট রোল সহ এটিভিএম সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা। **১৪; ১০২৩১৮২১;** মেসার্স হিতাচি টাইপ-এর ট্র্যাকশন মোটর এইচএস ১৫২৫০এ-এর জন্য কার্বন ব্রাশ ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,৯২,৬৭০ টাকা। **১৫; ১১২৪১১০৮;** স্যুইভেল কোট হুক (থ্রি পিইজিএস) টিও ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৭.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৩ থেকে ১৫-এর জন্য)। **১৬; ০৪২৪৫০০৫;** অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী নর ব্রেমসে নির্মিত হাইড্রলিক ও নিউম্যাটিক আইটেম (১৭ আইটেম সমন্বিত একটি সেট) সংগ্রহ; ০ টাকা; ৫,৫৫,৬১০ টাকা। **১৭; ২১২৪১১২৮;** এয়ার ব্রেক-এর জন্য কন্ট্রোল রিজার্ভার সহ পাইপ ব্র্যাকেট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৭৪,৬৩০ টাকা। **১৮; ২২২৪৫২৯৩;** হাইলি ক্রস লিঙ্কড পিই বেয়ারিং সারফেস এবং ৩টি টাইটেনিয়াম স্ক্রু ও এইচএ কোটেড স্টেম সহ আনসিমেন্টেড ফুললি এইচএ কোটেড কাপ সহ ৩২টি সেরামিক হেড সমন্বিত টিএইচআর সেট; ০ টাকা; ৫১,৬৩০ টাকা এবং ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৬ থেকে ১৮-এর জন্য)। **১৯; ০৪২৩৫০২১এ;** আরডিএসও স্পেসি. নং এমপি-০.০৮.০০.১০৩ (রীভ.-০১) অফ এপ্রিল ২০১৮ অনুযায়ী মেইন ডিজেল ইঞ্জিন এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমস্ত টাইপের স্পেয়ার ফিল্টার ও ব্রিদার সংগ্রহ; ০ টাকা; ৩,০৩,২২০ টাকা। **২০; ০৪২৪৫০০২;** গটওয়াল্ড ড্রইং অনুযায়ী জ্যাক/প্রপিং সিলিন্ডার ডি ২৬০/১৯০x৫০০ সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২১,০৭০ টাকা। **২১; ০৪২৪৫০০৩;** অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী ডিফারেন্সিয়াল সিলিন্ডার-এর সেট (০৩টি আইটেম)সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২৩,২০০ টাকা। **২২; ০৮২২১১২৬;** অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড এমএইচএসি-পি ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৪৮,৬৬০ টাকা। **২৩; ১০২৪৫০১০;** টুইন বীম এলইডি হেড লাইট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৪,৭৮,৬১০ টাকা। **২৪; ১১২৩১৫৯৮এ;** এফআরপি ডোর উইন্ডো গাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২৯,৫০০ টাকা। **২৫; ২০২৩১৮৮২বি;** আইসিএফ ড্রইং নং এমইএমইউ/টিসি-০-১-০০২ অল্ট. এফ/২ অথবা সাম্প্রতিকতম আরডিএসও স্পেসি. নং ডব্লুডি-০১-এইচএলএস-১৯৯৪ রীভ.৩ অফ জানুয়ারি ২০০৯, অ্যামেন্ডমেন্টস্লিপ নং-০৩ অফ জুন ২০২২ সহ, মেটিরিয়াল-আইএসঃ৩১৯৫ অনুযায়ী এমইএমইউ টিআর. কোচগুলির অ্যাক্সেল গাইড হেলিকল স্প্রিং সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৭১,৫৮০ টাকা এবং ২২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৯ থেকে ২৫-এর জন্য)। **২৬; ১০২৩১৯১৯;** ৩-ফেজ লোকো-এর জন্য হাউসিং ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২৮,৯৭০ টাকা এবং ২৩.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২৭; ১০২৩১১০৪;** স্পেয়ার্স-এর আইওএইচ কিট সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ২৪.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২৮; ১০২৪৫০০৭;** মোটর সহ ট্র্যাকশন মোটর ব্লোয়ার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৬৬,০৮০ টাকা। **২৯; ১১২৩১১০০এ;** এফআরপি গাইড ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৩২,৯৯০ টাকা এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৮ ও ২৯-এর জন্য)। **৩০; ১১২৩১২০১;** ফ্লেক্সিবল কেবল্ কমপ্লীট-এর জন্য কিট;০ টাকা; ১,০০,৭৮০ টাকা। **৩১; ১৫২৩৫১১৫এ;** ৬ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল হিট ট্রীটমেন্ট ফার্নেস (স্ট্রেস রিলিভিং) সংগ্রহ; ০ টাকা; ২,৩৬,৫৪০ টাকা এবং ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩০ ও ৩১-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-84/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ডেবরায় সেতু ভেঙে পড়ে থাকায় অবস্থানে হিরণ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ ঃ ডেবরায় সেতু ভেঙে পড়ে থাকার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে অবশেষে অবস্থানে বসলেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। সেতুর সামনে অবস্থানে বসে তিনি এলাকার প্রাক্তন সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারীকে কটাক্ষ করেন। টেবাগেড়িয়ায় কাঁসাই নদীর উপর অস্থায়ী সেতুটি সোমবার জলের তোড়ে ভেসে গেছে। মঙ্গলবারও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এর ফলে ভরতপুর ও ভবানীপুর পঞ্চায়েত এলাকার সঙ্গে ডেবরার যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ। মূলতঃ মোহনপুর এনিকেট খাল থেকে জল ছাড়ার ফলেই অস্থায়ী টেবাগেড়িয়া এই সেতুটির বেশ কিছুটা অংশ ভেসে যায়। বর্তমানে জগন্নাথপুর থেকে অস্থায়ী সেতু দিয়ে পারাপার করছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছান ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ শুনে নদীর পাড়ে কর্মীদের নিয়ে বিক্ষোভ বসে পড়েন। বিক্ষোভ চলাকালীন তিনি তৃণমূল প্রার্থী দেবকে কড়া আক্রমণ করেন। এদিন হিরণ বলেন, এতদিন দেব বালি খাদান, মোরামের টাকা চুরি করেছে। এবার সেতুর টাকা চুরি করছে। তাই দেব হল সেতু চোর। হিরণ বলেন, কোনওদিন আপনারা শুনেছেন যে সেতু পারাপারে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ৫ টাকা করে দিতে হয়, অ্যাম্বুলেন্সকে টাকা দিতে হয়? এই রাজ্যে এবং এই জায়গায় এসে শুনবেন এরকম ঘটনা। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু ওনার দেখা নেই।

PWD(GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for the work of Name of Work: Erection of 01(One)No. Temporary Kitchen Shed cum 01(One) No. Dining Hall to be installed at Tarakeswar Netaji Open University, Paddyapukur, PS.-Tarakeswar, Dist.-Hooghly, under Hooghly Construction Division, PWD for Security forces in ensuing Parliamentary Election-2024 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD. **Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 08/2023-24**. Last Date and time limit of the application : **28.03.2024 from 1.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper: **28.03.2024 from 3.00 p.m**. Date and time of opening of quotation : **28.03.2024 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and other documents to be downloaded from: **http://wbpwd.gov.in/home/tender.html**

Sd/-N.C.Pal
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

নোটিশ

বারুইপুর কবি নজরুল সরণিতে বসবাসরত আমার মক্কেল পাতাউদ্দীন লস্কর পুত্র মোহাম্মদ ইলিয়াস লস্কর ১৯৮৬ সালের জন্য বিক্রয় দলিল নং ৪৭৬১ এবং ১৯৮৬ সালের জন্য বিক্রয় দলিল নং ৪৭৫৯ এবং বিক্রয় দলিল নং। ১৯৮৩ সালের জন্য ৬০৬১ এবং ১৯৮৬ সালের জন্য বিক্রয় দলিল নং ৪৭৬০ এবং ১৯৭৯ সালের জন্য উপহারের দলিল নং ৫০৫৭ এবং ১৯৮৩ সালের জন্য সংশোধনের দলিল নং ৫৮৮৬ এবং বারুইপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করা হয়েছে। G.D. এন্ট্রি নং ২৬৬৩-এর মাধ্যমে ২৩-০৩-২০২৪ তারিখের স্টেশন। যেকোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, ০৭ দিনের মধ্যে সমর্থনকারী ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে। এই তারিখ থেকে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/১/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজ-গুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিচের টেন্ডারগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে বেলা ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **ক্রঃ নং ও ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; আনুমানিক ব্যয়; বিড সিকিউরিটি** যথাক্রমে ঃ **(১) ৪৪২৫-জিআরসি-সিই-সি-০আই-৪২-২০২৩, তারিখ ২৬.০৩.২০২৪;** দঃপূঃরেলওয়ের রাঁচি ডিভিশনের রাঁচি এবং হাতিয়াতে নবনির্মিত ১৫১ ইউনিট টাইপ-২ এবং ০৮ ইউনিট টাইপ-৩ (জি+৮) স্টাফ কোয়ার্টারগুলির জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নির্মাণ; ০.৮১ কোটি টাকা; ১,৬৩,০০০ টাকা। **(২) ৪৪৬৮-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-২৫-২০২৪, তারিখ ২৬.০৩.২০২৪।** ৩৬ মাস/৩ বছর সময় সীমা বা কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত, যেটা পরে হবে, সিএও/কন/দঃপূঃরেল/গার্ডেনরিচ/কলকাতার অধিক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন অর্গানাইজেশনের অধীনে বিভিন্ন অবস্থানে নতুন লাইন/ডাবল লাইন/তৃতীয় লাইন/৩য় ও ৪র্থ লাইন/ফ্লাইওভার সংক্রান্ত কাজে ব্রিজ, রোড ওভারব্রিজ, রোড আন্ডারব্রিজ, ফুট ওভারব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বড় কাঠামোগুলি সমেত চালু থাকা প্রকল্পগুলিতে এরিয়াল জিওস্প্যাটিয়ালি ইউএএস ব্যবহার করে প্রোজেক্ট মনিটরিং (৩০ দিনে একবার); ০.৫০ কোটি টাকা; ১,০০,৭০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ক্রঃ নং ১-এর জন্য ৬ মাস এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ৩৬ মাস। **বন্ধের তারিখ** ঃ উভয়ের জন্য ১৮.০৪.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.** ঃ অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-1254)

টলি-বলি

ছবির প্রচার উপলক্ষে নিজের ফ্লপ ছবি নিয়ে মুখ খুলেছেন অক্ষয়

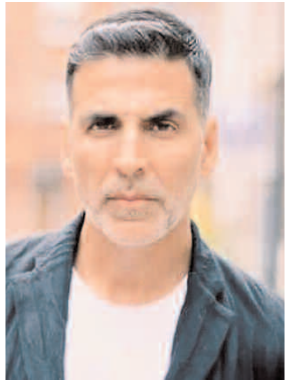

হিন্দি সিনেমার অন্যতম শীর্ষ নায়ক অক্ষয় কুমার। তবে একটা সময় নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে অভিনেতাকে। নব্বইয়ের দশকে একই ধরনের সিনেমা আর একের পর এক ফ্লপ নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তিনি। সম্প্রতি 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' ছবির প্রচার উপলক্ষে নিজের ফ্লপ ছবি নিয়ে মুখ খুলেছেন অক্ষয়। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের অক্ষয় ছাড়াও ছবির অন্যান্য অভিনেতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাইগার শ্রফ, মানুষি ছিল্লার, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন প্রমুখ। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে মুক্তি পাওয়া অক্ষয় অভিনীত 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ', 'রক্ষা বন্ধন' ও 'মিশন রানিগঞ্জ'এর মতো ছবিগুলো বক্স অফিসে অসফল হয়েছে। একমাত্র 'ওএমজি ২' ছবিটি ভালো ব্যবসা করেছিল। অক্ষয় বলেন, 'আমি যেসব ছবি করেছি, সেখানে কখনো সফল হয়েছি, কখনো হইনি। আমি আগেও ব্যর্থতার সাক্ষী থেকেছি। একটা সময় আমার টানা ১৬টি ছবি ফ্লপ করে।'ব্যর্থ হওয়ার পরও অক্ষয় কিন্তু থেমে থাকেননি। অভিনেতা বলেন, 'কিন্তু আমি তারপরও কাজ করতেই থেকেছি। আগামী দিনেও সেটাই করব।

এই ছবিতে (বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া) আমরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। আশা করছি, এ ছবিটা সবার জন্যই সৌভাগ্য বয়ে আনবে।'

সাফল্যের সন্ধানে কীভাবে ছবি নির্বাচন করেন, সে প্রসঙ্গেও ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে কথা বলেছেন অক্ষয়। অভিনেতা বলেন, 'আমি সব সময়ই ভিন্ন ঘরানার ছবি করার চেষ্টা করি। কারণ, কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘরানার ছবি করতে থাকলে তখন একঘেয়েমি চলে আসে।' ছবিটি আগামী ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

শুক্রবার বাড়ি ফিরেছেন পর্দার ফেলুদা

গত সপ্তাহে অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর শারীরিক অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ে। অসুস্থতার কথা স্বীকার করলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি তাঁর পরিবার। এক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিল, ১৯ মার্চ রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে অভিনেতাকে বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর ছড়ালেও পরিবারের তরফে সব্যসাচীর শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। পুরো বিষয়টাই আড়ালে রাখা হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতাল সূত্রে খবর, শুক্রবার বাড়ি ফিরেছেন পর্দার 'ফেলুদা'। আগের থেকে এখন অনেকটাই ভালো আছেন। এ প্রসঙ্গে সব্যসাচীর পুত্রবধূ ঋদ্ধিমা ঘোষ বলেন, 'বাবা এখন খুব ভালো আছেন। চিকিৎসকেরা আপাতত কয়েক দিনের জন্য ওঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন।'

সম্প্রতি পুত্র গৌরব চক্রবর্তী ও ঋদ্ধিমার সন্তান ধীরের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সব্যসাচী। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছুর তদারক করেন। এ অনুষ্ঠানের পরই আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দোলের আগেই সব্যসাচী বাড়িতে ফিরে আসায় চক্রবর্তী পরিবারে এখন খুশির বাতাস। সুস্থ হয়ে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত 'দেবী চৌধুরানী' ছবির শুটিং শুরু করবেন সব্যসাচী।

তাম্রলিপ্ত পৌরসভা এলাকায় ১৬ জন যক্ষা রোগীকে ৬ মাস দত্তক নিল সাংবাদিক সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৭ মার্চঃ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষজন যাদের পর্যাপ্ত মানের পুষ্টিগুণ সম্পন্ন আহরের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। তাই এই রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যাতে কোন রকমের ভাবে প্রতিবন্ধকতা না দেখা যায় তার জন্য এলাকার সমস্ত সংগঠনের কাছেই আমরা আহ্বান জানানো হয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। সেই মত ন্যাশনাল টিবি এলিমিনেশন প্রোগ্রামে বিভিন্ন বেসরকারি কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিক্ষায় মিত্রের মাধ্যমে এলাকার যক্ষা রোগীদের দত্তক নেন। বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সদর তমলুকে মূলত সাংবাদিকদের সংগঠন তমলুক জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে তাম্রলিপ্ত পৌরসভা এলাকার সমস্ত যক্ষা রোগীদের উপযুক্ত মানের পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য প্রদান করার মাধ্যমে দত্ত নিয়েছেন সাংবাদিকরা।

সেই লক্ষ্যে বুধবার প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরে এলাকার যক্ষা রোগীদের মধ্যে ডিম, সোয়াবিন ড াল ছোলা সহ যাবতীয় পুষ্টিগণ সম্পন্ন আহার তুলে দেওয়া হয়।

আগামী ৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই রক্ষাক্রান্ত রোগীদের হাতে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন আহার তুলে দেওয়া হবে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা।পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এ পর্যন্ত প্রায় হাজার খানে রোগী যক্ষা আক্রান্ত রয়েছেন।

তাই সমস্ত যক্ষা আক্রান্তরা যাতে নিয়মিতভাবে তারা পুষ্টি সম্পন্ন আহার পেতে পারেন তার জন্যই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন তাপস মণ্ডলের

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় মোড়। জামিন পেলেন প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। ইডির মামলায় পিএমএলএ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন তাপস। বুধবার প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাপসকে ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এদিন তাপসের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছেন বিচারক। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে তাপস মণ্ডলকে। ইডির এই মামলায় জামিন পেলেও, জেলমুক্তি হচ্ছে না নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডলের। সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতারির পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যে মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে, সেই মামলায় জেলেই থাকতে হচ্ছে তাপসকে। তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করেনি ইডি। তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাপস। একই অপরাধে সিবিআই-এর মামলায় জেল হেফাজতে থাকার পর আবার ইডি প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করে। সেই আইনি কারণে জামিন। যদিও এদিন তাপস মণ্ডলের জামিনের আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী ভাস্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের সিগনালিং সিস্টেমের শক্তিশালীকরণ অব্যাহত রেখেছে

মালিগাঁও, ২৭ মার্চঃ ট্রেন যাত্রা নিরাপদ ও সুরক্ষিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের সিগনালিং সিস্টেম উন্নত করতে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। সিগন্যালিং বলতে চালক ও অপারেটরদের চাক্ষুষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বোঝায়। এই শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেই অর্থাৎ তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার এবং কাটিহারে শুরু হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে সিগনালিং সিস্টেমের একাধিক স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার মাধ্যমে মানব ত্রুটি শনাক্ত করে তা নির্মূল করা হয়। এছাড়াও, প্রয়োজন অনুযায়ী সিগনালিং সিস্টেমে প্রতিস্থাপন এবং নতুন স্থাপনের পাশাপাশি আপ-গ্রেডেশনও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অধিক দক্ষ এবং নিরাপদ রেলওয়ের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের জোনের মধ্যে একাধিক সেকশনে বিদ্যমান সিগনালিং সিস্টেমে বিভিন্ন আপগ্রেডেশন ও প্রতিস্থাপন করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এর সময় কাটিহার, লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশনে অবস্থিত তিনটি লেভেল ক্রসিং গেটে ইলেকট্রিক লিফ্টিং ব্যারিয়ারের দ্বারা মেকানিক্যাল লিফ্টিং ব্যারিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আদিনা থেকে ওল্ড মালদা এবং তেল্তা থেকে ডালখোলা ব্লক সেকশনে, যথাক্রমে আদিনা ও তেল্তা সাইডে ডাবল লাইন ব্লক ইনস্ট্রুমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাঁচটি স্টেশন তথা কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা, বারসোই এবং মুকুরিয়া স্টেশন, রঙিয়া ডিভিশনের সিলনীবারী স্টেশন এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিব্রুগড় স্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড টাইপ এলইডি দিয়ে সিগনাল এলইডি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জোনটির পাঁচটি ডিভিশনেই বিভিন্ন ক্ষমতার মোট ৬৫৯টি সিগনালিং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ট্রেনের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করে রেলওয়ে সিগনালিং সিস্টেম এবং তাদের বিশ্বস্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেলওয়ে পরিচালনার ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের সমস্ত গ্রাহকের জন্য উচ্চমানের সময়ানুবর্তিতা এবং নিরাপদ রেলওয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যান্য দল ছেড়ে দুই শতাধিক ভোটার বিজেপিতে

আগরতলা, ২৭ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকদিন। এর আগে ত্রিপুরায় ব্যাপক হারে দল বদল হচ্ছে। শাসক দল বিজেপিতে যোগ দিলেন দুই শতাধিক ভোটার। বুধবার সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছেড়ে আসা ভোটারদের দলে বরণ করেছেন বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব। এদিন প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এই যোগদান সভার মধ্য দিয়ে এই সকল ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, জনজাতি মোর্চার সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ দেববর্মা, বিজেপি নেতা জয়লাল দাস সহ অন্যরা। যোগদান সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্বরা নবাগতদের হাতে দলীয় পাতাকা তুলে দিয়ে তাঁদেরকে দলে বরণ করেন। এদিকে প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন ৪২ পরিবারের ২০৭ জন ভোটার বিরোধী দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। তাঁরা বিজেপি দলের হয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানান তাপস ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্ঘন্ট অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা (সাধারণ) লোকসভা আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ২০ মার্চ।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bharati Bhattacharyya (পুরাতন নাম) স্বামী Debasish Bhattacharyya, ঠিকানা- 154/3, Mahendra Bhattacharya Road, P.O.- Santragachi, P.S.- Chatterjeehat, Dist.- Howrah, Pin- 711104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bharati Bhattacharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bharati Bhattacharya (নতুন নাম) এবং Bharati Bhattacharyya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি

নাম পরিবর্তন
আমি, Ranjit Lawranc (পুরাতন নাম) পিতা- Norbote Larance Osta, ঠিকানা- 1D, Kustia Road, P.O.- Tiljala, P.S.- Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ranjeet Lawrance (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ranjeet Lawrance (নতুন নাম) এবং Ranjit Lawranc (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sutapa Singha Roy (পুরাতন নাম) স্বামী Rajib Singha Roy ঠিকানা Singatala, Near Old Batkhara Office, P.O.- Malda, P.S.- English Bazar, Malda-732101 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-03-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sutapa Bag (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sutapa Bag (নতুন নাম) ও Sutapa Singha Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Hena Banu (পুরাতন নাম) স্বামী Md Eqbal ঠিকানা 2C/H/3, Chatu Babu Lane, Near CIT Road, P.O.- Entally, Kolkata-700014 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-03-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hena Bano (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hena Bano (নতুন নাম) ও Hena Banu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি মহ. মোজাম্মেল হক মোল্লা (old name) পিতা সোমাই মোল্লা ঠিকানা দক্ষিণ রাজাপুর, ভাঙ্গর, চন্দনেশ্বর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৩০, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা Affidavit দ্বারা মোজাম্মেল হক মোল্লা (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl No. 3 dated 26/03/2024। মহ. মোজাম্মেল হক মোল্লা (old name) এবং মোজাম্মেল হক মোল্লা (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Abdur Rasid Khan (old name) S/O Shamser Khan, residing at Simulhanda, P.O.- Naranda, P.S.- Panskura, Dist- East Medinipur, Pin-721139, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdur Rashid Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/03/2024. Abdur Rashid Khan (new name) and Abdur Rasid Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Nasim Aktar Kha (old name) S/O Abdur Rashid Khan, residing at Simulhanda, P.O.- Naranda, P.S.- Panskura, Dist- East Medinipur, Pin-721139, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nasim Aktar Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/03/2024. Nasim Aktar Khan (new name) and Nasim Aktar Kha (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Anil Kumar Rai (old name) S/O Jai Kishan Rai, residing at P-14, Model Town, Near Balia Balak Sangha Play Ground, Balia, Garia, P.S.- Narendrapur, Dist-South 24 Pgs, Pin-700084, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anil Rai (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/03/2024. Anil Rai (new name) and Anil Kumar Rai (old name) both are same identical person.

Name Change
I MD IYAKUB MONDAL, S/O- HAPEJ MONDAL, R/O- Vill - CHALKI, PS - BONGAON,NORTH 24 PGS, PIN-743235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IYAKUB MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024, THAT MD IYAKUB MONDAL AND IYAKUB MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sakuntala Jain (Old name) D/O Sagar Mal Lunawat, W/O Chandra Kumar Jain, Residing at 59, Ramesh Mitra Road, P.O.- Bhawanipore, Kolkata-700025, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shakuntala Munot (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata (Bankshall court) on 26/03/2024. Shakuntala Munot (New name) and Sakuntala Jain (Old name) both are same identical person

Name Change
I, Pran Ballav Datta (old name) S/O Late Anil Kumar Dutta, residing at A-8/223 Kalyani, P.O.- Kalyani, Nadia, Pin- 741235, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pran Ballabh Dutta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/03/2024. Pran Ballabh Dutta (new name) and Pran Ballav Datta (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Yogesh Jain (Old name) S/O Chandra Kumar Jain, Residing at Aarjav Petals, 4TH FLOOR, FLAT-04,59, Ramesh Mitra Road, Kolkata- 700025, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Yogesh Kumar Jain (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata (Bankshall court) on 26/03/2024. Yogesh Kumar Jain (New name) and Yogesh Jain (Old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rehena Bibi (old name) W/O Golam Mostafa Dalal, residing at Vill. & P.O.- Bithari, P.S.- Swarupnagar, Dist-North Pgs, Pin-743286, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rehenara Bibi Dalal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/03/2024. Rehenara Bibi Dalal (new name) and Rehena Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change
I KHURSHED AHMAD, S/O- MOHAMMED ABDULLAH, R/O- 6,GIRISH BANERJEE LANE, P.O & P.S- SHIBPUR, HOWRAH, PIN-711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHURSHID AHMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024, THAT KHURSHED AHMAD AND KHURSHID AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMED ISMAIL(OLD NAME)S/O-GOLAM SALEK, R/O-VILL & P.O- BINODIA, P.S- BHARATPUR, DIST-MURSHIDABAD, PIN- 742301, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ISMAIL (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024, THAT MOHAMMED ISMAIL AND MD ISMAIL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Manirul Islam & Mohammed Manirul Islam (old name) S/O Rabiul Islam, residing at Vill.-Rajapur, P.O.-Mandra, P.S.- Baduria, Dist-North Pgs, Pin-743438, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Manirul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/03/2024. Manirul Islam (new name) and Md Manirul Islam & Mohammed Manirul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I SUPRIYA BHATTACHARYA, SON OF PARITOSH BHATTACHERYA, RESIDING AT 48 BIKRAMGARH, JADAVPUR, KOLKATA-700032,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUPRIYA BHATTACHERYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024.THAT SUPRIYA BHATTACHARYA AND SUPRIYA BHATTACHERYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER

Name Change
I MANIK,WIFE OF NIDHIR RAJOWAR, RESIDING AT VILL-BALLAVPUR,PO-ARBANDI, PS-SANTIPUR, NADIA-741121, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANIK RAJOWAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/03/2024.THAT MANIK AND MANIK RAJOWAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Ajay Kumar Barua S/o Arabinda Barua,R/o 132/1/2, Vidya Sagar Sarani, Kolkata-700008, W.B,India Shall henceforth be known as Ajoy Kumar Barua. I declare that Ajoy Kumar Barua and Ajay Kumar Barua is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before Notary Public at kolkata (Bankshall court) on 22-03-2024

Name Change
I ABDUR RAZZQUE ANSARI, S/O- ABDUR RAHMAN ANSARI, R/O- Z-3/103/13, JELIA PARA ROAD, P.O- BADARTALA, P.S- RAJABAGAN, PIN-700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUR RAZZAQUE ANSARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT ABDUR RAZZQUE ANSARI AND ABDUR RAZZAQUE ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABDUR RAJJAK MIA, SON OF DINALI MIA, RESIDING AT SONAKKUR MAJHERPARA,AMANKANDIA, HARINGHATA, RANAGHAT-743249,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL RAJJAK MIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024.THAT ABDUR RAJJAK MIA AND ABDUL RAJJAK MIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Md Rabiul Islam & Mohammed Rabiul Islam (old name) S/O Nuruddin Mondal, residing at Vill.-Rajapur, P.O.-Mandra, P.S.- Baduria, Dist-North Pgs, Pin-743438, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rabiul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/03/2024. Rabiul Islam (new name) and Md Rabiul Islam & Mohammed Rabiul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I YASIN PURKAIT, S/O- HABIBAR RAHAMAN PURKAIT, R/O- X-1/B,AKRA ROAD, P.O- BARTALA,P.S- NADIAL, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YEASIN PURKAIT,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT YASIN PURKAIT AND YEASIN PURKAIT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MAHABIR AGARWAL, SON OF SITARAM AGARWAL, RESIDING AT BL-409, SECTOR-2, SALT LAKE, NORTH 24 PARGANAS - 700091,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHABIR PRASAD AGARWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024.THAT MAHABIR AGARWAL AND MAHABIR PRASAD AGARWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUBHAS SARKAR, S/O AMULYA SARKAR, R/O 187 A P C ROY ROAD, NORTH DUMDUM, PS NIMTA, (N), 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBAS CHANDRA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/03/2024, THAT SUBAS CHANDRA SARKAR AND SUBHAS SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KANIZ FATEMA, W/O- ABDUR RAZZAQUE ANSARI, R/O- Z-3/103/13, JELIA PARA ROAD, P.O- BADARTALA, P.S- RAJABAGAN,PIN-700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANIZ FATEMA ANSARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT KANIZ FATEMA AND KANIZ FATEMA ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BHIM CHANDA MONDAL,SON OF ANNADA MONDAL, RESIDING AT VILL & PO-DURGAPUR, PS-BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS-743610, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHIM CHANDRA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024.THAT BHIM CHANDA MONDAL AND BHIM CHANDRA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sheuly Dey (old name) W/O Netai Mondal, residing at 9, K M Naskar Road, Kolkata- 700040, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sheuly Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/03/2024. Sheuly Mondal (new name) and Sheuly Dey (old name) both are same identical person.

Name Change
I MINARA BIBI AND MINARA BEGUM, W/O- YEASIN PURKAIT, R/O- X-1/B,AKRA ROAD, P.O- BARTALA, P.S- NADIAL, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINARA BEGUM PURAKAIT,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT MINARA BIBI AND MINARA BEGUM ALSO MINARA BEGUM PURAKAIT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, DURGA PD PRAJAPATI (old name) son of Shunku Prajapati presently residing at 33/32, Belgachia Road, Howrah, West Bengal – 711204, shall henceforth be known as DURGA PRAJAPATI (new name) as declared before the Notary Public Kolkata vide Affidavit No.02 dated 27/03/2024.That DURGA PD PRAJAPATI (old name) and DURGA PRAJAPATI (new name) both are same and identical person.

Name Change
I, Iti Bera (old name) W/O Nimai Chandra Bera, residing at Vill-Purba Thakuranichak, P.O.-Thakuranichak, P.S.- Khanakul, Dist-Hooghly, Pin- 712613, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sumita Bera (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Sumita Bera (new name) and Iti Bera (old name) both are same identical person.

Name Change
I PUSPA BANSAL, WIFE OF SATISH KUMAR BANSAL, RESIDING AT 570 KEYATALA ROAD LAKE COLONY, LAKE, KOLKATA -700029, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSHPA BANSAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024.THAT PUSPA BANSAL AND PUSHPA BANSAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Amit Shaw S/o Kishor Kumar Shaw R/o 58, Kailas Das Road, P.O.- Garifa, P.S.- Naihati, Dist.- 24 Pgs (N), Pin- 743166 shall henceforth be known as Amit Kumar Shaw. I declare that Amit Kumar Shaw and Amit Shaw is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2024.

Name Change
I, ANUPAM SHEET(old name) S/O PRITISH KUMAR SHEET(Old Name) resident of Vill-Dakshin Chandanpiri, PO-Chandanpiri, PS-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my and my father's actual name (shall henceforth be known as) ANUPAM SHIT S/o PRITISH KUMAR SHIT, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Pgs. on 29/02/24. ANUPAM SHEET S/O PRITISH KUMAR SHEET and ANUPAM SHIT S/o PRITISH KUMAR SHIT all are same and identical person.

Name Change
I LAKSHMI DUBEY, W/O LATE DINESH DUBEY, R/O SUBARNALATA APPT, FLAT A-6, 129, NASKAR PARA ROAD, PASCHIM PUTIARI, KOLKATA -700041, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAXMI DEVI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT LAKSHMI DUBEY AND LAXMI DEVI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ROUP ALI MOLLA, S/O- SUBID ALI MOLLA, R/O- VILL & PO-HATISALA, KOLKATA, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAUP ALI MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT ROUP ALI MOLLA AND RAUP ALI MOLLA, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I POLAS, S/O LATE NETAI, R/O VILL NARAHARIPUR, PO KHALITPUR, PS PETRAPOLE, BONGAON-743405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALASH DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT PALASH DAS AND POLAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I REETUJA MUKHERJEE, W/O-SHAMIK MUKHERJEE, R/O- UPASANA, P-1/6 PEARY MOHAN ROY ROAD CHETLA, KOLKATA, PIN-700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REETUJA DATTAGUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT REETUJA MUKHERJEE AND REETUJA DATTAGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously Called SHADIYAH SULTANA (old name) D/o,Khandaka Johadul Keram R/o,8/5 Mominpore Road P.S. Ekbalpore Kolkata-700023. Have changed my name as SADIYAH SULTANA (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-27/03/2024. Therefore SHADIYAH SULTANA and SADIYAH SULTANA are same identical persons.

Name Change
I SANJAY KUMAR AGGARWAL & SANJAY KUMAR AGARWAL, S/O LATE KEWAL KUMAR AGARWAL, R/O PARNASREE GREEN, BLOCK-5, FLAT 5D, 1/1, NEW AIRPORT ROAD, NEAR BEHALA FLYING CLUB, PS PARNASREE, KOLKATA -700060, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT SANJAY KUMAR AGGARWAL & SANJAY KUMAR AGARWAL AND SANJAY AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I LAVANYA GOYAL, D/O- MANISH GOYAL, R/O- SHYAM LAKE GARDEN,202, JESSORE ROAD, BLOCK A 3RD FLOOR,KOLKATA- 700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAVANYAA S GOYAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024, THAT LAVANYA GOYAL AND LAVANYAA S GOYAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously Called ASHOK KUMAR NAHAT ALIAS JAIN (old name) S/o.Late Kapur Chand Nakhat R/o,HB 89, Salt Lake City Sector-3,P.S Bidhannagar North Bidhannagar-700106. Have Changed My Name as ASHOK NAKHAT(new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-27/03/2024. Therefore ASHOK KUMAR NAHAT ALIAS JAIN and ASHOK NAKHAT are same identical persons.

Name Change
I SANGEETA AGARWAL, W/O SANJAY AGARWAL, R/O PARNASREE GREEN, BLOCK-5, FLAT 5D, 1/1, NEW AIRPORT ROAD, NEAR BEHALA FLYING CLUB, PS PARNASREE, KOLKATA -700060, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGITA AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT SANGITA AGARWAL AND SANGEETA AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRIYANSHI GOYAL, D/O- MANISH GOYAL, R/O- SHYAM LAKE GARDEN,202, JESSORE ROAD, BLOCK A 3RD FLOOR, KOLKATA- 700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANSHHI GOYAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024, THAT PRIYANSHI GOYAL AND PRIYANSHHI GOYAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously Called ANGELA THANG (old name) W/o, SK.AKBAR, R/o,15/A Golam Jilani Khan Road, India Leather Complex,Gem House, 4th Floor,P.S.Tiljala, Kolkata-700039. Have Changed My Name as SK. ZEENAT(new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-27/03/2024. Therefore ANGELA THANG and SK. ZEENAT are same identical persons.

Name Change
I SYED ANWAR ALI, S/O SYED ASRAF ALI, R/O VILL - SIMLA ,PO MATHUR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743368, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED ANOWAR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024, THAT SYED ANWAR ALI AND SYED ANOWAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHUKLA MUHKERJEE, WIFE OF DIPAK MUKHERJEE, RESIDING AT B-9/96, KALYANI, PO & PS- KALYANI, NADIA-741235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUKLA MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2024.THAT SHUKLA MUHKERJEE AND SHUKLA MUKHERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I , SK Kausar Ali @ SK Kousar Ali S/O- Sekh Mahimbox resident of Vill- Tatarpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH KOUSAR ALI' vide an affidavit before the Notary Public, Purba Bardhaman on 27/03/2024. That SK Kausar Ali, SK Kousar Ali And Sekh Kousar Ali all are same and one identical person.

দক্ষিণ মালদা জমজমাট ত্রিমুখী লড়াই, এবারও 'গনি মিথে' ভর করে লড়ছে কংগ্রেস, তৃণমূলের ট্রাম কার্ড এনআরসি...

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ ঃ ২০২৪ - এর লোকসভা ভোটে সারা রাজ্যে নজর কাড়া আসন হচ্ছে মালদা দক্ষিণ লোকসভা আসন। এই আসন বরাবরই গনির গড়। এখানকার মানুষ বরাবরই ভরসা রাখে গনি পরিবারের উপর। এবারের নির্বাচনেও কি সেই একই পরম্পরা, একই ট্রাডিশন দেখা যাবে ? ভোট ময়দানে এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ? বরকত গনি খান চৌধুরির মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও তাঁর নামেই ভোট হয়ে যায়। তৃণমূল পঞ্চায়েতে, পুরসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে সফল হলেও লোকসভা ভোটের ফলাফল চিত্রটা পাল্টে যায়। গনির নামেই বারবার ভোটে করে কংগ্রেস। প্রতিহত করতে পারেন না কেউই। মালদা দক্ষিণ লোকসভা আসনে এবারেও কংগ্রেসের প্রার্থী গনি পরিবারের সদস্য মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে সত্যিই কি গনি মিথ চূর্ণ করে কংগ্রেসের বিজয় রথের চাকা থমকে দিতে পারবে তৃণমূল কিংবা বিজেপি ? এই কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী করেছে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরিকে। মালদা দক্ষিণে এবার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন শাহনওয়াজ আলি রায়হান। লন্ডনের রাস্তায় কেন্দ্রের মোদী সরকারের এনআরসি এবং সিএএ'র প্রতিবাদ জানিয়ে শিরোনামে উঠে আসে শাহনওয়াজ। ত্রিমুখী লড়াইয়ে মূল ফ্যাক্টর সংখ্যালঘু ভোটাররা। কিন্তু কংগ্রেস তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগিতে এবার পদ্মফুল ফোটাতে ব্যস্ত গেরুয়া শিবির। মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের জনবিন্যাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের জনসংখ্যা ২৪ লক্ষ ৮ হাজার ৩৩২। তাদের মধ্যে ৫২ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলিম। অন্যান্য ৪৮ শতাংশ। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৪৩। গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে জানা যায় কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরি ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৭০ ভোট পান। বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরি ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮ এবং তৃণমূলের মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৫৩ ভোট পান। বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে মাত্র প্রায় আট হাজার ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আবু হাসেম খান চৌধুরি (ডালু) ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ২৯১ ভোট পেয়েছিলেন। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায় ২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। সিপিএম প্রার্থী আবু হাসনাত খান ২ লক্ষ ১৯৮০ ভোট পান। তৃণমূল প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রাপ্ত ভোট ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৩২। মালদা লোকসভা আসনটি স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই কংগ্রেসের দখলে ছিল। মাত্র দু'বার জিতেছিল সিপিএম। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পর পর চারবার কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। অঘটন ঘটে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে। ওই বছর কংগ্রেসের কাছ থেকে আসনটি কেড়ে নেন সিপিএম প্রার্থী দীনেশ জোয়ারদার। ১৯৭৭ সালেও বামপ্রার্থী দীনেশবাবু জয়লাভ করেন। তার পর ১৯৮০ সালের নির্বাচনে এই মালদা লোকসভা প্রার্থী হন কংগ্রেস নেতা এ বি এ গনি খান চৌধুরি। তিনি জয়লাভ করে দিল্লির মসনদ-তক পৌঁছে যান। ১৯৮০ সাল থেকে আমৃত্যু ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা আটবার সাংসদ নির্বাচিত হন বরকত গনি খান চৌধুরি। গনি খানের মৃত্যুর পর ২০০৬ সালে উপনির্বাচনে তাঁর ভাই ডালু ওরফে আবু হাসেম খান চৌধুরি সাংসদ নির্বাচিত হন। তার পর ২০০৯ সালে মালদা দক্ষিণ কেন্দ্র তৈরি হয়। নতুন এই কেন্দ্রেও জয়লাভ করেন কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরি। ২০১৪ ও ২০১৯ সালেও তিনি জয়লাভ করেন। তার পর অবশ্য ধীরে ধীরে কংগ্রেস ও বামের শক্তিক্ষয় হয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যে সরকারে পালাবদলের পর উত্থান ঘটে তৃণমূলের। কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের একটা বড় অংশ তৃণমূলে যোগদান করে ফেলে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস কার্যত মুছে যায়। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ও আই এস এফের উত্থান ঘটে। একটি পঞ্চায়েত দখল করে আইএসএফ। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সাতটির মধ্যে একটি বিজেপি এবং ছয়টি আসন তৃণমূলের দখলে গেছে। ২০১১ সালে রাজ্যে সরকারে পালাবদলের পর বুথ স্তরেও তৃণমূলে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। অনেকটা দ্রুতগতিতেই সিপিএমের সংগঠন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুছে যায় কংগ্রেসের বুথ কমিটিগুলিও। বরকত গনিখান চৌধুরির নাম ভাঙিয়েও মালদা দক্ষিণে দলত্যাগের হিড়িক রুখতে পারেনি কংগ্রেস। ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বাম-কংগ্রেস কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। তৃণমূল আধিপত্য বিস্তার করে। ইংলিশবাজার পুরসভার দখল নেয় তৃণমূল। সেখানে অবশ্য দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যায় বিজেপি। পুরসভায় বাম - কংগ্রেস শূন্য। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মানিকচক, মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর, সুজাপুর, ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ তৃণমূল দখল করে। ইংলিশবাজার বিধানসভায় জয়লাভ করে বিজেপি। উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এই ইংলিশবাজার বিধানসভা এলাকা থেকে তৃণমূলের চেয়ে ৯৬ হাজার ভোট বেশি পেয়েছিল বিজেপি। এই অঙ্কের হেরফের কী ধরনের হবে, সেটার উপর অনেকটা নির্ভর করছে এই কেন্দ্রের ভোটযুদ্ধ। মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী করেছে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরিকে। মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি প্রার্থী করেছে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরিকে। তিনি দিল্লিতে থাকেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। সমাজকর্মী। 'নির্ভয়া দিদি' হিসাবে পরিচিত। গতবার কংগ্রেসের ডালু ওরফে আবু হাসেম খান চৌধুরির কাছে মাত্র প্রায় আট হাজার ভোটে হেরেছিলেন শ্রীরূপা। তৃণমূল ছিল তৃতীয় স্থানে। মালদা দক্ষিণে এবার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন শাহনওয়াজ আলি রায়হান। তবে এই কেন্দ্রে এবার নতুন মুখ এনে চমক দিয়েছে তৃণমূল। মালদা দক্ষিণে এবার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন শাহনওয়াজ আলি রায়হান। গঙ্গার ভাঙন কবলিত এলাকার ছেলে। কালিয়াচক -২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর পশ্চিম তৌফি এলাকার বাসিন্দা। জন্মভিটেও তৌফি। বাবা অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ আফিসার। রায়হানের স্ত্রী ইংল্যান্ডের শেফেল শহরের একজন চিকিৎসক। মালদার ফরাক্কায় এনটিপিসি হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী ও জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। তার পর গবেষণা করতে লন্ডনে পাড়ি দেন। একসময় লন্ডনের রাস্তায় কেন্দ্রের মোদী সরকারের এনআরসি এবং সিএএ'র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন করেছিলেন শাহনওয়াজ। ডালুবাবুক বদলে এবার প্রার্থী তার ছেলে ইশা খান চৌধুরি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরে দেড় লক্ষাধিক ভোটে তৃণমূল প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন আবু হাসেম খান চৌধুরির ছেলে ইশা খান চৌধুরি। কানাডায় জন্ম। ছাত্র জীবন কেটেছে ইশার। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক তিনি। বিদেশে বাবার ব্যবসা দেখতেন। গনির মৃত্যুর পর ইশাও মালদার কোতোয়ালিতে ফিরে বংশপরম্পরা রাজনীতিতে নেমে পড়েছিলেন। এবার মালদা দক্ষিণে হঠাৎ করে ডালুপুত্র ইশা খান প্রার্থী ? মালদা দক্ষিণ লোকসভা আসনে ভোটের ফলাফল সংখ্যালঘু ভোটের উপর বেশি নির্ভরশীল। পঞ্চায়েত ও বিধানসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে আসনটিতে তৃণমূল অনেকটা এগিয়ে রয়েছিলো। এবারের ভোটে কংগ্রেস তৃণমূল ছাড়াও প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আইএসএফের। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকায় আত্মপ্রকাশ করেছে আইএসএফ। ফলে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিমুখী লড়াইয়ে হাত আর ঘাসফুলের দড়ি ভোট কাটাকাটির অঙ্কে জয়ের আশায় বুক বেঁধেছে পদ্ম শিবিরের কর্মীরা।

নববারাকপুরে পবিত্র ইফতারে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন সৌগত রায়

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৭ মার্চ ঃ নববারাকপুর পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তীর উদ্যোগে জামে মসজিদে বুধবার বিকেলে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার মাহফিলে

উপস্থিত ছিলেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়। ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি মিহির কুমার দে, ইমাম হাসান চৌধুরী, কাড়ি সাহেব হোসেন আহমেদ চৌধুরী, ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগন। উপস্থিত দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায় ইফতারে সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বারবার বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সকলের। এখানে সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সকলকে রমজানের মুবারক কামনা করি। নববারাকপুরের একমাত্র প্রাচীন জামে মসজিদ। এখানে এখন অনেক মুসলিম কমে গেছে। রমজান মাসের রোজা বা উপবাস আমাদের সকলের শরীর এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। পবিত্র রমজানে ইবাদত কিংবা উপাসনা করা আত্মার ব্যায়াম। বলেন ইফতার করতে পেরে খুবই খুশি। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন, প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। সকল কাউন্সিলর রা সম্মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুন্দর মেলবন্ধন তুলে ধরা হয়।

আমি বিশ্বপতি রায়, পিতা মৃত নিরাপতি রায়, সাং- হাউস নং. এইচ-৯ সাগরভাঙা জোনাল সেন্টার পোঃ - দুর্গাপুর, থানা- কোকওভেন, জেলা- বর্ধমান

পক্ষে শমনপ্রাপ্ত আমমোক্তার, আলতাব মন্ডল। পিতা- পুফুর মহমদ মন্ডল সাং + পোঃ -মায়াপুর, থাঃ নবদ্বীপ, জে- নদীয়া অতেব বিশ্বপতি রায় ঃ ১৯৯৯ সালে দলিল নং. ৩২০, A.D.S.R. দুর্গাপুর, আলতাব মন্ডলকে শমনপ্রাপ্ত দেয় । ১) ডলি খাতুন মন্ডল। স্বামী ঘোসবু মন্ডল। সাং- সোনডাঙা, পোঃ সোনডাঙা, থা- ধুবলিয়া, জে- নবদ্বীপ। ২) উত্তম পাত্র, পিতা- সাহেব পাত্র। সাং- বামুনপুকুর জেলা- শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া গত ইংরাজী ১৪.১২.১৯৯৯ সালে দুর্গাপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহিত ৩২০ নং আমমোক্তারনামা বলে শমনপ্রাপ্ত আলতাব মন্ডল। মৌজা- ৯ নং বামুনপুকুর, দাগ নং. ২৮৬, খতিয়ান- ১৫৩৯, পরিমান- ০.০২১০ একর। মৌজা- ৯ নং বামুনপুকুর, দাগ নং. ২৮৬, খতিয়ান- ১৫৩৯, পরিমান- ০.০২১০ একর। মৌজা- ৯ নং বামুনপুকুর, দাগ নং. ৩৭৮, খতিয়ান- ১৫৩৯, পরিমান- ০.০৪০০ একর। যদি কারও কিছু আপত্তি থাকে তাহলে ৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ, মহেশগঞ্জ B.L.L.RO অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমি সৌমেন প্রামাণিক পিতা বিশ্বনাথ প্রামাণিক সাং- বল্লালদিঘী পোঃ- শ্রী মায়াপুর, থাঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া

আমার বাবা বিশ্বনাথ প্রামাণিক ও আমার দুই পিসে তপতী প্রামাণিক ও মঞ্জু প্রামাণিক সকলের পক্ষে শমন প্রাপ্ত আমমোক্তার সৌমেন প্রমাণিক, ০৫।০৯।২০২৩ সালে ২৭৭০ না দলিলে A.D.S. R. Nabadwip, মৌজা- বল্লালদিঘী, ১৪ নং, দাগ - R.S, L.R. 960, 961 খতিয়ান ঃ R.S. 152, 19092 পরিমাণ- 0.0579 এ 0.0200 শতক, সম্পতি শমন প্রাপ্ত।

অতেব এনাদের কাছ থেকে শ্রী চিরঞ্জীত পাল, পিতা- নন্দলাল পাল, পোঃ- শ্রী মায়াপুর, থাঃ নবদ্বীপ, জেলাঃ নদীয়া। আমি দাগ- ৯৬০ ও ৯৬১ দাগ থেকে ০.০৬৭৭ শতক সম্পত্তি কিনি এবং যদি কারও কিছু আপত্তি থাকে তাহলে ৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ, মহেশগঞ্জ B.L.L.RO অফিসে দেখা করবেন।

পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের জেলা কমিটি নিয়ে অভ্যন্তরীণ কাজিয়া, বিরোধী দলগুলি সরব

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ মার্চ ঃ পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা কমিটি নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

জেলায় দলের অন্দরের মঙ্গলবারই এই কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে শাসক তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধী দলগুলি। বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় জানান, আসলে এটা ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ঝামেলা। আসানসোল পুরনিগমের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাদিম আখতারের নামে এফআইআর হয়েছে। তার কাগজ আমি দেখেছি। ওঁর বিরুদ্ধে ৯০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ আছে। এখন এলাকাছাড়া উনি পলাতক। তৃণমূল মানেই যে চোর, তা প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল দলটা যে একটা চোরের দল, তা আরও একবার প্রমাণিত। তৃণমূল কাউন্সিলর নাদিমের বিরুদ্ধে আসানসোল উত্তর থানায় এফআইআর হয়েছে। সেখানে তাঁকে ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই রকম এক জন ব্যক্তিকে তৃণমূল কুলটি ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি করেছে। এদেরকে দিয়েই ভোট লুটের চেষ্টা করবে তৃণমূল। সিপিএম অবশ্য এই নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপি দু'দলকেই আক্রমণ করেছে। সিপিএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল দলে চুরি-ডাকাতির অভিযোগ থাকবে, এটা নতুন কিছু নয়। দেশ এবং বাংলা জুড়ে তৃণমূল এবং বিজেপির প্রতিযোগিতামূলক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে মানুষ।'' এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মাহফজুল হাসান মনু বলেন, ২০ দিন আগে এই তালিকা সবাইকে দেওয়া হয়েছিল, তখন কেউ কোনও প্রতিবাদ জানাননি, এখন সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এটা মোটেই ঠিক নয়। উচ্চ নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তা-ই করা হবে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি যথাক্রমে ২৮ এবং ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত (ইয়েলো লাইন) এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত (অরেঞ্জ লাইন) নবনির্মিত ব্রড গেজ শাখা পরিদর্শন করবেন।

সিই/ও অ্যান্ড এম

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " **Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 60 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 03 nos accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. ." NIQ No.- WBPWD/EE/ HED / NIQ-47 of 2023-24**

Bid submission closing date: 30/03/2024 upto 02 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

অবাধ হয়নি পঞ্চায়েত ভোট! এখন থেকেই রুট মার্চের দাবি বিজেপি-র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৭ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি তাই এখন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাড়ায় পাড়ায় রুটমর্চ করা উচিত এবং মানুষের ভয় ভাঙানো উচিত। যাতে মানুষ ভোট দিতে যেতে ভয় না পায়। তারপর তিনি যেখানে পছন্দ করবেন সেখানেই যাতে ভোট দিতে পারেন এমনই দাবি তুলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অবশ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার প্রসঙ্গে বিপ্লব মিত্র জানিয়েছেন পর্যাপ্ত পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাজ্যে এসেছে। কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী কতটা নিয়োগ করা হবে তা সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই। দক্ষিণ দিনাজপুরে আগামী ২৮ তারিখ লোকসভা নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারি করবেন জেলাশাসক। তারপরই

শুরু হয়ে যাবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ। একদিকে প্রচার চলছে অন্যদিকে প্রার্থীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভোট যুদ্ধের। কিন্তু এরই মাঝে জেলায় ভোটারদের ভয় দূর করতে আরও বেশি করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানাচ্ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর আরও দাবি যে ভোট লুঠ করার সমস্ত ব্যবস্থা যাতে করে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছে রাজ্য সরকার। জেলাশাসক এবং জেলা পুলিস সুপারদের উপর চাপ তৈরি করা হয়েছে যে কারণেই তারা সঠিক রিপোর্ট জমা দিতে পারছেন না বলে দাবি করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সাব ডিভিশন ছাড়া জেলার অন্য কোথাও আর সেভাবে ভালো ফলাফল করতে পারেনি বিজেপি। ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে গিয়েছে। জেলা পরিষদের কোনও আসনে বিজেপি জয়লাভ করতে পারেনি। এমনকি পঞ্চায়েত সমিতিও দখল করতে পারেনি জেলার কোথাও। ভোটের সময় গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর, কুশমন্ডি, তপনের বিভিন্ন এলাকায় বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট এমনকি ব্যালট বক্স ছিনতাইয়ের মতন অভিযোগও এনেছিল বিজেপি। যে কারণে লোকসভা নির্বাচনের ভোটারদের ভয় ভাঙাতে এখন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ করা উচিত বলে দাবি করছেন সুকান্তবাবু। নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুযায়ী এখন থেকে কোনও বুথকেই আর স্পর্শকাতর বলা যাবে না। তার পরিবর্তে বুথগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেনসিটিভ বুথ ও ভালনারেবেল বুথ। যে সমস্ত বুথে গত নির্বাচনে নব্বই শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে বা যে কোনও এক দলের প্রার্থী ৭৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন সেই সমস্ত ভোট দান কেন্দ্রকে ক্রিটিকাল বুথ বলা হচ্ছে। অন্যদিকে ভালনারেবেল বুথ বলতে আতঙ্কে বা ভয়ে রয়েছেন এমন ভোটার সম্বলিত বুথকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ভোট প্রচারে ঝড় তুলেছে দুই পক্ষই। একে অপরকে জমি ছাড়তে নারাজ। দিনরাত এক করে প্রার্থীরা প্রচার করে চলেছেন গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন জায়গায়। তবে এখনও পর্যন্ত জেলার কোথাও সেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ বিজেপির। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানিয়েছেন ১৩৩১ টি বুথের মধ্যে ১১৫০টি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল হয়েছে। যে সমস্ত বুথে আগে কোনও ঘটনা ঘটেছিল সেই বুধগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত ভালনারেবল বা ক্রিটিকাল বুথের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এটা কনটিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে রয়েছে।

ঘরের ছেলে জোট প্রার্থী হিসেবে মিলটনের প্রচার শুরু মুরারই থেকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ মার্চ ঃ চাকরি থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং বিজেপির সাম্প্রদায়িকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ল।ইয়ের ময়দানে নেমে মুরারই থেকে প্রচার শুরু করলেন বীরভূম লোকসভার জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিলটন রসিদ। ঘরের ছেলে হিসেবে যিনি সব সময় মানুষের পাশে থেকেছেন লড়াকু নেতা মিল্টন। পাশাপাশি, বিজেপি এই কেন্দ্রে এখনও কোনো প্রার্থী ঘোষণা না করলেও, এই লোকসভা কেন্দ্রে একমাত্র সংখ্যালঘু প্রার্থী তিনি। শুধু তাই নয়, জেলার এই লোকসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি। এছাড়াও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য মিল্টনের গ্রহণযোগ্যতা অসীম। নলহাটি ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। এখনও জেলা পরিষদে বামেদের বিরোধী দলনেতা এলাকার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। পাশাপাশি, মুরারই কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মোতাহার হোসেনের জায়গা। এদিক থেকে মিল্টন ভালো লড়াই দিতে পারবে বলে তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এক সময় বলা হতো হাঁসনে কংগ্রেসের সূর্য কোনদিন অস্ত যায় না। সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১৬ সালে। কংগ্রেসের টিকিটে জেতা দীর্ঘদিনের বিধায়ক অসিত মাল তৃণমূলে যোগদানের পর, কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মিল্টন রসিদ জয়ী হন। মাড়গ্রামের ভূমিপুত্র মিল্টন রসিদ ১৬,১৫৪ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালকে পরাজিত করেন তিনি। তবে, একুশ সালের বিধান সভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন। মিল্টন রসিদের প্লাস পয়েন্ট তিনি সারাবছর ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছেন। কখনও পুরোহিত ভাতা নিয়ে, আবার কখনো খানকা শরিফের কাছে দ্বারকা নদীর সেতু, কখনো দেবগ্রামে কজ ওয়ে, লোহাপুরে থানা, মাড়গ্রামে জল প্রকল্প, বিষ্ণুপুরে হাসপাতালের উন্নয়ন বা মাড়গ্রাম হাসপাতালের বেড বা।ানো নিয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধান সভায় দাবি তুলেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করে ছে।ছেন। এছাড়াও, রাত বিরেতে হাসপাতাল থেকে শ্মশান বা কবর স্থানে অর্থাৎ মানুষের বিপদে আপদে তিনি থেকেছেন। এই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন বুধবার মুরারইয়ের দলীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের বৈঠকে দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল, মুরারই এক নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মোতাহার হোসেন, সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম ও অন্যান্য কংগ্রেসের কার্যকর্তারা। মিল্টন রসিদ জানান, জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

প্রতিবাদ জানিয়েও বর্ধমানে চা চক্রে দুঃখপ্রকাশ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ মার্চ ঃ ''তৃণমূল নেতারা যখন বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অসংসদীয় কুমন্তব্য করেন তখন দোষ হয় না, যত দোষ আমাদের বেলায়।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অসংসদীয় মন্তব্যে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক ওঠাকে কেন্দ্র করে বুধবার বর্ধমানে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে এই মন্তব্য করলেন বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। প্রতিবাদের পাশাপাশি এদিন তার মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশও করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বুধবার প্রাতভ্রমণে বের হন এবং সেখানে তিনি বলেন, আমার বক্তব্য নিয়ে বির্তক প্রথম বার নয়।যে ভনিতা করে, অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবার আমি বক্তব্য রেখেছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে, যার সমন্ধে আমার ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, কোন ক্লেশ নেই। কোন দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু উনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য বার বার দিয়েছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন আমি তার বিরুদ্ধে বলেছি এবং প্রশ্ন করেছি ও প্রতিবাদ করেছি। আমার ভাষার শব্দ চয়ন নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে, আমার পার্টির আপত্তি আছে। অন্যরাও বলেছে। যদি তাই হয় তাহলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারই পার্টির এক নেতা,তারই পরিবারের এক নেতা কাঁথিতে দাঁড়িয়ে আমার বিধায়কদলের নেতাকে তার পরিবারকে, তার বাবাকে এর থেকেও খারাপ ভাষায়,কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করবে। সেখানে কেন তার বিরুদ্ধে কিছু বলছে না। টিএমসি কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কেউ কিছু বলছে না। শুভেন্দু অধিকারীর বাবা একজন বাংলার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। তাকে অপমান করা হচ্ছে। শুভেংদু অধিকারীকে অপমান করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী পুরুষ বলে অপমান করা হবে। তার কোন সম্মান নাই।একজন মহিলা যা খুশী বলবে। কেবল মহিলা কার্ড ব্যবহার করা হবে। আমি তারই প্রতিবাদ করেছি। বুধবার বর্ধমানের টাউন হলের মাঠে বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দিলীপ ঘোষ হাঁটেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তারপর তিনি চায়ে পে চর্চায় অংশ নেন। তিনি জেতার বিষয়ে চরম আশাবাদী। তিনি বলেন, হাওয়া ঘুরছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে ভোটের ফল কি হবে। এদিকে দিলীপ ঘোষের অসংসদীয় মন্তব্যের প্রতবাদে বুধবার সন্ধায় বিক্ষোভের পাশাপাশি তার কুশ পুত্তলিকা পোড়ানো হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

খুলে গেল সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ খুলে গেল সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। লিখুভিরে ধসের জেরে গত শনিবার রাত থেকে সড়কটি দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের একটি দল লিখুভির এবং রম্বিখোলা এলাকা পরিদর্শন করার পর রাস্তাটি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ছোটোগাড়ি সবসময় চলতে পারলেও যাত্রীবাহী বড় গাড়ি চলবে শুধু সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। পণ্যবাহী গাড়িকে এখনই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে, রাস্তাটি মেরামতির দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়িকে এদিনই চিঠি দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস - ২৭ বি কে সি, সি ২৭, জি ব্লক, ব্যান্ড্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৫১

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদ আইন, ২০০২ এর প্রয়োগের অধীন ১৩ (২) বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী হলেন কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড -এর অনুমোদিত অফিসার, ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৬৫ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ২৭ বি কে সি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৫১, (অতঃপর "KMPL" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে নিযুক্ত, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে

ঋণগ্রহীতার নাম / সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধক / জামিনদারের নামঃ ১. মেসার্স মোহন মোটরস ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানাঃ ৯, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ। ২. মেসার্স মোহন মোটর উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানাঃ গ্রাউন্ড ফ্লোর ২৪২ / ১ এ, এ পি সি রোড কলকাতা - ৭০০০০৪, পশ্চিমবঙ্গ। ৩. মেসার্স মোহন মোটর সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানাঃ জিডি-এফআর, ৬৩০, উত্তরপাঞ্চান গ্রাম এলপি-১৪ / ১৯ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পিন -৭০১১০০ । ৪. মেসার্স মোহন মোটরস সেলস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানাঃ ধাপা রোড, অরুপোতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত পিন-৭০০১৫০। ৫. মেসার্স গঙ্গেসভিউ ভ্যানিজ্যা প্রাইভেট লিমিটেড (বন্ধক / জামিনদার) ঠিকানাঃ "E" ব্লক ১ম তলা মার্কেন্টাইল বিল্ডিং ৯, লালবাজার স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০১ । ৬. মেসার্স কল্পতরু বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড (বন্ধক/ জামিনদার) ঠিকানাঃ ১৯/১, আন্দুল রোড হাওড়া, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ইন্ডিয়া পিন-৭১১১০৯ । ৭. জনাব মোহন লাল বাজাজ (বন্ধক/ জামিনদার) ঠিকানাঃ ৪ পিবি মণি টাওয়ার ৩১/৪১, বিনোভ ভাভে রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮, পশ্চিমবঙ্গ । ৮. মিঃ সন্দীপ কুমার বাজাজ (জামিনদার) ঠিকানাঃ ৮৩২, ব্লক-পি, পিএস- নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ । ৯. মিঃ গুয়ারভ বাজাজ (বন্ধক/ জামিনদার) ঠিকানাঃ ৮৩২, ব্লক-পি নিউ আলিপুর, পিও- নিউ আলিপুর কলকাতা - ৭০০০৫৩ পশ্চিমবঙ্গ । ১০. মিসেস প্রীতি সন্দীপ বাজাজ (জামিনদার) ঠিকানাঃ ৮৩২, ব্লক-পি নিউ আলিপুর, প.অ- নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ । ১১. মেসার্স ইম্পেরিয়াল নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টর) ঠিকানাঃ ৩৩, দুর্গাপুর কলোনি, ব্লক-জি, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ । ১২. মেসার্স অর্কিড শেল্টার প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার) ঠিকানাঃ ৩৩, দুর্গাপুর কলোনি, ব্লক-জি, কলকাতা- ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ। ১৩. মেসার্স লেগুন ভ্যানিজ্যা প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার) ঠিকানাঃ ২৮, রায় বাহাদুর রোড কলকাতা -৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ । ১৪. মেসার্স মোহন মোটর উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড যা পূর্বে এম এস পি বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টর) নামে পরিচিত ছিল ঠিকানাঃ গ্রাউন্ড ফ্লোর ২৪২/ ১এ, এ পি সি রোড, কলকাতা -৭০০০০৪, পশ্চিমবঙ্গ

লোন এ / সি নম্বর এবং এনপিএ তারিখঃ WF28536 এবং ১৭-এপ্রিল-২০১৯, WF28823 এবং ১৫-ফেব্রুয়ারি-২০১৯, CF10076611 এবং ১৫-ফেব্রুয়ারি-২০১৯, WF33415 এবং ১৫-মে-২০১৯, CF-202019, CF-202019

১৩ (২) তারিখের বিজ্ঞপ্তি ঃ ০৫.০৩.২০২৪

সেকেন্ড অনুযায়ী চাহিদার তারিখ এবং পরিমাণ ১৩(২) আইন নোটিশঃ টাকা ৫০,৭৫,১৫,৯৩৮ টাকা (পঞ্চাশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পনেরো হাজার নয়শ আটত্রিশ মাত্র) ২ মার্চ, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।

বন্ধক সম্পত্তিঃ ১. মৌজা ধলেন্ডা পি.এস. এর অধীন জে এল নং ৮ এর মৌজা ধলেন্দায় পড়ে থাকা এবং অবস্থিত জমিতে অবিভক্ত ১৫ ভাগের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। তিলজলা কলকাতার ৫৮ নং ওয়ার্ডের আরএস দাগ নং ৬৫ এবং খৈতান নং ৫১৯, ৫২১ এবং ৫২২ নিয়ে গঠিত। উত্তরঃ দাগ নং ৬৬ এবং ৬৭, দক্ষিণঃ দাগ নং ৫০ দ্বারা, পূর্ব ঃ ২০ প্রশস্ত পথ দ্বারা, পশ্চিম ঃ দাগ নং ৬৪ এবং ১২ প্রশস্ত পথ দ্বারা
২. সেই সমস্ত টুকরো এবং অবিভক্ত ৮১০ তম ভাগের পার্সেল মৌজা ধলেন্দা পি.এস.এর অধীন জে এল নং ৮ এর মৌজা ধলেন্দায় পড়ে থাকা এবং অবস্থিত। তিলজলা কলকাতার আরএস দাগ নং ৬৫, খৈতান নং ৫১৯, ৫২১ এবং ৫২২ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। উত্তরঃ দাগ নং ৬৬ এবং ৬৭, দক্ষিণঃ দাগ নং ৫০ দ্বারা, পূর্বঃ ২০ প্রশস্ত পথ দ্বারা, পশ্চিমঃ দাগ নং ৬৪ এবং ১২ প্রশস্ত পথ দ্বারা
৩. ৭ কোটা ৪ ছটকা ৭ বর্গফুট আয়তনের এক প্লট জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল পিএস এর অধীনে মৌজা ধলেন্দা জে এল নং ৮ এ অবস্থিত। তিলজলা আরএস দাগ নং ৬৬, খৈতান নং ১৮০ ওয়ার্ড নং ৫৮ কলকাতা নিয়ে গঠিত। উত্তরঃ আর.এস. দাগ নং ৬৭, দক্ষিণঃ আর.এস. দাগ নং ৬৫, পূর্ব ঃ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিমঃ আর.এস. দাগ নং ৬৭ এবং ৬৫
৪. ২৪ কাঠা ১২ ছটাক ৪০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের একটি জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল থানা এর অধীনে মৌজা ধলেন্দা জে এল নং ৮ এ অবস্থিত। তিলজলা আরএস দাগ নং ৬৭, খৈতান নং ২৩ ওয়ার্ড নং ৫৮ কলকাতা নিয়ে গঠিত। উত্তরঃ ২০ ফুট ওয়াইড রোড, দক্ষিণঃ আর.এস. দাগ নং ৬৫ এবং ৬৬, পূর্ব ঃ আর.এস. দাগ নং ৬৬ এবং ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমঃ ২০ ফুট চওড়া রাস্তা।

তারিখঃ ২৮.০৩.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড এর পক্ষ থেকে
স্বা /-
স্বীকৃত আধিকারিক

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকায় দুই মুখ্যমন্ত্রী অসমের হিমন্তবিশ্ব এবং ত্রিপুরার মানিক

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে দলীয় প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে বিজেপির শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকায় উত্তরপূর্বের দুই মুখ্যমন্ত্রী অসমের ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং ত্রিপুরার প্রফেসর ডা. মানিক সাহাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। বিজেপির ৪০ সদস্যের শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকাভুক্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুই মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের দুই নেতা পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে পদ্ম দলের পক্ষে প্রচার করবেন। প্রসঙ্গত, শীর্ষ তারকা প্রচারকের তালিকায় আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্মৃতি ইরানি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ অন্যান্য হেভিওয়েট জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের নেতা। তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা রয়েছেন সপ্তম স্থানে। প্রফেসার ডা. সাহা এর আগেও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি ত্রিপুরায়ও সক্রিয়ভাবে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছেন।

বউদের ভারতীয় শাড়ি পোড়ালে বর্জনের কথা বিশ্বাস করবো', বিএনপির নেতাদের প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২৭ মার্চ ঃ বিএনপির নেতারা যদি বাসায় গিয়ে যদি বউদের ভারতীয় শাড়ি পোড়ান, সেদিন বিশ্বাস করবো আপনারা সত্যি ভারতীয় শাড়ি বর্জন করলেন। ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া বিএনপি নেতাদের আন্দোলন প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় মসলা ছাড়া খেতে পারবে কিনা, এই উত্তর তাদের দিতে হবে। আপনারা এ পণ্য সত্যি বর্জন করছেন কিনা, এ কথাটাই আমরা জানতে চাই। বুধবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, একটা কথা না বলে পারলাম না। বিএনপির এক নেতা একটি চাদর খুলে পোড়ালো। যে নেতারা বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? আমি জানি, ঈদের আগে বিএনপির মন্ত্রীদের বউরা ভারত থেকে শাড়ি এনে বিক্রি করতো।

Press Notice

e-Tender is hereby being invited by the Block Dev officer, Barabazar Dev Block, Dist- Purulia vide NIeT no. 10/BDO/BZR of 2023-24/SI no.01 to SI no.23 dated. 22.03.2024 for 23 nos scheme bearing Tender Id: 2024_DM_687724_1 to 23 under AMF fund icw PGE-2024. Online bid submission commences on and from 23.03.2024 at 10:00 Hours (As per server clock) and will end on 30.03.2024 at 6:00 Hours (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website **wbtenders.gov.in**

Block Development Officer
Barabazar Development Block
Purulia

চেন্নাইয়ের কাছে হারের পরে বিশাল অঙ্কের জরিমানা গিলকে

২৭ মার্চ ঃ চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ৬৩ রানে হেরেছে গুজরাট টাইটান্স। হারের পরদিনই জানা গেল গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিলকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মন্থর ওভার রেটের জন্য গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমান গিল শাস্তি পেলেন। আইপিএল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যেহেতু এটাই মরশুমের প্রথম অপরাধ, সেই কারণে আইপিএলের কোড অফ কন্ড্যাক্ট ভাঙার জন্য ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হচ্ছে শুভমান গিলকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে প্রথম ম্যাচে হারানোর পরে মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের কাছে মঙ্গলবার বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে গুজরাট টাইটান্সকে। মরশুমের শুরুতেই জানা গিয়েছিল এবার গুজরাটের নেতৃত্ব ছেড়ে মুম্বইয়ের অধিনায়কত্ব করবেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। গুজরাটকে নেতৃত্ব দেবেন গিল। চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হেরে গেলেও 'গেল গেল' রব তোলার কোনও কারণ দেখছেন না গিল। এবার শুভমান গিলের চওড়া ব্যাটের দিকেই নজর সবার। সবাই মনে করছেন, গিলের চওড়া ব্যাট স্বপ্ন দেখাবে গুজরাট টাইটান্সকে। তবে আইপিএলের ফাইনালের বল গড়াতে এখনও অনেক দেরি। চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হার ভুলে গিয়ে আগামী ম্যাচে নামবে গুজরাট টাইটান্স।

ধোনির উড়ন্ত ক্যাচ দেখে উচ্ছ্বসিত রায়না সহ সকলেই

২৭ মার্চ ঃ একাহাতে যেন সময়কে বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কয়েক বছর আগে ক্রিকেটের ২২ গজে ক্যাপ্টেন কুলকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা, চলতি আইপিএলে ফের সেভাবেই যেন ধরা দিচ্ছেন তিনি। লুক থেকে খেলার ধরন, সবেতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেই আগের ধোনিকে।এবারের আইপিএলের শুরু থেকেই চর্চায় ধোনির লুক। এককালে তাঁর লম্বা চুল নিয়ে চর্চা কম হত না। সেই সময়কেই আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন মাহি। এবারও তাঁর লম্বা চুল নজর কাড়ছে অনুরাগীদের। তবে শুধু তো হেয়ারস্টাইল নয়, তাঁর পারফরম্যান্সও যেন চিকার করে বলে দিচ্ছে, বয়স সংখ্যামাত্র। মঙ্গলবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে তাঁর উড়ন্ত ক্যাচ এখন সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং। ড্যারিল মিচেলের ডেলিভারি বিজয় শকংরের ব্যাটের কোনায় লাগে। আর সেই শটই ডাইভ দিয়ে পাখির মতো ছোঁ মেরে লুফে নেন ধোনি। ০.৬ সেকেন্ডের তাঁর সেই কর্মকাণ্ডে বিস্মিত ক্রিকেট দুনিয়া। এই বয়সেও যে এভাবে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরা সম্ভব, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না অনেকে। ধোনির এই দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখে উচ্ছ্বসিত তাঁর এককালের সতীর্থ সুরেশ রায়না।

ধোনির সেই মুহূর্তের ভিডিও শেয়ার করে রায়না লিখে দিয়েছেন, ভুলে যাবেন না, যে টাইগার জিন্দা হ্যায়। যিনি এখনও সমান শক্তিশালী এবং অন্যদের অনুপ্রেরণা।

চূড়ান্ত ইউরো ২০২৪-এর গ্রুপবিন্যাস করা হয়, কোন গ্রুপে কারা কারা ?

২৭ মার্চ ঃ ইউরো ২০২৪-এর শুরু ১৪ জুন। ফাইনাল হবে ১৪ জুলাই। চূড়ান্ত হয়ে গেল ইউরো ২০২৪-এর গ্রুপবিন্যাস। এবার ইউরোর আয়োজক দেশ জার্মানি। প্রথম ম্যাচে জার্মানির মুখোমুখি স্কটল্যান্ড। ১৪ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত হবে গ্রুপ পর্ব। নক আউট পর্ব শুরু হবে ৩০ জুন থেকে। বার্লিনে এবার ইউরো ফাইনালের বল গড়াচ্ছে। ২৪টি দেশের মধ্যে ২১টি দেশ আগেই জার্মানির টিকিট পেয়ে গিয়েছিল। বাকি তিনটি দেশ যোগ্যতা অর্জন করল মঙ্গলবার। পিছিয়ে প।ওে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ইউক্রেন। রাশিয়ার সঙ্গে দুবছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলছে ইউক্রেনের। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন তবুও ইউরো ২০২৪-এর টিকিট জোগাড় করে ফেলেছে। গ্রুপ ই-তে বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়ার সঙ্গে রয়েছে ইউক্রেন। টাইব্রেকারে জিতে ইউরোর চূ।ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে জর্জিয়া ও পোল্যান্ডও। গ্রুপ এফ-এ তুরস্ক, পর্তুগাল ও চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে রয়েছে জর্জিয়া। গ্রুপ ডিতে নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে রয়েছে পোল্যান্ড। জার্মানির দশটি শহরে হবে এবারের ইউরো। একনজরে ইউরো ২০২৪-এর গ্রুপবিন্যাস- গ্রুপ এ - জার্মানি, স্কটল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড। গ্রুপ বি - স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইটালি, আলবেনিয়া। গ্রুপ সি - স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড।গ্রুপ ডি - পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স। গ্রুপ ই - বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, ইউক্রেন। গ্রুপ এফ - তুরস্ক, জর্জিয়া, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র।

আমার ফর্ম নষ্ট করে দিয়েছিল আইপিএল! বিস্ফোরক শেহওয়াগ

২৭ মার্চ ঃ আইপিএল খেলার জন্য নিজেদের চোটকেও যেন পরোয়া করেন না ক্রিকেটাররা। ঘরোয়া ক্রিকেট কিংবা দেশের জার্সিতে না খেললেও মোটা অঙ্কের জন্য আইপিএলে খেলতে বেশি আগ্রহ দেখান প্লেয়াররা। এমন সমালোচনা আখছার শোনা যাচ্ছে। তবে আইপিএল চলাকালীন এবার কার্যত বোমা ফাটালেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। তাঁর দাবি, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁর ফর্ম নষ্ট করে দিয়েছিল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। এই তিন দলেরই এখনও পর্যন্ত ট্রফি অধরা। এর মধ্যে পাঞ্জাবের জার্সিতে দুটি মরশুম খেলেছিলেন শেহওয়াগ। তাঁর দাবি, এই দলের হয়ে খেলতে গিয়েই ফর্মে ভয়ংকর অবনতি ঘটেছিল তাঁর। প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনারের কথায়, পাঞ্জাবে যোগ দেওয়ার পরই আমার স্ট্রাইক রেট কমে গিয়েছিল। ওই যে কথায় বলে না, যেমন সঙ্গী পাবে,

তার প্রভাবও তেমন পড়বে। ওখানে এরকমই সঙ্গী পেয়েছিলাম। ভালো খেলতামও না, জিততেও পারতাম না। তাই আবার ফর্ম আরও খানিকটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একাধিক মরশুমে প্রীতি জিন্দার পাঞ্জাব শুরুটা ভালো করলেও ধীরে ধীরে টুর্নামেন্ট থেকে হারিয়ে যায়। ফলে গত ১৬ বছরে ট্রফি জয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত এই দল। চলতি আইপিএলে প্রথম ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে পরাস্ত করেন শিখর ধাওয়ানরা। কিন্তু পরের ম্যাচেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারে পাঞ্জাব। এবার সেই দলের কথা বলতে গিয়েই প্রীতির ফ্যাঞ্চাইজিকে কার্যত কাঠগড়াতেই তুলে দিলেন বীরু। তাঁর মন্তব্য নিয়ে এখন নেটদুনিয়ায় চলছে জোর চর্চা।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার জোড়া রেকর্ডের হাতছানি

২৭ মার্চ ঃ বুধবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার দল। আর সেই ম্যাচে নামলেই মুম্বইয়ের হয়ে এক বিরল নজির গ।বেন রোহিত শর্মা। কোন রেকর্ডের মালিক হতে চলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তন অধিনায়ক? এই দলের জার্সিতে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ২০০ ম্যাচ খেলে ফেলবেন রোহিত। সেই সঙ্গে কোনও একটি আইপিএল দলের হয়ে সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলার তালিকায় উঠে আসবেন তিন নম্বরে। ২০১১ সালে প্রথমবার মুম্বইয়ের জার্সিতে মাঠে নামেন ভারতীয় ক্রিকেটের হিটম্যান। তার আগে খেলতেন ডেকান চার্জার্সে। নিলামে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় তুলে নেয় মুম্বই। সেখানে তিনি ১৯৯ ম্যাচে করেছেন ৫০৮৪ রান। আর একটি ম্যাচ খেললেই রোহিত ঢুকে প।বেন মুম্বই

ইন্ডিয়ান্সের রেকর্ড বইয়ের পাতায়। একটি দলের হয়ে আইপিএলে তাঁর থেকে বেশি ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব শুধু রয়েছে বিরাট কোহলি (২৩৯) ও মহেন্দ্র সিং ধোনির (২২১)। এখানেই শেষ নয়। আরও একটি রেকর্ড তৈরির সুযোগ রয়েছে রোহিতের কাছে। নিজের আইপিএল কেরিয়ারে মোট ৯৯টি ক্যাচ ধরেছেন তিনি। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আর একটি ক্যাচ ধরলেই একশোর ক্লাবে ঢুকে প।বেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক। সুরেশ রায়না, বিরাট কোহলি আর কায়রন পোলার্ডের পরেই চলে আসবে তাঁর নাম। জো।া রেকর্ডের সামনে মাঠে নামতে চলেছেন রোহিত। মরশুমের শুরুতে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে। কিন্তু সে সব যে তাঁর ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেনি, তা আগের ম্যাচে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মুম্বইয়ের জার্সিতে ২০০তম ম্যাচটিকেও নিশ্চয়ই স্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন হিটম্যান।

এগিয়ে থেকেও আফগানদের কাছে হেরে গেল ভারতের

২৭ মার্চ ঃ এভাবেও ম্যাচ হারা যায়! এগিয়ে থেকেও হতশ্রী ভাবে ম্যাচ হারল ভারত। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে আফগানিস্তানের কাছে ২-১ গোলে ভারত হারায় বড় সড় চাপে পড়ে গেলেন স্টিমাচের ছেলেরা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বে তৃতীয় রাউন্ডে ভারত পৌঁছতে পারে কি না, তা এখন নির্ভর করছে অনেক পারমুটেশন-কম্বিনেশনের উপরে। আফগানদের বিরুদ্ধে মাইলফলকের ম্যাচ ছিল সুনীল ছেত্রীর। দেশের জার্সিতে দেড়শো ম্যাচ। সেই ম্যাচে ৩৭ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু এগিয়ে থাকা ভারতীয় দলের রক্ষণভাগ আফগান ঝড়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ডাগ আউটে বসে সুনীল ছেত্রীকে দেখতে হল দেশের হার। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। প্রথম পর্বে সৌদি আরবের আভায় আফগানদের সঙ্গে ড্র করেছিল ভারত। ফলে গুয়াহাটিতে নামার আগে চাপ বাড়ছিল ভারতের উপরে। ম্যাচটা জিততেই হতো সুনীল ছেত্রীদের। ম্যাচের শুরুতেই সোনার সুযোগ হাতছাড়া করে ভারত। সুনীলের বাঁ পায়ের শট আফগানদের পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বল উড়িয়ে দেন মনবীর। তার পরেও একাধিক বার আফগানিস্তানের বক্সে আক্রমণ তুলে নিয়ে যায় ভারত। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। আফগানিস্তানও সুযোগ তৈরি করেছিল। কর্নার থেকে আমিরি হেডে বিষ ঢালেন। গুরপ্রীত সেই যাত্রায় ভারতকে বাঁচান। ৩৭ মিনিটে সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত। ডান প্রান্ত থেকে ভাসানো বলে হাত লাগিয়ে আফগানিস্তানকে বিপন্ন করেন বর্ষীয়ান আমিরি। পেনাল্টি থেকে গোল করেন সুনীল। দেশের জার্সিতে প্রথম ম্যাচে গোল করেছিলেন সুনীল। তার পরে প্রতিটি মাইলফলকের ম্যাচে রয়েছে সুনীলের গোল। বিরতির সময়ে ভারত এগিয়েছিল ১-০ গোলে। কিন্তু এক গোলে এগিয়ে থাকা যথেষ্ট নয়। ৬৮ মিনিটে তিনটি পরিবর্তন আনেন স্টিমাচ। সুনীলকে তুলে নেওয়া হয়। এটাই মনে হয় ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল। সুনীলকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে সুনীল নিজেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর প্রতিক্রিয়াতেই তা বোঝা যায়। সুনীল মাঠে থাকলে আফগানদের উপরে চাপ বাড়ত। নামেরও তো একটা চাপ থাকে! কিন্তু বহু যুদ্ধের সৈনিককে তুলে নেওয়ায় চাপ কমে যায় আফগানদের উপর থেকে। সেই সময়ে আফগানরাও ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা শুরু করে। সুনীলকে তুলে নেওয়ার অব্যবহিত পরেই রহমত আকবরির শট রাহুল ভেকের পায়ে লেগে জড়িয়ে যায় ভারতের জালে। ৭০ মিনিটে আফগানিস্তান সমতা ফেরানোর পরেও ভারতের সম্বিত ফিরল না। ক্রমে ম্যাচ থেকে হারিয়ে গেল তারা। উলটে আফগানিস্তান আরও চাপ বাড়াতে শুরু করে। ৮৮ মিনিটে গুরপ্রীত বক্সের ভিতরে ফাউল করে ভারতকে বিপন্ন করেন। শরিফ মুখামদ পেনাল্টি থেকে গোল করে আফগানিস্তানকে এনে দেন মূল্যবান জয়। দলের এই বিশ্রী হারে স্বভাবতই হতাশ কোচ আরও একবার নিজের ইস্তফার প্রসঙ্গ তুলে দিলেন। জাতীয় দলের কোচ বলে গেলেন,অত্যন্ত খারাপ এবং হতাশাজনক পারফরম্যান্স। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি দু ঃখিত কিন্তু জুলাই পর্যন্ত আমাকে কাজ করতেই হবে। আমি চুক্তিবদ্ধ।

আগামী গ্রীষ্মে ভারত ও পাকিস্তান খেলবে অস্ট্রেলিয়ায়, থাকছে পূর্ণাঙ্গ সূচি

সিডনি, ২৭ মার্চ ঃ ২০২৪-২৫ মরসুমের গ্রীষ্মের সূচি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। আগামী গ্রীষ্মে ভারত যেমন খেলবে বোর্ডার-গাভাস্কার টেস্ট সিরিজটি, সেই সঙ্গে খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল, তেমনি গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলবে। অর্থাৎ আগামী গ্রীষ্মে ব্যস্ত সময় পার করবে অস্ট্রেলিয়া দল। এক নজরে দেখে নেয়া যাক অস্ট্রেলিয়ায় ভারত-পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গসূচি। পাকিস্তান পুরুষ দলের বিপক্ষে-১ম ওয়ানডে-৪ নভেম্বর, এমসিজি, মেলবোর্ন। ২য় ওয়ানডে- ৮ নভেম্বর, অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড। ৩য় ওয়ানডে- ১০ নভেম্বর, পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ।১ম টি-টোয়েন্টি - ১৪ নভেম্বর, গ্যাবা, ব্রিসবেন। ২য় টি-টোয়েন্টি -১৬ নভেম্বর, এসসিজি, সিডনি।৩য় টি-টোয়েন্টি -১৮ নভেম্বর, ব্লান্ডস্টোন অ্যারেনা, হোবার্ট। ভারত পুরুষ দলের বিপক্ষে,১ম টেস্ট- ২২-২৬ নভেম্বর, পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ

২য় টেস্ট (দিবারাত্রির)- ৬-১০ ডিসেম্বর, অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড। ৩য় টেস্ট- ১৪-১৮ ডিসেম্বর, দ্য গ্যাবা, ব্রিসবেন। ৪র্থ টেস্ট- ২৬-৩০ ডিসেম্বর, এমসিজি, মেলবোন। ৫ম টেস্ট- ৩-৭ জানুয়ারি, এসসিজি, সিডনি। ভারত মহিলা দলের বিপক্ষে- ১ম ওয়ানডে-৫ ডিসেম্বর, অ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেন,২য় ওয়ানডে- ৮ ডিসেম্বর, অ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেন। ৩য় ওয়ানডে- ১১ ডিসেম্বর, ওয়াকা গ্রাউন্ড, পার্থ।

শাহিন-মাসুদে মোহভঙ্গ বোর্ডের, পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর!

২৭ মার্চ ঃ বিরাট আশা নিয়ে বাবর আজমকে সরিয়ে দিয়ে শান মাসুদ এবং শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু কয়েক মাসেই নাকি মোহভঙ্গ হয়েছে! ফের নাকি বাবরেই ভেতরে অন্দরে কান পাতলে অন্তত এমনটাই শোনা যাচ্ছে। গত বছর ভারতে আয়োজিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাবরের নেতৃত্বেই খেলেছিল পাকিস্তান। কিন্তু খারাপ পাফরম্যান্সের জেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে যায় দল। সমর্থক তথা বোর্ডের তীব্র সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। এর পরই জাতীয় দলে সব ধরনের ফরম্যাটে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান বাবর। ফলে নতুন অধিনায়কের খোঁজ শুরু করে পিসিবি। ঠিক হয়, টেস্ট দলের নেতৃত্ব দেবেন মাসুদ। টি-টোয়েন্টি র অধিনায়ক করা হয় তারকা পেসার শাহিন আফ্রিদিকে। এবার শোনা যাচ্ছে, গত কয়েকটি ম্যাচের পারফরম্যান্সের পর বোর্ড বুঝতে পেরেছে, নেতা হিসেবে বাকিদের থেকে এগিয়ে বাবরই। ।লীন কার্যত বাধ্য হয়েই নেতৃত্ব ছাড়তে হয়েছিল বাবরকে। সূত্রের খবর, চেয়ারম্যান বদলের পর থেকেই নতুন করে বাবরের

নাম উঠে এসেছে। তবে বাবরের কানে এই খবর পৌঁছতেই নাকি তিনি এবার এককথায় রাজি হতে নারাজ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, বাবর আবার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে তৈরি কি না, তা জানতে চাওয়ায় তিনি নাকি আপাতত নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলতে চাননি। আসলে বোর্ডের তরফ থেকে তিনি একাধিক বিষয়ে নিশ্চয়তা চাইছেন বলেই খবর। তাঁর শর্ত পূরণ হলে তবেই আবার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে পারেন বাবর। শোনা যাচ্ছে, পাক ক্রিকেট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্তের জন্য প্রাক্তনীদের পরামর্শ নিচ্ছেন পিসিবির বর্তমান চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সেই সূত্রেই নাকি আবারও অধিনায়ক হিসেবে উঠে এসেছে বাবর আজমের নাম।

মহিলাদের এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশিত, কবে থেকে শুরু হচ্ছে মহিলাদের এশিয়া কাপ?

২৭ মার্চ ঃ মহিলাদের এশিয়া কাপের ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। ১৯ জুলাই শুরু হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। ২৮ তারিখ ফাইনাল। শ্রীলঙ্কার ডাম্বুলায় বসছে এবারের মহিলাদের এশিয়া কাপ। প্রথমবার আটটি দল অংশ নিতে চলেছে এবারের প্রতিযোগিতায়। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। এ গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, নেপাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। অন্য গ্রুপে রয়েছে, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া,

শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। ২০২২ সালের টুর্নামেন্টে ৭টি দল অংশ নিয়েছিল এশিয়া কাপে। ১৯ জুলাই ভারত অভিযান শুরু করছে। প্রথম ম্যাচে ভারতের সামনে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। একই দিনে পাকিস্তান ও নেপাল মুখোমুখি হচ্ছে। ২১ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচ। ২৩ জুলাই ভারত ও নেপাল ম্যাচ। ২৬ জুলাই সেমিফাইনাল। ২৮ জুলাই ফাইনাল হবে। ভারতের মহিলা দল প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করবে টুর্নামেন্টে।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউ মাতালেন ব্রাজিলের এনড্রিক, আর্জেন্টিনার সাফল্যের দিনে হার রোনাল্ডোর

২৭ মার্চ ঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউ মাতালেন ব্রাজিলের এনড্রিক। ব্রাজিল-স্পেনের থ্রিলার শেষ হল ৩-৩ গোলে। মার্কিন মুলুকে আবার লিওনেল মেসি-হীন আর্জেন্টিনা পিছিয়ে পড়েও প্রীতি ম্যাচে কোস্টারিকাকে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করল। অন্যদিকে পর্তুগাল এগারো ম্যাচ অপরাজিত থাকার পরে ২-০ গোলে হেরে গেল স্লোভেনিয়ার কাছে। ব্রাজিলের এনড্রিক এখন ফুটবলপাগলদের শ্বাসপ্রশ্বাসে। ওয়েম্বলিতে গোল করে এসেছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সান্তিয়াগো বের্নাবেউতেও চলল এনড্রিক ম্যাজিক। তাঁর সম্পর্কে বলাই যায় ভিনি, ভিডি, ভিসি। এলেন, দেখলেন এবং জয় করে নিলেন।

ব্রাজিল-স্পেন ম্যাচ ৩-৩ হল। ব্রাজিলও জেতেনি। স্পেনও হারেনি। কিন্তু বের্নাবেউ বলছে, জিতে গিয়েছেন এনড্রিক। বিরতির পরই মাঠে নামেন তিনি। নামার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাঁ পা দিয়ে ছবি আঁকলেন এনড্রিক। বাঁ পায়ের ভলিতে স্পেনের জাল কাঁপালেন। তার পরেই দৌড় শুরু করলেন গ্যালারির দিকে। সবাই বলছেন, বিশ্বফুটবলে তাঁর দৌড় চলবে। গ্যালারিতে ছিলেন এনড্রিকের বাবা ডগলাস। বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন আঠেরোয় পা না দেওয়া ব্রাজিলীয়। এই ১৭তেই ভবিষ্যতের তারকা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বান্ধবীও। তাঁরা দেখলেন এনড্রিকের সম্মোহন। আঠেরো বছর হলে বের্নাবেউ হবে এনড্রিকের ঘরের মাঠ। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলবেন তিনি। রিয়ালের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে পাকা। সেই এনড্রিক ম্যাচ শেষে ভাই নোয়ার কথা বলেছেন। নোয়ার দাবি, এনড্রিক এক মিলিয়ন গোল করবে। ব্রাজিলের নতুন জাদুকর বলছেন, আপাতত একটা গোল করেছি। ব্রাজিলে ফিরেই

ভাইকে জড়িয়ে ধরতে চাই। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বের্নাবেউ জিতে নিয়েছেন এনড্রিক। ব্রাজিল-স্পেন ম্যাচের শেষে রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজও নবাগত তারকার পিঠে স্নেহের হাত রেখে বলেছেন, আমরা তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। ছগোলের ম্যাচে পেনাল্টি থেকেই গোল হল তিনটি। ১২ মিনিটে রড্রি পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে দেন স্পেনকে। ৩৬ মিনিটে দানি ওলমো ২-০ করেন স্পেনের হয়ে। ৪০ মিনিটে রডরিগো ব্যবদান কমান ব্রাজিলের হয়ে। ৫০ মিনিটে এনড্রিক ম্যাজিক। ৮৭ মিনিটে রড্রি ফের পেনাল্টি থেকে গোল করে ৩-২ করেন স্পেনের অনুকূলে। অতিরিক্ত সময়ে লুকাস পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান ব্রাজিলের হয়ে।

মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত আর্জেঃটনা-কোস্টারিকা ম্যাচে নামেননি লিও মেসি। কোস্টারিকার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে নামার আগে খুনের হুমকি পান ডি মারিয়া। খুনের হুমকি নিয়েই ডি মারিয়া নীল-সাদা জার্সিধারীদের মসিহা হয়ে ধরা দিলেন। মারিয়ার গোলেই সমতা ফেরায় আর্জেঃটনা। ৩৪ মিনিটে কোস্টারিকাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ম্যানফ্রেড। ফ্রি কিক থেকে ৫২ মিনিটে ডি মারিয়া গোল করেন। মেসি থাকলে ফ্রি কিক নিতেন তিনিই। কিন্তু মেসির অনুপস্থিতিতে ডি মারিয়া ফ্রি কিক নিলেন। গোলও পেলেন। তার চার মিনিট পরেই ম্যাকালিস্টার ২-১ করেন। ৭৭ মিনিটে মার্টিনেজ ৩-১ করে করেকোস্টারিকার। এদিন মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও পারলেন না পর্তুগালকে জেতাতে। স্লোভেনিয়ার কাছে হেরে গেল রবার্তো মার্টিনেজের পর্তুগাল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com